Boighar.com
বইঘর নিবেদন
Boighar

বর্ষ ২৫ । সংখ্যা ২৮৪ । ফেব্রুয়ারি ২০২০

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsbd.com

MvS & Boighar

প্রতি মাসের বাংলাদেশ ও বিশ্ব

বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন

ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু

মুজিব শতবর্ষ : ক্ষণগণনা শুরু

ই-পাসপোর্টের উদ্বোধন

শিক্ষায় আসছে বড় পরিবর্তন

বর্ষপণ্য লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং

Literature & Society

MvS & Boighar

Boighar
Boighar
MvS & Boighar

চীন-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর

চীনে প্রাণঘাতী নতুন ভাইরাস

সংবিধান পরিবর্তনের পথে পুতিন

সোলাইমানি হত্যাকাণ্ড : ইরান-মার্কিন উত্তেজনা

নতুন জীবনে হ্যারি-মেগান

রোহিঙ্গা ইস্যুতে ICJ'র আদেশ

MvS & Boighar

OIC'র যুব রাজধানী ঢাকা

UNICEF'র নেতৃত্বে বাংলাদেশ

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার রুটিন

বঙ্গবন্ধু BPL : পরিসংখ্যান ও রেকর্ড আপডেট

নিয়োগ টিপস

ব্যাংক-বীমা কর্মকর্তা

ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী

প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক

Special Model Test

দুদক'র বিভিন্ন পদে নিয়োগ

বিসিএস প্রস্তুতি

৪০তম Real Viva

৪১তম প্রিলি. টিপস ও বিষয়ভিত্তিক Self Test

প্রশ্ন সমাধান

UCB'র প্রবেশনারি অফিসার

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন পদ

বইঘর.কম বইঘর.কম
BOIGHAR.COM

বর্ষ ২৫ । সংখ্যা ২৮৪ । ফেব্রুয়ারি ২০২০

২৫ বছরে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsbd.com

প্রতি মাসের বাংলাদেশ ও বিশ্ব

সম্পাদক
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ জাহিদ মাহমুদ
জাকির হোসেন খোকন

সহকারী সম্পাদক
রেজাউল করিম মামুন

গবেষক
গোলাম কিবরিয়া বিপু

সমন্বয়ক
মো. আলাল উদ্দিন, জহিরুল ইসলাম
মো. ফজলুল হক, আরিফ খান মিরণ
মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম

বিভাগীয় সম্পাদক
মোশারফ হোসেন প্রান্ত, বুলবুল আহমেদ
মো. ইউসুফ খান, রুহুল আমিন

সম্পাদনা সহকারী
মাকসুদুর রহমান

সার্কুলেশন
আমিনুল ইসলাম সোহাগ

শিল্প নির্দেশক
হাফছা ইসলাম ও সানিয়া জিহা

গ্রাফিক ডিজাইন
মো. মনির হোসেন লিটন

বর্ণবিন্যাস
মোসলেম উদ্দিন, নূর মোহাম্মদ জিন্নাহ্
আবদুল করিম কাজল, মো. মনিরুল ইসলাম

দাম : বিশ টাকা

বিপণন
মাসিক প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স
৩৭/১ দোতলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৫৭১৬৫১২৯, ৯৫৩৩০২৯, ০১৭১১ ১২০৭০১
অফিস ফোন : ৯৫৮৪৪৩৬
web : www.professorsbd.com
e-mail : ca@professorsbd.com
/profscurrentaffairs

সম্পাদকীয়

১৯৫২-সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলার জন্য বুকের রক্ত দিয়ে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর, আউয়াল, অহিউল্লাহ যে ইতিহাস রচনা করেছেন সেটিই হয়ে উঠেছে বাঙালির অধিকার আদায়, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার প্রেরণা। ভাষার মাসে সেসব মহান শহিদদের প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা।

নানা প্রস্তুতি ও আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে 'মুজিব শতবর্ষ'-এর ক্ষণগণনা। মুজিববর্ষ শুরুর প্রাক্কালে দেশজুড়ে চলছে নানা প্রস্তুতি ও আয়োজন। জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কোর সাথে বিশ্বব্যাপী একযোগে 'মুজিববর্ষ' পালন ভিন্ন একটি মাত্রা লাভ করেছে। সম্প্রতি দেশে চালু হয়েছে ই-পাসপোর্ট। বিশ্বের ১১৯তম ই-পাসপোর্ট ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে প্রযুক্তি ও উন্নয়নের ধারায় আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বাংলাদেশ। অন্যদিকে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে ৩ জানুয়ারি ২০২০ মার্কিন ড্রোন হামলায় ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডসের শাখা কুদস ফোর্সের প্রধান কাসেম সোলাইমানি নিহত হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও চীন-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর, চীনে রহস্যজনক করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক ইত্যাদি বিষয় ছিল সাম্প্রতিক সময়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৪১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। সফল প্রস্তুতি গ্রহণে এ সংখ্যায় থাকছে ৪১তম বিসিএস বিষয়ভিত্তিক টিপস ও Self Test এবং ৪০তম বিসিএস Real Viva। তাছাড়া 'নিয়োগ টিপস' বিভাগে রয়েছে দুদক-এর বিভিন্ন পদে প্রস্তুতির জন্য Special Model Testসহ বিভিন্ন নিয়োগ টিপস। আরো রয়েছে UCB ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সদ্য অনুষ্ঠিত ৫টি নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এবং নিয়মিত ও অনিয়মিত সকল বিভাগ।

পরিশেষে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক এবং সর্বস্তরে বাংলার ব্যবহার সুসংহত হোক— এ প্রত্যাশায় সকলকে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা। আল্লাহ হাফেজ।

সম্পাদক কর্তৃক প্রফেসর'স প্রকাশন ৩৮/৩ (৩য় তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

www.boighar.com

সূচিপত্র

০৪ ॥ সংবাদ-সংযোগ : জানুয়ারি ২০২০
০৬ ॥ সাম্প্রতিক MCQ : জানুয়ারি ২০২০
০৮ ॥ সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর : জানুয়ারি ২০২০
০৯ ॥ দৃষ্টিপাত : জানুয়ারি ২০২০
১৪ ॥ রিপোর্ট-সমীক্ষা
১৬ ॥ বিনোদন জগৎ
১৭ ॥ মুজিব শতবর্ষ

সচিত্র বাংলাদেশ

১৯ ॥ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০২০
১৯ ॥ বাংলাদেশ বিমানের ১৭তম রুট
১৯ ॥ নৌবাহিনীতে নতুন দুই যুদ্ধজাহাজ
২০ ॥ শিক্ষায় বড় পরিবর্তন আসছে
২০ ॥ মাদ্রিদ প্রটোকলে বাংলাদেশের যোগদান
২০ ॥ স্বাস্থ্যশিক্ষা নামে নতুন অধিদপ্তর
২১ ॥ প্রামাণ্য সংসদ
২২ ॥ আইন-আদালত সংবাদ
২৩ ॥ শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি সংবাদ
২৪ ॥ ই-পাসপোর্টের উদ্বোধন
২৫ ॥ বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশ
২৭ ॥ রোহিঙ্গা সংকট

বিশ্ব প্রবাহ

২৮ ॥ BREXIT-কার্যকর
২৮ ॥ WEF'র সুবর্ণজয়ন্তী সভা
২৮ ॥ লেবাননে নতুন মন্ত্রিসভা
২৯ ॥ ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে ভূপাতিত ইউক্রেনের বিমান
২৯ ॥ চীনে প্রাণঘাতী নতুন ভাইরাস
৩০ ॥ ট্রাম্পের অভিশংসন বিচার শুরু
৩০ ॥ জাতিসংঘে ৬ দেশের ভোটাধিকার বাতিল
৩০ ॥ সর্বকনিষ্ঠ সরকারপ্রধান
৩১ ॥ লিবিয়ায় স্থায়ী অস্ত্রবিরতি
৩১ ॥ 'সবুজায়ন চুক্তি'র রূপরেখা EU'র
৩১ ॥ ফিনল্যান্ডে সপ্তাহে কর্মদিবস চারদিন!
৩১ ॥ লুয়ান্ডা কেলেঙ্কারি : দুর্নীতির 'রাজকন্যা' ইসাবেল
৩২ ॥ গ্রিসে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট
৩২ ॥ সেরা মুসলিম ব্যক্তিত্ব এরদোগান
৩২ ॥ চীন-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর
৩৩ ॥ মহাপ্রাচীরের দেশে
৩৪ ॥ ভারত পরিক্রমা
৩৫ ॥ আলোচিত ইস্যু CAA-NRC-NPR
৩৭ ॥ রাশিয়া
৩৮ ॥ সোলাইমানি হত্যাকাণ্ড : ইরান-মার্কিন উত্তেজনা
৪০ ॥ মধ্যপ্রাচ্য সংবাদ
৪৩ ॥ নতুন জীবনে হ্যারি-মেগান
৪৪ ॥ বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন
৪৫ ॥ ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু
৪৬ ॥ Literature and Society

BCS আয়োজন

৪৯ ॥ ৪১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি ও Self Test
৬০ ॥ ৪০তম বিসিএস Real Viva

নিয়োগ টিপস

৬১ ॥ দুদক নিয়োগ : Special Model Test
৬৫ ॥ ব্যাংক-বিমা কর্মকর্তা
৬৮ ॥ প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক
৭১ ॥ ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী

প্রশ্ন সমাধান

৭২ ॥ UCB'র প্রবেশনারী অফিসার
৭৪ ॥ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন পদ
৭৮ ॥ শর্ট টেকনিক : পর্ব-৪৩
৭৯ ॥ সঠিক তথ্যের সন্ধানে : পর্ব-৭৬
৮১ ॥ সংশোধিত সময়সূচি : এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা ২০২০
৮২ ॥ শিক্ষাবার্তা
৮৩ ॥ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৮৪ ॥ দূরের আকাশ
৮৬ ॥ প্রাণ ও জীববৈচিত্র্য
৮৭ ॥ রেকর্ড বিশ্ব
৮৮ ॥ খেলার আসর
৯০ ॥ বঙ্গবন্ধু BPL : পরিসংখ্যান ও রেকর্ড আপডেট
৯২ ॥ প্রশ্ন আপনার আমাদের উত্তর
৯৩ ॥ জানা-অজানা
৯৪ ॥ ভিন্ন খবর

৪১তম BCS-এর জন্য বিশেষ প্যাকেজ

দীর্ঘ ২ যুগের বিসিএস, পিএসসি'র বিভিন্ন নিয়োগ এবং ব্যাংক ও অন্যান্য চাকরি পরীক্ষার MCQ বিশ্লেষণে সর্বাধিক কমনপ্রাপ্ত

Professor's MCQ Review

বিষয়ভিত্তিক ১০টি বই

প্রফেসর'স ৪১তম BCS প্রিলিমিনারি ডাইজেস্ট

প্রফেসর'স 41st BCS সিলেকটেড মডেল টেস্ট

www.boighar.com

www.boighar.com

সংবাদ সংযোগ

আন্তর্জাতিক ◆ ০১.০১.২০২০ | বুধ

— পাকিস্তান ও চীনের মধ্যকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর।

— দুই বছরের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে নাইজার, তিউনিশিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রানাডাইন্স, ভিয়েতনাম ও এস্তোনিয়া।

আন্তর্জাতিক◆ ০২.০১.২০২০ | বৃহস্পতি

— মালয়েশিয়ার 'জুতামন্ত্রী' খ্যাত শিক্ষামন্ত্রী আজলি মালিক পদত্যাগ করেন।

— তাইওয়ানের রাজধানী তাইপের কাছেই পাহাড়ি অঞ্চলে দেশটির একটি সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হলে দেশটির সেনাপ্রধান (চিফ অব দ্য জেনারেল শেনওয়াই-সিং এবং আরো সাত সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তা নিহত হন।

আন্তর্জাতিক ◆ ০৩.০১.২০২০ | শুক্র

— ১১৭তম মার্কিন কংগ্রেস শুরু।

— ইরাকের বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইরানের 'দ্বিতীয় ক্ষমতাধর' ব্যক্তি মেজর জেনারেল কাশেম সোলাইমানিসহ ১০জন নিহত।

বাংলাদেশ ◆ ০৫.০১.২০২০ | রবি

— ঢাকা-ম্যানচেস্টার ফ্লাইট শুরুর মধ্য দিয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ১৭তম রুট চালু।

আন্তর্জাতিক

— ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে উত্তর প্রদেশে বিতর্কিত ও বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (CAA) বাস্তবায়নের কাজ শুরু।

— ইরাকের পার্লামেন্টে দেশটি থেকে অবিলম্বে মার্কিন সেনা বহিষ্কারের বিল পাস।

— ২০১৫ সালের ঐতিহাসিক পরমাণু চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেয় ইরান।

আন্তর্জাতিক◆ ০৬.০১.২০২০ | সোম

— মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে নতুন করে পাঁচ বছরের পর্যটন ভিসা চালুর ঘোষণা দেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ও উপ-রাষ্ট্রপতি শেখ মোহাম্মদ বিন রাশেদ আল মাকতুম।

বাংলাদেশ ◆ ০৭.০১.২০২০ | মঙ্গল

— টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আন্তর্জাতিক

— জেনারেল কাশেম সোলাইমানিকে হত্যার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের সব সামরিক বাহিনীকে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ইরানের পার্লামেন্টে বিল পাস।

— পাকিস্তান পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ জাতীয় পরিষদে তিন বাহিনীর প্রধানদের বয়স এবং ঐ পদের মেয়াদ পুনর্নির্ধারণ করে বিল পাস।

বাংলাদেশ ◆ ০৮.০১.২০২০ | বুধ

— পিলখানা হত্যা মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেন হাইকোর্ট।

আন্তর্জাতিক

— ইরানের রাজধানী তেহরানের ইমাম খোমেনি বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পরপরই ভুল করে ইরানের ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ইউক্রেনের যাত্রীবাহী পিএস ৭৫২ বিমান বিধ্বস্ত।

— জেনারেল কাসেম সোলাইমানির হত্যার জবাবে ইরাকে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের আল আসাদ ও ইরবিল বিমান ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরানের ইসলামী রেভ্যুলশনারী গার্ড বাহিনী (IRGC)।

— রাজপরিবারের দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেন ব্রিটিশ রাজ সিংহাসনের ষষ্ঠ উত্তরাধিকারী প্রিন্স হ্যারি ও তার পত্নী মেগান মার্কেল।

বাংলাদেশ◆ ০৯.০১.২০২০ | বৃহস্পতি

— একাদশ জাতীয় সংসদের ৬ষ্ঠ অধিবেশন শুরু।

আন্তর্জাতিক

— ইরানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যাতে নিজের ইচ্ছামতো যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিতে না পারেন, সেজন্য তার ক্ষমতা খর্ব করে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে এক প্রস্তাব পাস।

বাংলাদেশ ◆ ১০.০১.২০২০ | শুক্র

— জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা (Countdown) উদ্বোধন।

আন্তর্জাতিক

— ভারতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) কার্যকর।

— ইরাকে সামরিক ঘাঁটিতে মার্কিন বাহিনীর ওপর ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে তেহরানের ওপর আরও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র।

আন্তর্জাতিক ◆ ১১.০১.২০২০ | শনি

— চীনাভাষী একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাইওয়ানে সাধারণ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত।

বাংলাদেশ ◆ ১২.০১.২০২০ | রবি

— তিনদিনের সরকারি সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

— দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় র‍্যাগিংয়ের নামে শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন প্রতিরোধে কমিটি ও স্কোয়াড গঠনের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।

জানুয়ারি ২০২০ সংখ্যার সংশোধনী

পৃষ্ঠা	কলাম	লাইন	যা আছে	যা হবে
০৯	৩য়	১১	৩২ ঘ [উত্তর অংশে]	৩২ গ
২৩	২য়	১৬	২০০৯	২০১৯
৬৯	৩য়	১৬	২৮ জুন ১৯৯৯	২৮ জুন ১৯১৯
৮২	১ম	২৭	৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০	৫ ডিসেম্বর ২০১৯

কোনো মুদ্রণজনিত বা তথ্যগত ত্রুটি পেলে তথ্যসূত্রসহ ই-মেইল করুন ca@professorsbd.com ঠিকানায়

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়

বাংলাদেশ ◆ ১৩.০১.২০২০ । সোম

— উৎপাদন শুরু করে দেশের সর্ববৃহৎ ও সর্বাধুনিক ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

— আরব বিশ্বের দীর্ঘস্থায়ী শাসক ওমানের সুলতান কাবুস বিন সাঈদের মৃত্যুতে দেশজুড়ে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালিত।

আন্তর্জাতিক

— পাকিস্তানের সাবেক সামরিক শাসক পারভেজ মোশাররফের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বাতিল করে রায় দেয় লাহোর হাইকোর্ট।

— জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে উত্তর কোরিয়ার শ্রমিকদের প্রবাসে কাজের সুযোগ তৈরি করে দেয়ার অভিযোগে দুটি কোম্পানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র।

বাংলাদেশ ◆ ১৪.০১.২০২০ । মঙ্গল

— ভারতে বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার শুরু।

— আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (ICT) রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আসা নবম মামলার চূড়ান্ত রায় প্রদান, যার মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ কায়সারের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়।

— আবুধাবিতে স্থায়ী দূতাবাস নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত।

আন্তর্জাতিক

— ভারতের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (CAA) বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দেশটির প্রথম রাজ্য হিসেবে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে কেরালা রাজ্য সরকার।

বাংলাদেশ ◆ ১৫.০১.২০২০ । বুধ

— বঙ্গোপসাগরে সফল মিসাইল উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে ১৮ দিনব্যাপী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বার্ষিক সমুদ্র মহড়া 'এক্সারসাইজ সেফ গার্ড ২০১৯' সমাপ্ত।

আন্তর্জাতিক

— দীর্ঘ ১৮ মাস ধরে চলা বাণিজ্যযুদ্ধ শিথিলে চুক্তি স্বাক্ষর করে বিশ্ব অর্থনীতির দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।

— রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ফেডারেল অ্যাসেম্বলিতে বার্ষিক 'স্টেট অব দ্য নেশন' ভাষণে সংবিধানে বিভিন্ন সংস্কার আনার ঘোষণা দেন।

— প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সাংবিধানিক সংস্কারের ঘোষণা দেয়ার পর রুশ মন্ত্রিসভার সব সদস্য পদত্যাগ করেন।

আন্তর্জাতিক◆ ১৬.০১.২০২০ । বৃহস্পতি

— মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে United States Mexico Canada Agreement (USMCA) পাস।

— মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিশংসন প্রস্তাব সিনেটে উত্থাপনের মাধ্যমে অভিশংসন বিচার প্রক্রিয়া শুরু।

আন্তর্জাতিক ◆ ১৭.০১.২০২০ । শুক্র

— ভারতের দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে পাঞ্জাব বিধানসভায় সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (CAA) বাতিল।

— দুইদিনের সফরে মিয়ানমার যান চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং।

আন্তর্জাতিক ◆ ১৮.০১.২০২০ । শনি

— মিয়ানমার ও চীনের মধ্যে ৩৩টি চুক্তি স্বাক্ষরিত।

বাংলাদেশ ◆ ২২.০১.২০২০ । বুধ

— বিশ্বের ১১৯তম দেশ হিসেবে ই-পাসপোর্ট চালু।

— জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০২০' পাস।

আন্তর্জাতিক ◆ ২৩.০১.২০২০ । বৃহস্পতি

— রোহিঙ্গাদের গণহত্যা থেকে সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ICJ) সর্বসম্মতভাবে মিয়ানমারের প্রতি চার দফা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ।

— ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্যের বিচ্ছেদ (BREXIT) বিলে স্বাক্ষর করেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

— ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সাংবিধানবিষয়ক কমিটি ৬০০ পৃষ্ঠার BREXIT চুক্তি অনুমোদন করে।

শীর্ষ খবর

- ০৩ জানুয়ারি : মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইরানের দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি মেজর জেনারেল কাসেম সোলাইমানিসহ ১০জন নিহত।
- ০৮ জানুয়ারি : ইরাকে অবস্থিত মার্কিন দুই বিমানঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান।
- ০৯ জানুয়ারি : একাদশ জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশন শুরু।
- ১০ জানুয়ারি : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিক উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উদ্বোধন।
- ১০ জানুয়ারি : ভারতে নাগরিকত্ব সংশোধনী কার্যকর।
- ১৪ জানুয়ারি : ভারতে বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার শুরু।
- ১৫ জানুয়ারি : চীন-মার্কিন প্রথম পর্যায়ের বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত।
- ২১ জানুয়ারি : মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিশংসন বিচার শুরু।
- ২২ জানুয়ারি : বিশ্বের ১১৯তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট চালু।
- ২৩ জানুয়ারি : রোহিঙ্গা গণহত্যা বন্ধে মিয়ানমারের প্রতি ICJ'র চার দফা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ।
- ৩১ জানুয়ারি : ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্যের বিচ্ছেদ, অর্থাৎ BREXIT কার্যকর।

বাংলাদেশ ◆ ২০.০১.২০২০ । সোম

— ২০০১ সালে পল্টনে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির (CPB) সমাবেশে বোমা হামলা মামলায় ১০ জন আসামির মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয় ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালত।

— ২৪ জানুয়ারি ১৯৮৮ চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভায় পুলিশের গুলিতে হত্যার ঘটনায় করা মামলায় পাঁচজনকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয় চট্টগ্রাম বিশেষ জজ আদালত।

আন্তর্জাতিক◆ ২১.০১.২০২০ । মঙ্গল

— মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিশংসন বিচার শুরু।

— লেবাননের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন হাসান দিয়াব।

আন্তর্জাতিক ◆ ২৪.০১.২০২০ । শুক্র

— BREXIT চুক্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) শীর্ষ দুই নেতা।

বাংলাদেশ ◆ ২৯.০১.২০২০ । বুধ

— বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (BDF) বৈঠক অনুষ্ঠিত।

আন্তর্জাতিক

— ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে BREXIT চুক্তির চূড়ান্ত অনুমোদন।

বাংলাদেশ ◆ ৩০.০১.২০২০ । বৃহস্পতি

— মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ফাঁকি বন্ধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে আধুনিক প্রযুক্তির মেশিন ইলেকট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস (EFD)।

আন্তর্জাতিক ◆ ৩১.০১.২০২০ । শুক্র

— ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্যের বিচ্ছেদ, অর্থাৎ BREXIT কার্যকর।

বাংলাদেশ

১. বাংলাদেশে e-passport চালু হয় কবে?
ক ১৮ জানুয়ারি ২০২০ খ ২০ জানুয়ারি ২০২০
গ ২২ জানুয়ারি ২০২০ ঘ ২৪ জানুয়ারি ২০২০

২. বাংলাদেশে বিশ্বের কততম দেশ হিসেবে e-passport চালু হয়?
ক ১১৬তম খ ১১৭তম
গ ১১৮তম ঘ ১১৯তম

৩. মুজিব শতবর্ষের লোগোটির ডিজাইনার কে?
ক মুস্তাফা মনোয়ার খ শাহাবুদ্দিন আহমেদ
গ হাশেম খান ঘ সব্যসাচী হাজরা

৪. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন-এর নতুন নাম কী?
ক ট্যারিফ কমিশন অব বাংলাদেশ
খ বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন
গ বাংলাদেশ ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড কমিশন
ঘ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন অব বাংলাদেশ

৫. ২০২০ সালের বর্ষপণ্য কোনটি?
ক চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খ ওষুধ পণ্য
গ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য ঘ কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য

৬. ৩৮তম বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের (BDF) বৈঠক কবে অনুষ্ঠিত হয়?
ক ২৮ জানুয়ারি ২০২০ খ ২৯ জানুয়ারি ২০২০
গ ৩০ জানুয়ারি ২০২০ ঘ ৩১ জানুয়ারি ২০২০

৭. বর্তমানে জাতীয় বীমা দিবস কবে?
ক ১ মার্চ খ ২ মার্চ গ ৩ মার্চ ঘ ৪ মার্চ

৮. বর্তমানে জাতীয় ভোটার দিবস কবে?
ক ১ মার্চ খ ২ মার্চ গ ৩ মার্চ ঘ ৪ মার্চ

৯. ২০২০ সালের জন্য OIC'র যুব রাজধানী কোনটি?
ক ইস্তানবুল (তুরস্ক) খ পুত্রজায়া (মালয়েশিয়া)
গ ঢাকা (বাংলাদেশ) ঘ দোহা (কাতার)

সরকার ও প্রশাসন

১০. বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব কে?
ক বেগম সাহিমা আহমেদ চৌধুরী খ মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
গ আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম ঘ ড. আহমদ কায়কাউস

১১. বর্তমান পররাষ্ট্র সচিব কে?
ক মাসুদ বিন মোমেন খ ফয়েজ আহম্মদ
গ একেএম এহসান ঘ মোছলেম উদ্দিন আহমদ

১২. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (NBR) বর্তমান চেয়ারম্যান কে?
ক খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম খ ড. জাফর আহমেদ খান
গ আবু হেনা রহমাতুল মুনিম ঘ এন এম জিয়াউল আলম

যোগাযোগ ও গণমাধ্যম

১৩. দেশের প্রস্তাবিত দীর্ঘতম রেলওয়ে সেতুর নাম কী?
ক যমুনা রেলওয়ে সেতু খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু
গ ফজিলাতুন্নেসা রেলওয়ে সেতু ঘ শেখ হাসিনা রেলওয়ে সেতু

১৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর দৈর্ঘ্য কত হবে?
ক ৩.৮০ কিলোমিটার খ ৪.৮০ কিলোমিটার
গ ৫.১৫ কিলোমিটার ঘ ৬.১৫ কিলোমিটার

১৫. ভারতে বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার শুরু হয় কবে?
ক ২ জানুয়ারি ২০২০ খ ৯ জানুয়ারি ২০২০
গ ১৪ জানুয়ারি ২০২০ ঘ ২০ জানুয়ারি ২০২০

১৬. ৫ জানুয়ারি ২০২০ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কোন রুটে ফ্লাইট চালু করে?
ক ঢাকা-ম্যানচেস্টার খ ঢাকা-দুবাই
গ ঢাকা-দিল্লি ঘ ঢাকা-কলকাতা

১৭. বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের আন্তর্জাতিক গন্তব্য কয়টি?
ক ১৪টি খ ১৫টি গ ১৬টি ঘ ১৭টি

আন্তর্জাতিক

১৮. ৩ জানুয়ারি ২০২০ মেজর জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যায় ব্যবহৃত মার্কিন ড্রোনের নাম কী?
ক MQ-4C Triton খ MQ-9 Reaper
গ RQ-11 Raven ঘ RQ-2 Pioneer

১৯. ভারতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) কার্যকর হয় কবে?
ক ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ ১১ ডিসেম্বর ২০১৯
গ ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ ঘ ১০ জানুয়ারি ২০২০

২০. গ্রিসের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট কে?
ক একাতিরিনি সাক্কেলারোপাউলো খ জুজানা কাপুতোভা
গ উরসুলা ভন ডার লিওন ঘ কোলিন্দা গ্রাবার কিতারোভিচ

২১. হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র অ্যাভানগার্ড (Avangard) কোন দেশের তৈরি?
ক যুক্তরাষ্ট্র খ চীন
গ রাশিয়া ঘ উত্তর কোরিয়া

রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান

২২. ওমানের বর্তমান সুলতানের নাম কী?
ক আসাদ বিন তারিক আল সাইদ
খ হাইতাম বিন তারিক আল-সাইদ
গ শিহাব বিন তারিক আল সাইদ
ঘ কাবুস বিন সাইদ আল সাইদ

MCQ উত্তর

১ গ
২ ঘ
৩ ঘ
৪ খ
৫ গ
৬ খ
৭ ক
৮ খ
৯ গ
১০ ঘ
১১ ক
১২ গ
১৩ খ
১৪ খ
১৫ গ
১৬ ক
১৭ ঘ
১৮ খ
১৯ ঘ
২০ ক
২১ গ
২২ খ

২৩. বর্তমানে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ সরকারপ্রধান কে?
ক সেবাস্তিয়ান কুর্জ (অস্ট্রিয়া)
খ জেসিন্ডা আর্ডেন (নিউজিল্যান্ড)
গ ওলেসি হংচারুক (ইউক্রেন)
ঘ সানা মেরিন (ফিনল্যান্ড)

২৪. রাশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
ক দিমিত্রি মেদভেদেভ খ বরিস ইয়েলিসন
গ মিখাইল মিশুস্তিন ঘ ভ্লাদিমির পুতিন

২৫. দক্ষিণ কোরিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে?
ক রি ইয়ং হো খ চুং সি কিউন
গ মুন জায়ে ইন ঘ হান সেউং সু

সংস্থার প্রধান

২৬. SAARC'র ১৪তম মহাসচিব কে?
ক শীল কান্ত শর্মা (ভারত) খ আহমেদ সেলিম (মালদ্বীপ)
গ অর্জুন বাহাদুর থাপা (নেপাল) ঘ এসালা ওয়েরাকুন (শ্রীলংকা)

২৭. ১৪ জানুয়ারি ২০২০ UNICEF'র নির্বাহী বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন কে?
ক বেগম শামীমা নার্গিস খ হোসনে আরা বেগম
গ রাবাব ফাতিমা ঘ কাজী রওশন আক্তার

সংস্থার সদস্য

২৮. এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকের (AIIB) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
ক ৭১টি খ ৭৫টি গ ৭২টি ঘ ৭৬টি

২৯. ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ কোন দেশ AIIB'র ৭৬তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক বাহরাইন খ আলজেরিয়া
গ ইরাক ঘ কুয়েত

৩০. আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (ICC) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
ক ১২০টি খ ১২১টি গ ১২২টি ঘ ১২৩টি

৩১. ফেব্রুয়ারি ২০২০ কোন দেশ ICC'র ১২৩তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক মলদোভা খ কিরিবাতি
গ ভানুয়াতু ঘ তিউনিসিয়া

৩২. বিশ্ব পর্যটন সংস্থার (UNWTO) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
ক ১৫৬টি খ ১৫৭টি গ ১৫৮টি ঘ ১৫৯টি

৩৩. ১ জানুয়ারি ২০২০ কোন দেশ UNWTO'র ১৫৯তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক লাইবেরিয়া খ সামোয়া
গ পালাউ ঘ সোমালিয়া

৩৪. ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিস (IFRCS)-এর বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
ক ১৮৯টি খ ১৯০টি
গ ১৯১টি ঘ ১৯২টি

৩৫. ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ কোন দেশ IFRCS'র ১৯২তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক লাইবেরিয়া খ ভুটান
গ দক্ষিণ সুদান ঘ সোমালিয়া

রিপোর্ট-সমীক্ষা

৩৬. বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রবাহের দিক থেকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক সৌদি আরব খ সংযুক্ত আরব আমিরাত
গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ কুয়েত

৩৭. ২০১৯ সালের গণতন্ত্র সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক নরওয়ে খ আইসল্যান্ড
গ সুইডেন ঘ নিউজিল্যান্ড

৩৮. ২০১৯ সালের গণতন্ত্র সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
ক সিরিয়া খ মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র
গ গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ঘ উত্তর কোরিয়া

৩৯. ২০১৯ সালের গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ক ৫১তম খ ৬৯তম গ ৮০তম ঘ ৯১তম

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৯

৪০. শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ কোনটি?
ক ইয়েমেন খ দক্ষিণ সুদান
গ সিরিয়া ঘ সোমালিয়া

৪১. কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ কোনটি?
ক ডেনমার্ক ও নিউজিল্যান্ড খ ফিনল্যান্ড
গ সিঙ্গাপুর ও সুইডেন ঘ নরওয়ে

৪২. নিম্নক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ক ১৩তম খ ১৪তম গ ১৫তম ঘ ১৭তম

৪৩. উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ক ১৪৪তম খ ১৪৫তম
গ ১৪৬তম ঘ ১৪৯তম

পুরস্কার সম্মাননা

৪৪. The Banker ম্যাগাজিনের ২০২০ সালের Finance Minister of the Year এ ভূষিত হন কে?
ক স্টিভেন মুচিন (যুক্তরাষ্ট্র) খ শ্রী মুলায়নি (ইন্দোনেশিয়া)
গ নির্মলা সীতারমণ (ভারত) ঘ আহম মুস্তফা কামাল (বাংলাদেশ)

৪৫. ২০১৯ সালের বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন কতজন?
ক ৯ জন খ ১০ জন গ ১১ জন ঘ ১২ জন

৪৬. বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারের বর্তমান অর্থমূল্য কত?
ক তিন লাখ টাকা খ চার লাখ টাকা
গ পাঁচ লাখ টাকা ঘ ছয় লাখ টাকা

ক্রীড়াঙ্গন

৪৭. ২০১৯ সালের ICC'র বর্ষসেরা ক্রিকেটার কে?
ক বিরাট কোহলি (ভারত) খ রোহিত শর্মা (ভারত)
গ প্যাট কামিন্স (অস্ট্রেলিয়া) ঘ বেন স্টোকস (ইংল্যান্ড)

৪৮. ২০১৯ সালের ICC'র বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার কে?
ক দীপক চাহার (ভারত) খ কাইল কোয়েটজার (হল্যান্ড)
গ প্যাট কামিন্স (অস্ট্রেলিয়া) ঘ বেন স্টোকস (ইংল্যান্ড)

৪৯. ২০১৯ সালের ICC'র বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটার কে?
ক মারনাস ল্যাবুশেন (অস্ট্রেলিয়া) খ রোহিত শর্মা (ভারত)
গ প্যাট কামিন্স (অস্ট্রেলিয়া) ঘ বেন স্টোকস (ইংল্যান্ড)

৫০. ২০১৯ সালের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (BPL) চ্যাম্পিয়ন কোন দল?
ক রাজশাহী রয়্যালস খ খুলনা টাইগার্স
গ কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স ঘ চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স

NCC

উত্তর

২৩ ক
২৪ গ
২৫ খ
২৬ ঘ
২৭ গ
২৮ ঘ
২৯ খ
৩০ ঘ
৩১ খ
৩২ ঘ
৩৩ গ
৩৪ ঘ
৩৫ খ
৩৬ ক
৩৭ ক
৩৮ ঘ
৩৯ গ
৪০ ঘ
৪১ ক
৪২ খ
৪৩ গ
৪৪ ঘ
৪৫ খ
৪৬ ক
৪৭ ঘ
৪৮ গ
৪৯ খ
৫০ ক

সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশ

প্রশ্ন : ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সমাবর্তনে কাকে ডক্টর অব লজ (মরণোত্তর) ডিগ্রি প্রদান করবে?

উত্তর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

প্রশ্ন : মুজিব শতবর্ষের সময়কাল কত?

উত্তর : ১৭ মার্চ ২০২০-২৬ মার্চ ২০২১। *[সূত্র : জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব; ৯ জানুয়ারি ২০২০]*

প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা কত?

উত্তর : দুই লাখ ৫০ হাজার, যা মোট জনসংখ্যার ০.১৭%। *[সমাজকল্যাণ মন্ত্রী; ১৩ জানুয়ারি ২০২০]*

প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার কত?

উত্তর : ৭৩.৯%। *[প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী; ১৩ জানুয়ারি ২০২০]*

প্রশ্ন : একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের বর্তমান নাম কী?

উত্তর : 'আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প' (২০১৯ সালে নাম পরিবর্তন করা হয়)।

প্রশ্ন : প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় স্থাপিত হবে?

উত্তর : কিশোরগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বউলাই ইউনিয়নে।

প্রশ্ন : জানুয়ারি ২০২০ বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যুক্ত হওয়া নতুন দুই জাহাজের নাম কী?

উত্তর : 'ওমর ফারুক ও 'আবু উবাইদাহ'।

প্রশ্ন : আমদানিকৃত কয়লা দিয়ে পরিচালিত দেশের প্রথম বিদ্যুৎকেন্দ্র কোনটি?

উত্তর : পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

প্রশ্ন : বর্তমানে দেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎকেন্দ্র কোনটি?

উত্তর : পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

প্রশ্ন : মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী হিসেবে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পাওয়া ব্যক্তির সংখ্যা কত?

উত্তর : ৬৭০ জন। *[১১ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত]*

প্রশ্ন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে নির্মিতব্য 'বায়োপিক'-এর নাম কী?

উত্তর : বঙ্গবন্ধু।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিলের (BERC) প্রধান কার্যালয় কোথায় স্থাপিত হবে?

উত্তর : ঢাকা।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা চালু হয় কবে?

উত্তর : ২০১৪ সালে। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা চালু করে ব্যাংক এশিয়া।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ ব্যাংক কতটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের লাইসেন্স দিয়েছে?

উত্তর : ২২টি। তবে ১৯টি ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রশ্ন : মার্কিন কম্পিউটার প্রসেসর নির্মাতা কোম্পানি intel'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন কোন বাংলাদেশি?

উত্তর : ওমর ইশরাক।

প্রশ্ন : লিম্ফেডিমা রোগে আক্রান্তে শীর্ষ জেলা কোনটি?

উত্তর : রংপুর।

প্রশ্ন : ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ কোন দেশে সর্বাধিক চা রপ্তানি করে?

উত্তর : সংযুক্ত আরব আমিরাত; দ্বিতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও তৃতীয় পাকিস্তান।

আন্তর্জাতিক

প্রশ্ন : অস্ট্রিয়ার বর্তমান চ্যান্সেলর কে?

উত্তর : সেবাস্তিয়ান কুর্জ।

প্রশ্ন : এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?

উত্তর : মাসাতসুগু আসাকাওয়া (জাপান); দায়িত্বগ্রহণ ১৭ জানুয়ারি ২০২০।

প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের কেমব্রিজ শহরের প্রথম মুসলিম মেয়র কে?

উত্তর : সামকুল সিদ্দিকি (পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত)।

প্রশ্ন : কলকাতা নদীবন্দরের নতুন নাম কী?

উত্তর : শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর; ১২ জানয়ারি ২০২০।

প্রশ্ন : বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা চালু করে কোন দেশ?

উত্তর : ব্রাজিল।

প্রশ্ন : ভারতে Chief of the Defence Staff (CDS) পদ সৃষ্টি করা হয় কবে?

উত্তর : ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

প্রশ্ন : ভারতের প্রথম প্রতিরক্ষা প্রধান (CDS) হিসেবে দায়িত্ব নেন কে?

উত্তর : জেনারেল বিপিন রাওয়াত; ১ জানুয়ারি ২০২০।

প্রশ্ন : ১১ জানুয়ারি ২০২০ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনকৃত বিশ্বের বৃহত্তম টেলিস্কোপের নাম কী?

উত্তর : FAST। চীনে এটি Eye of the Sky বা Eye of Heaven নামেও পরিচিত।

প্রশ্ন : প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের (Coronavirus) প্রথম শনাক্ত হয় কবে?

উত্তর : ১৯৬০ সালে।

প্রশ্ন : Fateh-313 এবং Qiam কোন দেশের তৈরি ক্ষেপণাস্ত্র?

উত্ত : ইরান।

প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের 'আল আসাদ বিমান ঘাঁটি' ও 'ইরবিল বিমান ঘাঁটি' কোন দেশে অবস্থিত?

উত্তর : ইরাক।

প্রশ্ন : বিশ্বের কোন দেশে প্রথম ই-পাসপোর্ট চালু হয়?

উত্তর : মালয়েশিয়া; মার্চ ১৯৯৮।

প্রশ্ন : ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) থেকে যুক্তরাজ্যের বিচ্ছেদ কার্যকর হয় কবে?

উত্তর : ৩১ জানুয়ারি ২০২০।

প্রশ্ন : যুক্তরাজ্য কবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) সদস্যপদ লাভ করেছিল?

উত্তর : ১ জানুয়ারি ১৯৭৩।

প্রশ্ন : ইসলামিক কো-অপারেশন ইয়ুথ ফোরাম (ICYF) কোন শহরকে প্রথম OIC যুব রাজধানী ঘোষণা করে?

উত্তর : ইস্তানবুল, তুরস্ক; ২০১৫-১৬ সালে।

Abbreviations

- FAST— Five-Hundred-Meter Aperture Spherical Radio Telescope.
- BERC— Bangladesh Engineering Research Council.
- BGTTC— Bangladesh Trade and Traff Commission.

'তমদ্দুন মজলিশ' গঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে

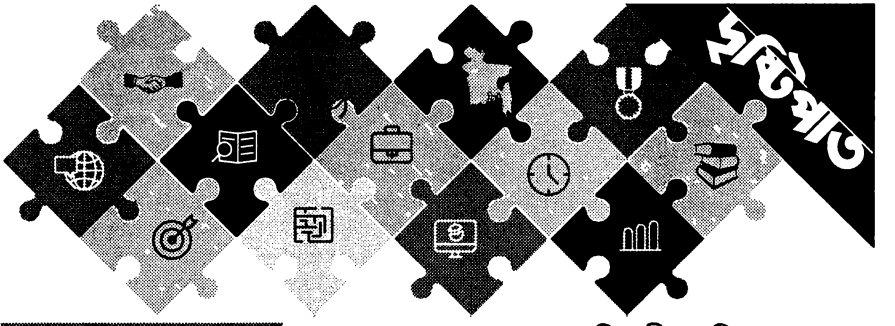

নতুন মুখ

বাংলাদেশ

সচিব

- প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস; নিয়োগ ২৯ ডিসেম্বর ২০১৯।
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ : মো. আনিছুর রহমান; নিয়োগ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯।
- স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ : মো. আলী নূর; নিয়োগ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯।
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; মোহাম্মদ জয়নুল বারী; নিয়োগ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯।
- ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় : মো. নুরুল ইসলাম; নিয়োগ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ : মো. মাহবুব হোসেন; নিয়োগ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯।
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় : রওনক মাহমুদ; নিয়োগ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯।
- বিদ্যুৎ বিভাগ : ড. সুলতান আহমেদ; নিয়োগ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯।
- তথ্য মন্ত্রণালয় : বেগম কামরুন নাহার; নিয়োগ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় শেখ ইউসুফ হারুন; নিয়োগ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯।
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাসুদ বিন মোমেন; নিয়োগ ও দায়িত্ব গ্রহণ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯।
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় : মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া; ১ জানুয়ারি ২০২০।
- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় : জিয়াউল হাসান; ৮ জানুয়ারি ২০২০।
- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় : আব্দুল্লাহ আল মোহসিন চৌধুরী; নিয়োগ ৮ জানুয়ারি ২০২০।

প্রধান প্রকৌশলী

- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) : এ কে আজাদ; দায়িত্ব গ্রহণ ২৯ ডিসেম্বর ২০১৯।
- গণপূর্ত অধিদপ্তর : মো. আশরাফুল আলম; নিয়োগ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯।

চেয়ারম্যান

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) : আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম; নিয়োগ ১ জানুয়ারি ২০২০।
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (BAEC) : অধ্যাপক ডা. মো. সানোয়ার হোসেন; নিয়োগ ১ জানুয়ারি ২০২০।
- বাংলাদেশ রাবার বোর্ড : মো. নুরুল আলম চৌধুরী; নিয়োগ ৮ জানুয়ারি ২০২০।
- রাজধান উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) মোহাম্মদ সাঈদ নূর আলম; নিয়োগ ১২ জানুয়ারি ২০২০।
- পেট্রোবাংলা : আবুল বাশার মোহাম্মদ আবদুল ফাত্তাহ; নিয়োগ ১২ জানুয়ারি ২০২০।
- বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (গ্রেড ১) : মো. রইছ উদ্দিন; নিয়োগ ১২ জানুয়ারি ২০২০।
- চট্টগ্রাম ওয়াসা : ড. জাহাঙ্গীর আলম; নিয়োগ ১৩ জানুয়ারি ২০২০।
- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (BIWTA) : কমান্ডার গোলাম সাদেক; নিয়োগ ১৫ জানুয়ারি ২০২০।
- মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ : রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ; নিয়োগ ১৫ জানুয়ারি ২০২০।

মহাপরিচালক

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ইফা) বাংলাদেশ : মু. আ. হামিদ জমাদ্দার; নিয়োগ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯।
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকৌশলী কে এম আনোয়ার হোসেন; যোগদান ৯ জানুয়ারি ২০২০।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DPE) মো. ফসি উল্লাহ; নিয়োগ ১২ জানুয়ারি ২০২০।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর : পারভীন আকতার; নিয়োগ ১২ জানুয়ারি ২০২০।
- বাংলাদেশ বেতার বেগম হোসনে আরা তালুকদার; নিয়োগ ১৪ জানুয়ারি ২০২০। তিনি বাংলাদেশ বেতারের প্রথম নারী মহাপরিচালক।

বিভাগীয় কমিশনার

- ঢাকা বিভাগ মো. মোস্তাফিজুর রহমান; নিয়োগ ৮ জানুয়ারি ২০২০।
- সিলেট বিভাগ : মো. মশিউর রহমান, এনডিসি; নিয়োগ ৮ জানুয়ারি ২০২০।

বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত

- জর্ডান : নাহিদা সোবহান; নিয়োগ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯। তিনি মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের প্রথম নারী রাষ্ট্রদূত।
- জাপান : শাহাবুদ্দিন আহমদ; নিয়োগ ১ জানুয়ারি ২০২০।

বিবিধ

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের SDG বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জুয়েনা আজিজ; নিয়োগ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯। যোগদান ২ জানুয়ারি ২০২০।
- কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স (CGDF) : মোহাম্মদ জাকির হোসেন; দায়িত্ব গ্রহণ ১ জানুয়ারি ২০২০।
- সদস্য, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (BPSC) : ফয়েজ আহম্মদ ও বিনয় কৃষ্ণ বালা; শপথ গ্রহণ ৭ জানুয়ারি ২০২০। বর্তমানে চেয়ারম্যানসহ পিএসসি'র মোট সদস্য সংখ্যা ১৫ জন।
- মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন অধিদপ্তর : মো. শহীদুল আলম ঝিনুক; ২৩ জানুয়ারি ২০২০।
- পরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (NSI) : এয়ার কমডোর মো. শফিকুল ইসলাম; নিয়োগ ২০ জানুয়ারি ২০২০।
- কান্ট্রি ডিরেক্টর, Water AID বাংলাদেশ হাসিন জাহান।
- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO), গ্রামীণফোন ইয়াসিন আজমান; দায়িত্ব গ্রহণ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০। তিনি গ্রামীণফোনের প্রথম বাংলাদেশি CEO।
- বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার : ইমরান আহমেদ।

'তমদ্দুন মজলিশ' ভাষা আন্দোলনবিষয়ক পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা— বাংলা না উর্দু?; প্রকাশ করে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭

আন্তর্জাতিক

প্রেসিডেন্ট

- মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ : ডেভিড কাবুয়া; দায়িত্ব গ্রহণ ১৩ জানুয়ারি ২০২০।
- গুয়েতেমালা : আলেজান্দ্রো গিয়ামাততেই; দায়িত্ব গ্রহণ ১৪ জানুয়ারি ২০২০।
- ক্রোয়েশিয়া জোরান মিলানোভিচ; দায়িত্ব গ্রহণ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

প্রধানমন্ত্রী

- আলজেরিয়া : আবদেল আজিজ জেরাড; দায়িত্ব গ্রহণ ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯।
- উত্তর মেসিডোনিয়া : অলিভার স্পাসোভস্কি; দায়িত্ব গ্রহণ ৩ জানুয়ারি ২০২০।
- মাল্টা রবার্ট আবেলা; দায়িত্ব গ্রহণ ১৩ জানুয়ারি ২০২০।
- দক্ষিণ কোরিয়া : চুং সি কিউন; দায়িত্ব গ্রহণ ১৪ জানুয়ারি ২০২০।
- রাশিয়া মিখাইল মিশুস্তিন; দায়িত্ব গ্রহণ ১৬ জানুয়ারি ২০২০।

বিবিধ

- মহাপরিচালক, United Nations Office at Nairobi (UNON) : হাজা জয়নব হাওয়া বাংগুরা (সিয়েরা লিওন); নিয়োগ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯।
- চেয়ারম্যান, জি ৭ (G7) : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প; দায়িত্ব গ্রহণ ১ জানুয়ারি ২০২০।

দিবস-প্রতিপাদ্য

জানুয়ারি

১ : জাতীয় পাঠ্যপুস্তক উৎসব।
২ : জাতীয় সমাজসেবা দিবস।
৪ : বিশ্ব ব্রেইল (Braille) দিবস।
১০ : বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস।
২০ : শহীদ আসাদ দিবস।
২৩ : জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস।
২৪ : আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস।
২৬ : আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস।
২৭ : আন্তর্জাতিক হলোকাস্ট দিবস।

সপ্তাহ

- ৫-১০ : পুলিশ সপ্তাহ। প্রতিপাদ্য– মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার।

১৯ মার্চ পোল্ট্রি দিবস

১৪ জানুয়ারি ২০২০ World's Poultry Science Association Bangladesh Branch (WPSA-BB) সংবাদ সম্মেলন করে ঘোষণা দেয় যে ২০২০ সাল থেকে ১৯ মার্চ পালিত হবে আন্তর্জাতিক পোল্ট্রি দিবস।

লোকান্তরে

- ফজিলাতুন্নেসা বাপ্পী (৩১ ডিসেম্বর ১৯৭০-২ জানুয়ারি ২০২০) : সাবেক সংসদ সদস্য ও আইনজীবী। তার জন্ম নড়াইলে। তিনি নবম ও দশম জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের মনোনীত সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন।
- অধ্যাপক ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান (১ জুলাই ১৯৩৮-২৯ ডিসেম্বর ২০১৯) : খ্যাতিমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ও জাতীয় অধ্যাপক। তার জন্ম সিরাজগঞ্জের তারাকান্দি গ্রামে। তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা নয়টি। তার লেখা Military Withdrawal from Politics : A Comparative Study গ্রন্থটি বিশ্বে সাড়া ফেলে। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত The Bangladesh Revolution and Its Aftermath বইটিও খুব আলোচিত হয়।

- মুশাররাফ করিম (৯ জানুয়ারি ১৯৪৬-১১ জানুয়ারি ২০২০) কবি ও সাংবাদিক। তার পৈতৃক নিবাস ময়মনসিংহ নগরীর সেহড়া মুন্সিবাড়ী। ২০০৩ সালে তিনি শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।
- ডা. মোজাম্মেল হোসেন (১ আগস্ট ১৯৪০-১০ জানুয়ারি ২০২০) : বাগেরহাট-৪ (মোড়েলগঞ্জ-শরণখোলা) আসনের সংসদ সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী।
- ইসমত আরা সাদেক (১২ ডিসেম্বর ১৯৪২-২১ জানুয়ারি ২০২০) : যশোর-৬ (কেশবপুর) আসনের সংসদ সদস্য। তিনি সাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী। তিনি বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।
- সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী (১৮ জুলাই ১৯৪৪-৩০ ডিসেম্বর ২০১৯) : ভারতের দায়িত্ব পালনকারী সাবেক হাইকমিশনার, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও রাষ্ট্রদূত।
- আহমদ আলী (১ মার্চ ১৯৩২-১০ জানুয়ারি ২০২০) মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, সাবেক গণপরিষদ সদস্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর।
- ইউনুস আলী সরকার (১৫ জুন ১৯৫৩-২৭ ডিসেম্বর ২০১৯) গাইবান্ধা-৩ আসনের সংসদ সদস্য। তার জন্ম গাইবান্ধা জেলার সাদুল্যাপুর উপজেলার ভাতগ্রাম ইউনিয়নের ভাতগ্রামে। তিনি ২০১৪ ও ২০১৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
- আব্দুল মান্নান (১৯ ডিসেম্বর ১৯৫৩-১৮ জানুয়ারি ২০২০) বগুড়া-১ আসনের সংসদ সদস্য। আব্দুল মান্নানের পৈতৃক বাড়ি বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার হিন্দুকান্দি এলাকায়। তিনি ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
- উমা কাজী (মৃত্যু ১৫ জানুয়ারি ২০২০) : জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বড় ছেলে কাজী সব্যসাচীর স্ত্রী। ১৯৭৯ সালে কাজী সব্যসাচী মারা যান। তাদের তিন সন্তান— খিলখিল কাজী, মিষ্টি কাজী ও বাবুল কাজী।
- আবদুল্লাহ ওরফে কেনু মিস্ত্রী (১৯৩২-১ জানুয়ারি ২০২০) : কৃষকের বন্ধু লোকজ কৃষিবিজ্ঞানী ময়মনসিংহের গৌরীপুরের কৃতি সন্তান। পেশায় কাঠমিস্ত্রী কেনু কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই ৪২টি কৃষিবান্ধব হস্তচালিত কৃষিযন্ত্রের কারিগর।
- প্রতীতি দেবী (৪ নভেম্বর ১৯২৫-১২ জানুয়ারি ২০২০) : প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের যমজ বোন। তিনি ভাষাসৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্রবধূ এবং একাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য আরমা দত্তের মা। ভারতের প্রখ্যাত লেখক ও মানবাধিকারকর্মী মহাশ্বেতা দেবীর ফুফু। তার জন্ম পুরান ঢাকায়।
- উপেন তরফদার (১৯৩৬-১৪ জানুয়ারি ২০২০) : বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের শব্দসৈনিক ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার বাসিন্দা। তার জন্ম বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলার নালি গ্রামে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতের আকাশবাণী রেডিওতে প্রচারিত 'সংবাদ বিচিত্রা' বিভাগের প্রযোজক ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ২০১২ সালে তাকে বিশেষ সম্মাননা জানায় বাংলাদেশ সরকার।

রিপোর্ট-জরিপ

দশক সেরা ধনী

বিশ্বখ্যাত মার্কিন ম্যাগাজিন ফোর্বস-এর করা ২০১০-১৯ দশকে বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবেরদের তালিকা অনুযায়ী—

দশক সেরা ১০ ধনী : জেফ বেজোস (যুক্তরাষ্ট্র) ● বার্নার্ড আর্নল্ট (ফ্রান্স) ● ওয়ারেন বাফেট (যুক্তরাষ্ট্র) ● মার্ক জুকারবার্গ (যুক্তরাষ্ট্র) ● বিল গেটস (যুক্তরাষ্ট্র) ● স্টিভ বালমার (যুক্তরাষ্ট্র) ● আমানসিও ওর্তেগা (স্পেন) ● ল্যারি পেজ (যুক্তরাষ্ট্র) ● সার্জেই ব্রিন (যুক্তরাষ্ট্র) ● জ্যাক মা (চীন)।

দশক সেরা মালালা

২০১০-২০১৯ সালের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখায় দশকের সবচেয়ে জনপ্রিয় তরুণী হিসেবে নোবেলজয়ী পাকিস্তানি মানবাধিকারকর্মী মালালা ইউসুফজাঈকে স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘ।

পাসপোর্ট সূচক

৭ জানুয়ারি ২০২০ Henley and Partners নামের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পাসপোর্ট সূচক প্রকাশ করে। সূচক অনুযায়ী—

- বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর পাসপোর্ট জাপানের। এ দেশটির পাসপোর্টধারীরা ভিসা ছাড়া যেতে পারেন ১৯১টি দেশে।
- সবচেয়ে দুর্বল পাসপোর্ট আফগানিস্তানের। এ দেশের পাসপোর্টধারীরা ভিসা ছাড়া যেতে পারেন মাত্র ২৬টি দেশে।
- **বাংলাদেশের অবস্থান ৯৮তম।** বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীরা ভিসা ছাড়া যেতে পারেন ৪১টি দেশে।

বিবিধ

- সম্প্রতি জাতিসংঘ সামাজিক সুরক্ষাবিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের নির্ধারিত ৬৪ দেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই প্রতি ঘণ্টায় পুরুষদের চেয়ে নারীরা বেশি আয় করেন।
- ৮ জানুয়ারি ২০২০ বিশ্বব্যাংক 'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টস : স্লো গ্রোথ, পলিসি চেঞ্জ' শীর্ষক ফ্ল্যাগশিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে ৭.২%।
- বিশ্বের উড়োজাহাজ যাত্রীদের নানা দিক নিয়ে কাজ করে *এয়ারহেলপ* নামের সংস্থা। সংস্থার জরিপ অনুযায়ী, সেবার মানে— বিশ্বের শীর্ষ বিমানবন্দর : হামাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট (দোহা, কাতার) ● সবচেয়ে বাজে বিমানবন্দর লন্ডন গ্যাটউইক এয়ারপোর্ট (লন্ডন, যুক্তরাজ্য)।

পুরস্কার-সম্মাননা

বাদশাহ্ ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার

বাদশাহ ফয়সাল ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রদত্ত বাৎসরিক পুরস্কার 'বাদশাহ ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার'। ১৯৭৯ সালে প্রথম বাদশাহ ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। বর্তমানে পাঁচটি বিভাগে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২০২০ সালের বিজয়ীরা

- **ইসলাম ধর্মে বিশেষ অবদান :** The Makkah Charter (সৌদি আরব)।
- **ইসলামী শিক্ষা :** ড. মোহাম্মেদ হাশিম ঘোসেহ (জর্ডান)।
- **আরবি ভাষা ও সাহিত্য :** অধ্যাপক মাইকেল জি কার্টার (অস্ট্রেলিয়া)।
- **চিকিৎসা :** অধ্যাপক স্যুয়ার্ট অরকিন (যুক্তরাষ্ট্র)।
- **বিজ্ঞান :** অধ্যাপক জিয়াংডং ওয়াং (যুক্তরাষ্ট্র)।

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৯

২৩ জানুয়ারি ২০১৯ ঘোষণা করা হয় 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৯'। বিভাগভিত্তিক পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন— কবিতা : মাকিদ হায়দায় ● কথাসাহিত্য ওয়াসি আহমেদ ● প্রবন্ধ স্বরোচিষ সরকার ● অনুবাদ খায়রুল আলম সবুজ ● মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা : মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম ● আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনি : ফারুক মঈনউদ্দীন ● নাটক : রতন সিদ্দিকী ● বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞান : নাদিরা মজুমদার ● শিশুসাহিত্য : রহীম শাহ ● ফোকলোর : সাইমন জাকারিয়া।

পুরস্কারের অর্থমূল্য বৃদ্ধি

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারের আর্থিক মূল্যমান দুই লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২০ সাল থেকে তিন লাখ টাকা করা হয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পুরস্কার

বাংলা একাডেমি প্রদত্ত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পুরস্কার ২০১৯ লাভ করেন তরুণ কথাসাহিত্যিক সাগুফতা শারমিন তানিয়া। প্রবাসে বসবাসকারী লেখকদের বাংলা ভাষা চর্চা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সাল থেকে প্রদান করা হয় এ পুরস্কার।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার

কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও অনুকরণীয় অবদানের জন্য প্রদান করা হয় রাষ্ট্রীয় সম্মাননা বঙ্গবন্ধু 'জাতীয় কৃষি পুরস্কার'। ১৪২৪ বঙ্গাব্দের এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয় ৩২ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান।

icddr,b'র

আরেক যুগান্তকারী উদ্ভাবন

আপনার সন্তান যদি পুষ্টিহীনতার শিকার অথবা স্বাভাবিক এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানোর পরও অপুষ্টিতে ভোগে তাহলে আর কোনো চিন্তা নেই। রাজধানীর আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (icddr,b) আপনার জন্য নিয়ে এসেছে সুসংবাদ।

icddr,b'র একদল বিজ্ঞানী বলছে, পেটে উপ্‌কারী মাইক্রোবায়োটা বা ব্যাকটেরিয়ার অপরিপক্কতার কারণে এ সমস্যা হয়ে থাকে। আর কলা, সয়া, চাইনিজ বাদাম এবং ছোলা দিয়ে অল্প খরচে সহজলভ্য একটি পরিপূরক খাদ্য শিশুদের খাওয়ালে এ অপুষ্টিজনিত সমস্যা কাটতে পারে। বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ জীবন বাঁচানো খাবার স্যালাইনের মতোই এ খাদ্য পরিপূরকটিও ঘরে বসেই তৈরি করা যাবে।

অপরিণত ব্যাকটেরিয়াই যে অপুষ্টিজনিত সমস্যার জন্য দায়ী— এটি একটি নতুন উদ্ভাবন, যেটা ভবিষ্যতে প্রচলিত অপুষ্টি দূর করার কার্যক্রমগুলোকে আমূল বদলে দিতে পারে।

গুগল ডুডলে শিল্পী জয়নুল

২৯ ডিসেম্বর ১৯১৪ ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন 'শিল্পাচার্য'খ্যাত জয়নুল আবেদিন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে তার আঁকা একাধিক স্কেচে মানুষের দুর্দশার চিত্র ফুটে ওঠে। আধুনিক শিল্পকলার বিকাশে ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করেন ইনস্টিটিউট অব আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস (পরবর্তী সময়ে চারুকলা ইনস্টিটিউট)। এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। ২৮ মে ১৯৭৬ ঢাকায় মারা যান তিনি। ২৯ ডিসেম্বর ২০১৯ শিল্পী জয়নুল আবেদিনের ১০৫তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করে সার্চ জায়ান্ট গুগল। দিনটি উপলক্ষে বিশেষ ডুডল তৈরি করে প্রতিষ্ঠানটি।

বিশেষ বিশেষ দিনের স্মরণে হোমপেজে লোগোতে পরিবর্তন আনে গুগল, যা 'ডুডল' হিসেবে পরিচিত। ডুডলে ক্লিক করলে ঐ বিষয়সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় গুগলে।

সম্মেলন-বৈঠক

AU
African Union
আয়োজন : ৩৩তম। সময়কাল : ৯-১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০। স্থান : আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া। প্রতিপাদ্য— Silencing the Guns : Creating Conducive Conditions for Africa's Development.

IRENA
International Renewable Energy Agency
আয়োজন : দশম। সময়কাল : ১০-১২ জানুয়ারি ২০২০। স্থান আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

WFES
World Future Energy Summit
সময়কাল ১৩-১৬ জানুয়ারি ২০২০। স্থান : আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

WEF
World Economic Forum
আয়োজন : ৫০তম। সময়কাল : ২১-২৪ জানুয়ারি ২০২০। স্থান দাভোস-ক্লোস্টার্স, সুইজারল্যান্ড।

বাংলা একাডেমি
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০
২-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ অনুষ্ঠিত হবে বাংলা একাডেমি অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০।
মেলার সময়সূচি
প্রতিদিন
বেলা ৩.০০টা- রাত ৯.০০টা
ছুটির দিন
সকাল ১১.০০টা-রাত ৯.০০টা
[শুক্রবার বেলা ১.০০টা-৩.০০টা ও শনিবার বেলা ১.০০-২.০০টা পর্যন্ত বিরতি]
২১ ফেব্রুয়ারি
সকাল ৮.০০টা-রাত ৮.৩০টা

পরিবারের সবার জন্য
সব ধরনের বই
কথাপ্রকাশ
প্যাভিলিয়ন নং ৯

মেলা-উৎসব-প্রদর্শনী

Heimtextil
সময়কাল : ৭-১০ জানুয়ারি ২০২০। স্থান : ফ্রাংকফুর্ট, জার্মানি।
– বিশ্বের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বস্ত্র মেলা।

CES
Consumer Electronics Show
সময়কাল : ৭-১০ জানুয়ারি ২০২০। স্থান : লাস ভেগাস, যুক্তরাষ্ট্র। আয়োজক Consumer Technology Association
– ইলেকট্রনিকস পণ্যের সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী।

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব
সময়কাল : ১৪ জানুয়ারি-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০। স্থান : সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ। আয়োজক : বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন।

DITF
Dhaka International Trade Fair
আয়োজন : ২৫তম। সময়কাল : ১-৩১ জানুয়ারি ২০২০। অংশগ্রহণকারী দেশ : ২১টি। স্টল : ৪৮৩টি [খাবারের দোকানসহ] বিদেশি স্টল ৫৪টি। স্থান : শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

জাতীয় সবজি মেলা ২০২০
আয়োজন : পঞ্চম। সময়কাল : ৩-৫ জানুয়ারি। স্থান : কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (KIB), চত্বর, ফার্মগেট, ঢাকা। প্রতিপাদ্য— পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ সবজি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা ২০২০
আয়োজন : প্রথম। সময়কাল : ১৬-১৮ জানুয়ারি। প্রতিপাদ্য— বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার প্রযুক্তির মহাসড়ক।

পৌষ মেলা
সময়কাল : ৪-৬ জানুয়ারি ২০২০। স্থান : বাংলা একাডেমি।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব
আয়োজন : ১১-১৫ জানুয়ারি ২০২০।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে ও অ্যাডভেঞ্চার কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ অ্যাডভেঞ্চার-ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় তিন পার্বত্য জেলায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় এ উৎসব।

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব
আয়োজন : দ্বিতীয়। সময়কাল : ৩-২৩ জানুয়ারি ২০২০। স্থান শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

বঙ্গবন্ধু কর্নার

মুজিববর্ষের কর্মসূচি নিয়ে ওয়েবসাইট
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে নির্মাণ করা হয়েছে www.mujib100.gov.bd ওয়েবসাইট। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের তত্ত্বাবধানে নির্মিত এ ওয়েবসাইটকে কেন্দ্র করেই মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের সব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষার ইন্টারফেসের এ ওয়েবসাইটে কন্টেন্ট হিসেবে রয়েছে আয়োজনের যাবতীয় বিষয়াবলি।

চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল
চট্টগ্রাম নগরীর জামালখান এলাকায় দেশের প্রথম টেম্পারড গ্লাসে খোদাই করা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। জামালখান ওয়ার্ড কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমনের উদ্যোগে 'হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু' নামের আকর্ষণীয় ম্যুরালটি স্থাপন করা হয় ডা. খাস্তগীর উচ্চ বিদ্যালয় ও সিনিয়র্স ক্লাবের মাঝামাঝি স্থানে। ১ জানুয়ারি ২০২০ এটি উদ্বোধন করা হয়। ৩০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৮ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট ২০ মিলিমিটার টেম্পারড গ্লাসের ওপর এটি তৈরি করেন শিল্পী প্রণব সরকার। এতে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের ছবি বিশেষ প্রক্রিয়ায় খোদাই করা হয়।

চলচ্চিত্র 'চিরঞ্জীব মুজিব'
বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে প্রধানমন্ত্রীর স্ক্রিপট রাইটার নজরুল ইসলামের রচনা ও পরিচালনায় নির্মিত হতে যাচ্ছে 'চিরঞ্জীব মুজিব' নামে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। ছাত্রনেতা থেকে ৫২'র ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদান থেকে বাংলার ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে প্রধান নেতা হয়ে ওঠা চিরঞ্জীব মুজিবের গল্প এ চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপট। এ চলচ্চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রযোজনা করছে সিকদার গ্রুপ, ন্যাশনাল ব্যাংক ও পাওয়ারপ্যাক হোল্ডিং লিমিটেড। বাণিজ্যিক ধারার এ চলচ্চিত্র থেকে যা আয় হবে তার সম্পূর্ণ অংশ বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টে দেয়া হবে।

ক্রীড়া সংবাদ

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ২০২০

আয়োজন : ৬ষ্ঠ ▌ সময়কাল : ১৫-২৫ জানুয়ারি ▌ দল : ৬টি— ফিলিস্তিন, বুরুন্ডি, মরিশাস, সিশেলস, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশ ▌ চ্যাম্পিয়ন : ফিলিস্তিন ▌ রানার্সআপ : বুরুন্ডি ▌ ম্যান অব দ্য ফাইনাল : সামেহ মারাবা (ফিলিস্তিন) ▌ সর্বোচ্চ গোলদাতা (গোল্ডেন বুট) : জসপিন এনসিমিরিমানা (বুরুন্ডি); ৭ গোল ▌ সেরা খেলোয়াড় (গোল্ডেন বল) : জসপিন এনসিমিরিমানা (বুরুন্ডি) ▌ সেরা গোলরক্ষক : তাওফিক আলী আবুহামাদ (ফিলিস্তিন) ▌ ফেয়ার প্লে ট্রফি : ফিলিস্তিন।

চ্যাম্পিয়ন্স লীগ ২০১৯-২০

শেষ ১৬'র ড্র

দুই লেগের নকআউট পর্বের এ খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হবে ২০২০ সালের

ফেব্রুয়ারি : ১৮-১৯ ও ২৫-২৬

মার্চ : ১০-১১ ও ১৭-১৮

কে কার মুখোমুখি

বরুশিয়া ডর্টমুন্ড	V	পিএসজি
রিয়াল মাদ্রিদ	V	ম্যানচেস্টার সিটি
আটালান্টা	V	ভ্যালেন্সিয়া
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ	V	লিভারপুল
চেলসি	V	বায়ার্ন মিউনিখ
লিওঁ	V	জুভেন্টাস
টটেনহাম হটস্পার	V	লিপজিগ
নেপোলি	V	বার্সেলোনা

ক্রুল-BSPA বর্ষসেরা পুরস্কার

২৪ জানুয়ারি ২০২০ ঘোষণা করা হয় ২০১৯ সালের বাংলাদেশ ক্রীড়ালেখক সমিতির (BSPA) বর্ষসেরা পুরস্কার। বর্ষসেরা পুরস্কারপ্রাপ্তরা—

ক্রীড়াবিদ : রোমান সানা ▌ ফুটবলার জামাল ভুইয়া ▌ ক্রিকেটার : সাকিব আল হাসান ▌ তীরন্দাজ রোমান সানা ▌ ভারোত্তোলক : মাবিয়া আক্তার ▌ কারাতে : হোমায়রা আক্তার ▌ তায়কোয়ান্দো : দীপু চাকমা ▌ ফেন্সার : ফাতেমা মুজিব ▌ উদীয়মান খেলোয়াড় : তীরন্দাজ ইতি খাতুন ▌ কোচ : মার্টিন ফেডরিখ (জাতীয় আর্চারি দলের কোচ) ▌ সংগঠক : কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ (আর্চারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক) ▌ তৃণমূলের ক্রীড়া সংগঠক : রফিক উল্যাহ আখতার ও তাজুল ইসলাম ▌ বিশেষ সম্মাননা : সাবেক কাবাডি খেলোয়াড় আবদুল জলিল ▌ পৃষ্ঠপোষক : সিটি গ্রুপ (আর্চারির পৃষ্ঠপোষক) ▌ পপুলার চয়েস অ্যাওয়ার্ড : রোমান সানা।

যুক্তরাজ্যের ছায়া উপমন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিক

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ছায়া উপমন্ত্রী নির্বাচিত হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাতনি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিক। ১৪ জানুয়ারি ২০২০ বিরোধী দল লেবার পার্টির ছায়া মন্ত্রিসভায় *শ্যাডো আর্লি ইয়ার্স মিনিস্টার* নিযুক্ত হন তিনি। এর আগেও এ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন ৩৭ বছর বয়সী টিউলিপ।

এশিয়ান টাউনস্কেপ জুরি'স অ্যাওয়ার্ড

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯ সালের 'এশিয়ান টাউনস্কেপ জুরি'স অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। তার সরকারের বাস্তবায়নাধীন

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পটির জন্য তিনি এ পুরস্কার অর্জন করেন। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তার হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রতি বছর যেসব শহর ও প্রতিষ্ঠান টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে এবং নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাদের প্রচেষ্টাকে সম্মান জানানোই এ পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্য।

১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০২০

- আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমা প্রদান শুরু ২৩ জানুয়ারি ২০২০।
- আবেদনপত্র জমা প্রদানের শেষ তারিখ ও সময় ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ রাত ১২টা পর্যন্ত।

প্রিলিমিনারি টেস্টের বিষয় ও নম্বর বণ্টন মোট নম্বর ১০০

বাংলা ২৫ ⊙ ইংরেজি ২৫ ⊙ সাধারণ গণিত ২৫ ⊙ সাধারণ জ্ঞান ২৫।

পরীক্ষার সময়সূচি

	তারিখ	বার	সময়	পর্যায়
প্রিলিমিনারি টেস্ট	১৫.০৫.২০২০	শুক্রবার	সকাল ০৯.০০ টা - সকাল ১০.০০টা	স্কুল-২ ও স্কুল
	১৫.০৫.২০২০	শুক্রবার	বিকাল ৩.০০টা - বিকাল ৪.০০টা	কলেজ
লিখিত পরীক্ষা	০৭.০৮.২০২০	শুক্রবার	সকাল ০৯.০০ টা - দুপুর ১২.০০টা	স্কুল-২ ও স্কুল
	০৮.০৮.২০২০	শনিবার	সকাল ০৯.০০ টা - দুপুর ১২.০০টা	কলেজ

সপ্তদশ শিক্ষক-প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য NTRCA-এর নতুন সিলেবাসের আলোকে বের হয়েছে

১ম-১৬তম নিবন্ধন পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান ব্যাখ্যাসহ বিষয়ভিত্তিক MCQ ৫০ সেট মডেল টেস্ট ও প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য এবং ঐচ্ছিক বিষয়ের বিগত বছরের প্রশ্নসহ

প্রফেসর'স প্রকাশন

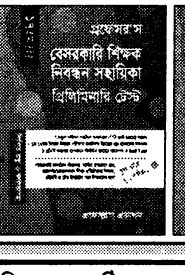

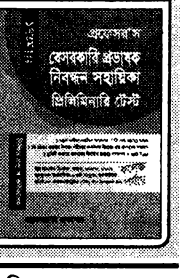

রিপোর্ট সমীক্ষা

সাম্প্রতিক সময়ের রিপোর্ট-জরিপ-সমীক্ষার খবরাখবর নিয়ে আমাদের এ আয়োজন

দুর্নীতির ধারণাসূচক ২০১৯

২৩ জানুয়ারি ২০২০ জার্মানির বার্লিনভিত্তিক দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' (TI) বিশ্বব্যাপী একযোগে তাদের বার্ষিক দুর্নীতির ধারণা সূচক (CPI) প্রকাশ করে। সূচকে স্কেলের শূন্য স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণায় শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ১০০ স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণায় সর্বনিম্ন দুর্নীতিগ্রস্ত বা সর্বোচ্চ সুশাসন প্রতিষ্ঠিত দেশ বলে ধারণা করা হয়।

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

ধারণাসূচক ২০২০

- প্রকাশ : ২৩ জানুয়ারি ২০২০
- সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১৮০টি
- কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ : ডেনমার্ক ও নিউজিল্যান্ড; স্কোর : ৮৭
- সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ : সোমালিয়া; স্কোর : ৯
- **সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান : ঊর্ধ্বক্রমে ১৪৬তম ও নিম্নক্রমে ১৪তম; স্কোর : ২৬।**

ঊর্ধ্বক্রম ও নিম্নক্রমে সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান ও স্কোর

দেশ	ঊর্ধ্ব	নিম্ন	স্কোর	দেশ	ঊর্ধ্ব	নিম্ন	স্কোর
ভুটান	২৫	৫১	৬৮	পাকিস্তান	১২০	১৯	৩২
ভারত	৮০	২৮	৪১	মালদ্বীপ	১৩০	১৬	২৯
শ্রীলংকা	৯৩	২৫	৩৮	**বাংলাদেশ**	**১৪৬**	**১৪**	**২৬**
নেপাল	১১৩	২১	৩৪	আফগানিস্তান	১৭৩	৫	১৬

গণতন্ত্র সূচক

২২ জানুয়ারি ২০২০ যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক সাময়িকী *দি ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট* (EIU) 'গণতন্ত্র সূচক ২০১৯' প্রকাশ করে। নির্বাচন ব্যবস্থা ও বহুদলীয় অবস্থান, সরকারের সক্রিয়তা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং নাগরিক অধিকার— এই পাঁচটি মানদণ্ডে একটি দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিশ্বের ১৬৫টি দেশ ও দুটি অঞ্চলকে নিয়ে এ সূচক তৈরি করা হয়। সূচকে প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে EIU দেশগুলোকে চারটি শ্রেণিতে— পূর্ণ গণতন্ত্র, ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র, আংশিক বা হাইব্রিড গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রে ভাগ করে। সূচক অনুযায়ী, বিশ্বে পূর্ণ গণতন্ত্র রয়েছে ২২টি দেশে, ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র ৫৪টি দেশে, আংশিক বা হাইব্রিড গণতন্ত্র ৩৭টি দেশে এবং স্বৈরতন্ত্র রয়েছে ৫৪টি দেশে। গণতন্ত্র সূচকে—

- **শীর্ষ দেশ : নরওয়ে। সর্বনিম্ন দেশ : শাদ।**
- **সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান : ৫১. ভারত, ৬৯. শ্রীলংকা, ৮০. বাংলাদেশ, ৯১. ভুটান, ৯২. নেপাল, ১০৮. পাকিস্তান ও ১৪১. আফগানিস্তান।**

লিম্ফেডিমা আক্রান্তে শীর্ষ জেলা

লিম্ফেডিমা বা লিম্ফেটিক অবস্ট্রাকশন হলো একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। লসিকানালির প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়ে পানি জমে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুলে যাওয়াকে বলা হয় লিম্ফেডিমা। এ রোগে অতিমাত্রায় পানি জমে দেহের টিস্যুগুলো ফুলে যায়। মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার একটি অংশ হলো লসিকানালি (লিম্ফেটিক সিস্টেম)। এ নালির মধ্য দিয়ে লসিকার (লিম্ফ) প্রবাহ কোনো কারণে বাধাগ্রস্ত হয়ে পানি জমে যাওয়ার কারণেই (ইডিমা) দেখা দেয় লিম্ফেডিমা। সাধারণত হাত বা পায়ে এ রোগের সংক্রমণ দেখা দেয়।

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রকাশিত স্বাস্থ্য বুলেটিন অনুযায়ী, সারা দেশে মোট লিম্ফেডিমা রোগীর সংখ্যা ৩০ হাজারের কিছু বেশি।
- লিম্ফেডিমা আক্রান্তে শীর্ষ ৫ জেলা ১. রংপুর, ২. নীলফামারী, ৩. লালমনিরহাট, ৪. ঠাকুরগাঁও ও ৫. দিনাজপুর।

অক্সফাম প্রতিবেদন

২০ জানুয়ারি ২০২০ আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা অক্সফাম একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- বিশ্বে মোট বিলিয়নারের সংখ্যা ২,১৫৩ জন।
- বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৪৬০ কোটি দরিদ্র মানুষের যে পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, তার চেয়ে বেশি সম্পদ রয়েছে ২,১৫৩ জন ধনকুবেরের কাছে।
- সারা বিশ্বে নারীরা প্রতিদিন কোনো ধরনের মজুরি ছাড়াই প্রায় ১,২৫০ কোটি ঘণ্টা কাজ করেন। যার বার্ষিক মূল্য ১০.৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- বিশ্বের ২২ জন ধনীর সম্পদ সমগ্র আফ্রিকার নারীদের সম্পদের চেয়ে বেশি।
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ব্যবস্থায় গড়ে মাত্র ১৮% নারী রয়েছেন মন্ত্রিসভায়। আর সংসদে রয়েছে মাত্র ২৪% নারী।

গণতন্ত্র প্রতিবেদন

ডিসেম্বর ২০১৯ Varieties of Democracy Institute (V-Dem) তাদের বার্ষিক গণতন্ত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, উদার গণতন্ত্র সূচক (LDI) ও নির্বাচনী গণতন্ত্র সূচকে (EDI) শীর্ষ ও সর্বনিম্ন ৫ দেশ এবং সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান।

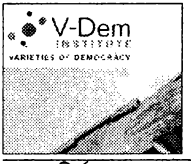

শীর্ষ ৫ দেশ			সর্বনিম্ন ৫ দেশ		
তম	LDI	EDI	তম	LDI	EDI
১	নরওয়ে	নরওয়ে	১৭৯	উত্তর কোরিয়া	সৌদি আরব
২	সুইডেন	সুইডেন	১৭৮	ইরিত্রিয়া	ইরিত্রিয়া
৩	ডেনমার্ক	এস্তোনিয়া	১৭৭	বাহরাইন	চীন
৪	এস্তোনিয়া	কোস্টারিকা	১৭৬	সৌদি আরব	উত্তর কোরিয়া
৫	সুইজারল্যান্ড	ডেনমার্ক	১৭৫	সিরিয়া	কাতার

সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান

দেশ	LDI	EDI	দেশ	LDI	EDI
ভুটান	৬১	৭৩	পাকিস্তান	১১৫	১১৪
শ্রীলংকা	৭০	৬৭	আফগানিস্তান	১২৩	১২৬
নেপাল	৭২	৭২	মালদ্বীপ	১৩৩	১২২
ভারত	৮৫	৮৮	**বাংলাদেশ**	**১৪৫**	**১৩০**

পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত; ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮

World Economic League Table 2020

২০ ডিসেম্বর ২০১৯ ব্রিটিশ থিঙ্কট্যাঙ্ক Center for Economic and Business Research (CEBR) ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল ২০২০ প্রকাশ করে। তালিকায় ১৯৩টি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে দেশগুলোর অর্থনীতি নিয়ে ২০৩৪ সাল পর্যন্ত পূর্বাভাস দেয়া হয়। প্রতিবেদনে অনুযায়ী—

শীর্ষ ৫ অর্থনীতির দেশ				সর্বনিম্ন ৫ অর্থনীতির দেশ			
দেশ	পরবর্তী অবস্থান			দেশ	পরবর্তী অবস্থান		
	২০২৪	২০২৯	২০৩৪		২০২৪	২০২৯	২০৩৪
যুক্তরাষ্ট্র	১	১	২	ট্যুভালু	১৯২	১৯২	১৯২
চীন	২	২	১	নাউরু	১৯১	১৯১	১৯১
জাপান	৩	৩	৪	কিরিবাতি	১৯০	১৮৯	১৮৯
জার্মানি	৪	৫	৫	মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ	১৮৯	১৯০	১৯০
ভারত	৫	৪	৩	পালাউ	১৮৮	১৮৮	১৮৮

বিশ্ব অর্থনীতিতে সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান

দেশ	২০২০	২০২৪	২০২৯	২০৩৪
ভারত	৫	৫	৪	৩
বাংলাদেশ	৪০	৩০	২৬	২৫
পাকিস্তান	৪৪	৪৬	৪৬	৫০
শ্রীলংকা	৬৭	৬৬	৬৪	৬২
নেপাল	১০০	৯৬	৯৫	৮৮
আফগানিস্তান	১১৭	১১৫	১১০	১০৭
মালদ্বীপ	১৪৯	১৫০	১৪৯	১৪৫
ভুটান	১৬৩	১৬২	১৬২	১৬০

বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৭-১৮

২০ জানুয়ারি ২০২০ জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (NIPORT) 'বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৭-১৮' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। NIPORT'র সাথে জরিপে যুক্ত ছিল আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (icddr,b) যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয় ও আইসিএফ ইন্টারন্যাশনাল নামের মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। জরিপে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দাতা সংস্থা USAID। প্রতিবেদন অনুযায়ী—

ডায়াবেটিস পরিস্থিতি

- দেশে প্রতি ১০ জনে ১ জন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। বর্তমানে দেশে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষ ১ কোটি ১০ লাখ। ১৮-৩৪ বছর বয়সীদের মধ্যে এ সংখ্যা ২৬ লাখ। আর ৩৫ বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সীদের মধ্যে ৮৪ লাখ।
- প্রায় ৬০% নারী ও পুরুষ জানেন না যে তারা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। ১৩% ডায়াবেটিস রোগী তাঁদের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানেন।
- দেশে মৃত্যুর প্রধান কারণ অসংক্রামক ব্যাধি। মোট মৃত্যুর ৬০ শতাংশের বেশি হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, কিডনি রোগ ও দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসতন্ত্রের মতো অসংক্রামক রোগে।

উচ্চ রক্তচাপের পরিস্থিতি

- দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি চারজনের একজন উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন।
- দেশে উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত মানুষের ২ কোটি ৯৯ লাখ।
- উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত প্রায় অর্ধেক নারী ও দুই-তৃতীয়াংশ পুরুষই জানেন না যে তারা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন।

রেমিটেন্স প্রবাহ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশীয় জনগণের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন প্রবাসীরা। দেশে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান না থাকায় বিদেশে কাজ করছেন লাখ লাখ বাংলাদেশি। তাদের মাধ্যমে দিন দিন চাঙ্গা হয়ে উঠছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রেমিটেন্স প্রবাহের প্রতিবেদন প্রকাশ করে। রেমিটেন্স প্রবাহের দিক থেকে শীর্ষ ৫ দেশ (মিলিয়ন মা.ড.) — ১. সৌদি আরব : ৩১১০.৪০ ▮ ২. সংযুক্ত আরব আমিরাত ২৫৪০.৪১ ▮ ৩. যুক্তরাষ্ট্র ১৮৪২.৮৬ ▮ ৪. কুয়েত : ১৪৬৩.৩৫ ▮ ৫. মালয়েশিয়া : ১১৯৭.৬৩।

World Employment and Social Outlook–Trends 2020

২০ জানুয়ারি ২০২০ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) World Employment and Social Outlook–Trends ২০২০ প্রকাশ করে।

- যথেষ্ট দক্ষতা সত্ত্বেও মনমতো কাজ পাচ্ছেন না কিন্তু জীবিকার তাগিদে অপেক্ষাকৃত কম মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন তাদের Underutilization শ্রমশক্তি বলা হয়।
- ILO'র সংজ্ঞা অনুযায়ী কাজ খুঁজছেন, কিন্তু সপ্তাহে এক ঘণ্টাও মজুরির বিনিময়ে কাজ করতে পারেন না, এমন ব্যক্তিকে বেকার হিসেবে ধরা হয়।

- ILO'র পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০১৯ সালে সারা বিশ্বে বেকার ছিল ১৮ কোটি ৮০ লাখ। ২০২০ সালে এ বেকারের পরিমাণ হবে ১৯ কোটি ৩ লাখ। ২০২১ সালে তা হবে ১৯ কোটি ৪৬ লাখ।
- প্রতি পাঁচজন কর্মোপযোগী মানুষের মধ্যে তিনজন মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন। তবে তাদের মধ্যে ৪৫% কর্মজীবী মানুষ পর্যাপ্ত মজুরি পান না।

নারী, ব্যবসা ও আইন ২০২০

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক *নারী, ব্যবসা ও আইন ২০২০* শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারী-পুরুষের আইনি সুরক্ষা সমান ৮টি দেশে— বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যান্ড, লাটভিয়া, লুক্সেমবার্গ ও সুইডেন। – রিপোর্টে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭১তম।

পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্যব্যবস্থা

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের Food Planning and Monitoring Unit (FPMU) কর্তৃক প্রকাশিত Monitoring Report 2019 of Bangladesh Second Country Investment Plan শীর্ষক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্যব্যবস্থা (Nutrition-Sensitive Food System) তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী—

দৈনিক খাদ্য গ্রহণের কাঙ্ক্ষিত মাত্রা ও প্রকৃত খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ

খাদ্য উপাদান	কাঙ্ক্ষিত মাত্রা*	গ্রহণের পরিমাণ*	খাদ্য উপাদান	কাঙ্ক্ষিত মাত্রা*	গ্রহণের পরিমাণ*
দানাদার খাদ্যশস্য	৪০০	৪০৯	প্রাণীজ উৎসের খাদ্য	২৬০	১২৯
আলু	১০০	৬৫	আচার ও মসলা	২০	৭৫
সবজি	৩০০	১৬৭	ফল	১০০	৩৬
ডাল	৫০	১৬	চিনি ও গুড়	২০	৭
ভোজ্যতেল	৩০	২৮	** গ্রাম/দৈনিক মাথাপিছু*		

৭৭তম গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার

চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানের জন্য 'গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার' দেয়া হচ্ছে ১৯৪৪ সাল থেকে। এ পুরস্কারের আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা *হলিউড ফরেন প্রেস অ্যাসোসিয়েশন*। ৫ জানুয়ারি ২০২০ প্রদান করা হয় ৭৭তম গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড। উল্লেখযোগ্য বিজয়ী—

চলচ্চিত্র সেরা

সেরা ছবি- ড্রামা
1917

সেরা ছবি- মিউজিক্যাল অথবা কমেডি
চলচ্চিত্র- ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন হলিউড

সেরা অভিনেত্রী- ড্রামা
রেনে জেলওয়েগার
চলচ্চিত্র- জুডি

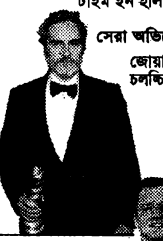

সেরা অভিনেতা- ড্রামা
জোয়াকিন ফিনিক্স
চলচ্চিত্র- জোকার

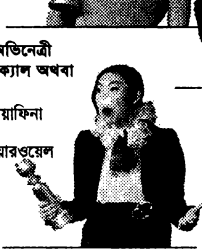

সেরা অভিনেত্রী
মিউজিক্যাল অথবা
কমেডি
অ্যাকোয়াফিনা
চলচ্চিত্র
দ্য ফেয়ারওয়েল

সেরা অভিনেতা
মিউজিক্যাল অথবা
কমেডি
ট্যারন এগারটন
চলচ্চিত্র
রকেটম্যান

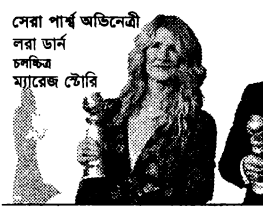

সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী
লরা ডার্ন
চলচ্চিত্র
ম্যারেজ স্টোরি

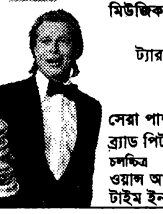

সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী
ব্র্যাড পিট
চলচ্চিত্র
ওয়ান্স আপন আ
টাইম ইন হলিউড

সেরা পরিচালক
স্যাম মেন্ডেস
চলচ্চিত্র 1917

সেরা বিদেশি
ভাষার ছবি
প্যারাসাইট (দক্ষিণ কোরিয়া)

সেরা
অ্যানিমেশন ছবি
মিসিং লিংক

টেলিভিশনে সেরা

- আজীবন সম্মাননা (ক্যারল বার্নেট অ্যাওয়ার্ড) : অ্যালেন ডিজ্যানারেস
- সিরিজ (ড্রামা) : সাকসেশন (এইচবিও)
- অভিনেতা (ড্রামা) : অলিভিয়া কোলম্যান (দ্য ক্রাউন)
- সিরিজ (মিউজিক্যাল/কমেডি) : ফ্লিব্যাগ (অ্যামাজন)
- অভিনেতা (মিউজিক্যাল/কমেডি) : রামি ইউসুফ (রামি)
- অভিনেত্রী (মিউজিক্যাল/কমেডি) : ফেবি ওয়ালার-ব্রিজ (ফ্লিব্যাগ)

২৬তম স্ক্রিন অ্যাক্টরস গিল্ড অ্যাওয়ার্ডস

১৯ জানুয়ারি ২০২০ আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসের শ্রাইন অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ২৬তম স্ক্রিন অ্যাক্টরস গিল্ড অ্যাওয়ার্ডস। এবারের আসরে কোরিয়ান ছবি 'প্যারাসাইট' বাজিমাত করেছে। এ পুরস্কারের ইতিহাসে প্রথম ইংরেজি ভাষা ব্যতীত কোনো ছবি সম্মিলিত অভিনয়শিল্পী বিভাগে সেরা হলো। উল্লেখযোগ্য বিজয়ীরা—

চলচ্চিত্র

সেরা সম্মিলিত অভিনয়শিল্পী : প্যারাসাইট ‖ সেরা অভিনেতা জোয়াকিন ফিনিক্স (জোকার) ‖ সেরা অভিনেত্রী : রেনে জেলওয়েগার (জুডি) ‖ সেরা পার্শ্ব অভিনেতা : ব্র্যাড পিট (ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন হলিউড) ‖ সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী : লরা ডার্ন (ম্যারিজ স্টোরি) ‖ সেরা সম্মিলিত স্টান্ট : অ্যাভেঞ্জার্স : এন্ড গেম।

টেলিভিশন- ড্রামা সিরিজ

সেরা সম্মিলিত অভিনয়শিল্পী : দ্য ক্রাউন ‖ সেরা অভিনেতা : পিটার ডিঙ্কলেজ (গেম অব থ্রোনস) ‖ সেরা অভিনেত্রী : জেনিফার অ্যানিস্টোন (দ্য মর্নিং শো)।

টেলিভিশন- কমেডি সিরিজ

সেরা সম্মিলিত অভিনয়শিল্পী : দ্য মার্ভেলাস মিসেস মেইজেল ‖ সেরা অভিনেতা : টনি শ্যালুব (দ্য মার্ভেলাস মিসেস মেইজেল) ‖ সেরা অভিনেত্রী ফিবি ওয়ালার-ব্রিজ (ফ্লিব্যাগ)।

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

আয়োজন : অষ্টাদশ ‖ সময়কাল : ১১-১৯ জানুয়ারি ২০২০ ‖ স্থান : ঢাকা, বাংলাদেশ ‖ আয়োজক : ঢাকা রেইনবো ফিল্ম সোসাইটি। স্লোগান নান্দনিক চলচ্চিত্র, মননশীল দর্শক, আলোকিত সমাজ।

– উৎসবে ৭৪টি দেশের ২২০টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। এর মধ্যে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ১১৭টি এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য ও স্বাধীন চলচ্চিত্র ১০৩টি। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ছিল ২৬টি।

দেশের প্রথম ইংরেজি চলচ্চিত্র

গাজী রাকায়েত পরিচালিত সরকারি অনুদানে নির্মিত ছবি 'গোর'। এক সাথে বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষায় নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্রটি। ১৫ জানুয়ারি ২০২০ বাংলাদেশের প্রথম ইংরেজি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হিসেবে এর আনুষ্ঠানিক নাম ঘোষণা করা হয় The Grave।

ক্ষণগণনা শুরু

১০ জানুয়ারি ২০২০ বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা। তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে (জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড) ৪৮ বছর আগে জাতির জনকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘটনাপ্রবাহ রেপ্লিকার সাহায্যে প্রতীকী মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে এ ক্ষণগণনার সূচনা হয়। মুজিববর্ষের ক্ষণগণনার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার উদ্বোধনের পর প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও সকল পাবলিক প্লেসে একই সাথে ক্ষণগণনা শুরু হয়। সারা দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনের ২৮টি পয়েন্টে, বিভাগীয় শহরগুলো, ৫৩টি জেলা ও দুই উপজেলা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীতে মোট ৮৩টি পয়েন্টে ক্ষণগণনা ঘড়ি বসানো হয়েছে। ক্ষণগণনা শেষে ১৭ মার্চ ২০২০ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে সূচনা হবে মুজিববর্ষের বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও থাকবে নানা আয়োজন।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানের কারাগারে থাকার পর, মুক্তি পেয়ে লন্ডন এবং দিল্লি হয়ে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে ফিরে আসার ঐতিহাসিক এ দিনটিকে তার জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনার দিন হিসেবে ঠিক করা হয়।

সংসদের বিশেষ অধিবেশন

'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে ২২-২৩ মার্চ ২০২০ জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হবে। সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বিশেষ এ অধিবেশন আহ্বান করবেন। বিশেষ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা হবে, এছাড়াও থাকছে বিভিন্ন আয়োজন। বিশেষ অধিবেশনে বিদেশি অতিথিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হবে। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুকে জানেন এমন বিদেশি অতিথিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদেরকে ঐ অধিবেশনে বক্তৃতা রাখার সুযোগ দেয়া হবে।

মুজিববর্ষের সময়কাল

১৫ জানুয়ারি ২০২০ জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৭ মার্চ ২০২০ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২০-২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সময়কে মুজিববর্ষ ঘোষণা করা হয়।

লোগো উন্মোচন

১০ জানুয়ারি ২০২০ উন্মোচন করা হয় মুজিববর্ষের লোগো। লোগোর ডিজাইনার সব্যসাচী হাজরা।

মুজিববর্ষের কর্মসূচি

১৭ মার্চ ২০২০ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে এক বর্ণাঢ্য উৎসবমুখর অনুষ্ঠান উদ্বোধনের মাধ্যমে মুজিববর্ষের বছরব্যাপী কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হবে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনি ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কর্মসূচির উদ্বোধন হবে। মুজিববর্ষে বছরব্যাপী দেশে-বিদেশে নানা কর্মসূচি থাকবে। সরকারি-বেসরকারি দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, এমনকি ব্যক্তি হতে অসংখ্য প্রস্তাব পাওয়া গেলেও বাস্তবায়নের সুবিধার্থে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনায় ২৯৮টি কর্মসূচি রাখা হয়।

১ মার্চ বীমা দিবস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১ মার্চ ১৯৬০ তৎকালীন পাকিস্তানের আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে যোগদান করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর জন্য এটা ছিল রাজনীতির বাইরে প্রথম কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাই এ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ১ মার্চকে জাতীয় বীমা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে সরকার। ৮ জানুয়ারি ২০২০ মন্ত্রিসভার বৈঠকে দিবসটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এ সংক্রান্ত পরিপত্রের 'খ' ক্রমিকে অন্তর্ভুক্তের প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয়।

চারটি স্মারক মুদ্রা প্রকাশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে চারটি বিশেষ স্মারক মুদ্রা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২৭ আগস্ট ২০১৯ কেন্দ্রিয় ব্যাংকের পর্ষদ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এগুলো হচ্ছে— স্বর্ণমুদ্রা একটি, স্মারক মুদ্রা একটি, ১০০ টাকা মূল্যমানের স্মারক নোট একটি এবং একটি ২০০ টাকা মূল্যমানের স্মারক নোট।

ঢাবি'র বিশেষ সমাবর্তন

মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব ল'জ (মরণোত্তর) ডিগ্রি দিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০। এতে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নোবেল বিজয়ী ভারতীয় বাঙালি অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ ব্যানার্জি।

www.boighar.com

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০২০

নির্বাচন : ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০

NCC

মোট ওয়ার্ড : ৫৪টি
মোট ভোটার : ৩০,১০,২৭৩ জন
পুরুষ ভোটার : ১৫,৪৯,৫৬৭ জন
নারী ভোটার : ১৪,৬০,৭০৬ জন
মোট ভোট কেন্দ্র : ১,৩১৮টি

কোন পদে কত প্রার্থী
মেয়র : ৬
কাউন্সিলর : ৩২৮
সাধারণ : ২৫১ জন
সংরক্ষিত : ৭৭ জন

DSCC

মোট ওয়ার্ড : ৭৫টি
মোট ভোটার : ২৪,৫৩,১৯৪ জন
পুরুষ ভোটার : ১২,৯৩,৪৪১ জন
নারী ভোটার : ১১,৫৯,৭৫৩ জন
মোট ভোট কেন্দ্র : ১,১৫০টি

কোন পদে কত প্রার্থী
মেয়র : ৭
কাউন্সিলর : ৪১৭
সাধারণ : ৩৩৫ জন
সংরক্ষিত : ৮২ জন

দেশে বর্তমানে মোট ভোটার ১০,৯৬,০৬,১৮৭

১ জানুয়ারি ২০২০ সারা দেশে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ রে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। যাচাই বাছাই শেষে ২ মার্চ ২০২০ কাশ করা হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। প্রথমবারের মতো টার তালিকায় যুক্ত হয় হিজড়া ভোটার।

মোট ভোটার : ১০,৯৬,০৬,১৮৭ জন ➢ পুরুষ ভোটার : ৫,৫৩,২৫,২৯২ জন ▩ নারী ভোটার : ৫,৪২,৮০,৫৪২ জন হিজড়া ভোটার : ৩৫৩ জন।

হালনাগাদে যুক্ত ভোটার : ৬৭,৫৮,৩৪১ জন ➢ পুরুষ ভোটার : ৩৫,৮২,১৬৩ জন ▩ নারী ভোটার : ৩১,৭৫,৮২৫ ওন ▩ হিজড়া ভোটার : ৩৫৩ জন।

মৃত্যুজনিত কারণে ভোটার তালিকা থেকে বাদ : ১৩,৯২,২৩৬ জন। দ্বৈত ভোটার শনাক্ত ২,০৭,৬৩৫ জন।

তীয় ভোটার দিবস

জানুয়ারি ২০২০ অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে ২ মার্চকে জাতীয় টার দিবস হিসেবে পালনের নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন য়া হয়। আগে জাতীয় ভোটার দিবস ছিল ১ মার্চ। কিন্তু ১ মার্চ মা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হওয়ায় জাতীয় ভোটার সটি পরিবর্তন করে ২ মার্চ করা হয়।

জিবনগর সরকারের মুক্তিযোদ্ধা

ডিসেম্বর ২০১৯ অনুষ্ঠিত জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের (জামুকা) তম সভায় মুজিবনগর সরকারের আরও ৩২ জন কর্মচারীকে ক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জামুকার সিদ্ধান্ত যায়ী, ১১ জানুয়ারি ২০২০ তাদের মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দিয়ে জট প্রকাশ করা হয়। এর ফলে মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী ধবে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পাওয়া ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৭০।

বাংলাদেশ বিমানের ১৭তম রুট

আট বছর বন্ধ থাকার পর ৫ জানুয়ারি ২০২০ যুক্তরাজ্যের লন্ডনের ম্যানচেস্টার রুটে ফ্লাইট চালু করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। এটি বাংলাদেশ বিমানের ১৭তম রুট। উড়োজাহাজ সংকটের কারণে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে রুটটিতে ফ্লাইট বন্ধ করে দিয়েছিল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ বিমান বহরে উদ্বোধন করা বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার 'সোনার তরী' ও 'অচিন পাখি' দিয়ে যাত্রা শুরু করে ঢাকা-ম্যানচেস্টার রুট। সপ্তাহে তিনদিন— রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার ফ্লাইট পরিচালিত হবে।

বিমানের ১৭টি রুট
আবুধাবী, দুবাই, জেদ্দা, রিয়াদ, মদিনা, দাম্মাম, দোহা, কুয়েত, মাস্কট, কাঠমান্ডু, কলকাতা, দিল্লি, ব্যাংকক, কুয়ালালামপুর, সিঙ্গাপুর, লন্ডন ও ম্যানচেস্টার।

যুক্তরাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম শহরতলি ম্যানচেস্টারকে 'উত্তর ইংল্যান্ডের রাজধানী' বলা হয়ে থাকে। শিল্পকলা, গণমাধ্যম, উচ্চশিক্ষা, বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে এটি পরিচিতি পেয়েছে। বিশ্বের টেক্সটাইল সামগ্রী নির্মাণ ও সুতা শিল্পের জন্য এটি একটি প্রধান কেন্দ্র। ম্যানচেস্টারে প্রায় ৯০ হাজার বাংলাদেশি বসবাস করেন।

নৌবাহিনীতে নতুন দুই যুদ্ধজাহাজ

১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ চীনের সাংহাইয়ের সেনজিয়া শিপইয়ার্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন দুই যুদ্ধজাহাজ 'ওমর ফারুক' ও 'আবু উবাইদাহ' হস্তান্তর করা হয়। এরপর ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ জাহাজ দুটি গণচীনের সাংহাই বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে প্রায় আট হাজার কিলোমিটার সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে ৯ জানুয়ারি ২০২০ বাংলাদেশে এসে পৌঁছে। আধুনিক এ যুদ্ধজাহাজ দুটির প্রতিটির দৈর্ঘ্য ১১২ মিটার এবং প্রস্থ ১২.৪ মিটার। এদের গতিবেগ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২৪ নটিক্যাল মাইল। প্রতিটি জাহাজ বিভিন্ন আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জামে সুসজ্জিত।

শিক্ষায় আসছে বড় পরিবর্তন

প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আসছে। এর আগে সর্বশেষ ২০১২ সালে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করা হয়েছিল।

প্রাথমিক স্তর

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (NCTB) সূত্র মতে, তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত প্রথাগত কোনো পরীক্ষা থাকবে না। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন হবে। এ চিন্তা থেকে হাতে-কলমে শেখানো যায় এমনভাবেই বইগুলো হবে। প্রাথমিক স্তরে বইয়ের নামেও পরিবর্তন আনার কথা ভাবা হচ্ছে। যেমন— গণিত বইয়ের নাম হতে পারে 'গণিতের মজা'।

ষষ্ঠ-দশম পর্যন্ত ১০টি বই

প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে ১০টি অভিন্ন বই পড়ানো হবে। এরপর একাদশ শ্রেণিতে গিয়ে শাখা পরিবর্তনের সুযোগ রাখা হবে। বর্তমানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কিছু অভিন্ন বই পড়তে হয় এবং নবম শ্রেণিতে গিয়ে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা— এসব শাখায় ভাগ হয়ে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে। প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত যে ১০টি বই পড়ানো হবে— বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, সামাজিক বিজ্ঞান, জীবন ও জীবিকা, ধর্ম, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি। বর্তমানে এসব শ্রেণিতে ১২-১৪টি বই পড়ানো হয়।

দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে এসএসসি পরীক্ষা

বর্তমানে দুই বছর মেয়াদি নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচির (সিলেবাস) ভিত্তিতে এসএসসি পরীক্ষা হয়। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে কেবল দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে এসএসসি পরীক্ষা নেয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এটি অনুমোদন হলে ২০২৪ সালে গিয়ে তা বাস্তবায়ন হবে।

- বইয়ের সংখ্যা কমবে
- বিষয়বস্তু বদলাবে।
- উচ্চ মাধ্যমিকে দুটি পাবলিক পরীক্ষা।
- তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত প্রথাগত পরীক্ষা থাকবে না।

উচ্চ মাধ্যমিকে দুই পাবলিক পরীক্ষা

পরিকল্পনা পাস হলে ২০২৫ সাল থেকে একাদশ শ্রেণিতে গিয়ে একজন শিক্ষার্থী কোন শাখায় (বিজ্ঞান, মানবিক বা ব্যবসায় শিক্ষা) পড়বে, তা ঠিক হবে। তখন উচ্চ মাধ্যমিকে

ছয়টি বিষয়ে ১২টি পত্র থাকবে। এর মধ্যে বাংলা, ইংরেজি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি— এ তিনটি বিষয় সবার জন্য বাধ্যতামূলক হবে। এর সাথে একজন শিক্ষার্থী তার পছন্দের শাখার তিনটি বিষয় নেবে, যার প্রতিটির জন্য তিনটি পত্র থাকবে। যেমন— বিজ্ঞানের তিনটি বিষয় পদার্থ, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের প্রতিটির জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়পত্র থাকবে। বাধ্যতামূলক ঐ তিনটি পত্র এবং শাখার প্রতিটি বিষয়ের প্রথম পত্রের পরীক্ষা হবে একাদশ শ্রেণিতে। এ পরীক্ষা হবে শিক্ষা বোর্ডের অধীনে। এ পরীক্ষার নম্বর বোর্ডে সংরক্ষিত থাকবে। এরপর দ্বাদশ শ্রেণিতে সংশ্লিষ্ট শাখার প্রতিটি বিষয়ের বাকি দুটি করে মোট ছয়টি পত্রের পরীক্ষা হবে। এ পরীক্ষার নম্বর ও একাদশ শ্রেণিতে সংরক্ষিত নম্বর মিলিয়ে চূড়ান্ত হবে একজন শিক্ষার্থীর উচ্চ মাধ্যমিকের ফল।

মাদ্রিদ প্রটোকলে বাংলাদেশের যোগদান

৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (মাদ্রিদ প্রটোকল) শীর্ষক প্রস্তাবের অনুমোদন দেয়া হয়। ১৯৮৯ সালের মাদ্রিদ প্রটোকলে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অত্যন্ত সময়োচিত। বাংলাদেশের মেধাসম্পদ সুরক্ষা ও গ্রাজুয়েশন পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এ প্রটোকলে যোগদান গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে মাদ্রিদ ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে তাদের ট্রেডমার্কস নিবন্ধন করতে পারবেন। সহজে বাংলাদেশি ট্রেডমার্কসকে বিদেশে ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক ব্যবসা সহজীকরণ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান আরও উন্নতি ঘটবে।

ট্রেডমার্কস নিবন্ধন ও ব্যবস্থাপনার একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা হলো মাদ্রিদ প্রটোকল। এ সিস্টেমটিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ট্রেডমার্কস নিবন্ধন ও ব্যবস্থাপনায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সিস্টেমে বর্তমানে একক আবেদনের মাধ্যমে বিশ্বের ১২২টি দেশে ট্রেডমার্কস সুরক্ষা লাভ করা যায়।

স্বাস্থ্যশিক্ষা নামে নতুন অধিদপ্তর

২৪ নভেম্বর ২০১৯ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তর (Department of Health Education) নামে একটি নতুন অধিদপ্তর গঠন করে আদেশ জারি করা হয়। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ নবগঠিত এ অধিদপ্তরের প্রথম মহাপরিচালক (ডিজি) হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম এনায়েত হোসেন।

সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যশিক্ষার মান নিশ্চিত করতে গঠন করা হয় স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তর। এ অধিদপ্তর স্বাস্থ্যশিক্ষা সংক্রান্ত সব প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক, প্রশাসনিক, উন্নয়ন ও গবেষণার বিষয়গুলো দেখভাল করবে। এখন থেকে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, ম্যাটস ও হেলথ টেকনোলজিসহ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সব প্রতিষ্ঠান থাকবে স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে। এতদিন স্বাস্থ্যশিক্ষা সংক্রান্ত সকল প্রতিষ্ঠানের কাজ দেখভাল করত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন শুরু

১৩ জানুয়ারি ২০২০ পটুয়াখালীর পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়। ১৩২০ মেগাওয়াটের কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিটের উৎপাদিত ১২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়। আমদানিকৃত কয়লা দিয়ে পরিচালিত এটি দেশের প্রথম বিদ্যুৎকেন্দ্র। শুধু তাই নয়, এটা দেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎকেন্দ্র। বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (BCPCL) বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করছে। ২.৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মাণ করা কেন্দ্রটির সমান অংশীদার বাংলাদেশ এবং চীন।

'মৃত্যুঞ্জয়ী ৭১' উদ্বোধন

মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্ডন্যান্স কোরের সামরিক ও অসামরিক সদস্য মিলে মোট ৪৫ জন শহীদ হন। এ শহীদদের স্মরণে সিওডি'র ফাস্ট গেইট সংলগ্ন স্থানে (বিমানবন্দর সড়কের পাশে) ১৯৭৫ সালে তৎকালীন সিওডি কমান্ড্যান্ট পরে সাবেক ডেপুটি স্পিকার কর্নেল (অব.) শওকত আলী একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। স্মৃতিস্তম্ভটি স্থানান্তর করে সবার জন্য দর্শনের উপযুক্ত স্থান হিসেবে বর্তমান অবস্থানে পুনর্নির্মাণ করা হয়। এর নামকরণ করা হয় 'মৃত্যুঞ্জয়ী ৭১'। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ এটি উদ্বোধন করা হয়।

প্রামাণ্য সংসদ

ষষ্ঠ অধিবেশন

৯ জানুয়ারি ২০২০ শুরু হয় একাদশ জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশন। নতুন বছরের প্রথম এ অধিবেশন চলবে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

শূন্য ৫ আসন

২৭ ডিসেম্বর ২০১৯-২৩ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মারা যান ক্ষমতাসীন দলের চার সংসদ সদস্য। মারা যাওয়া সংসদ সদস্যরা হলেন— গাইবান্ধা-৩ (সাদুল্যাপুর-পলাশবাড়ী) আসনের সংসদ সদস্য মো. ইউনূস আলী সরকার, বাগেরহাট-৪ (মোড়েলগঞ্জ-শরণখোলা) আসনের সংসদ সদস্য ডা. মোজাম্মেল হোসেন, বগুড়া-১ (সারিয়াকান্দি-সোনাতলা) আসনের সংসদ সদস্য আবদুল মান্নান এবং যশোর-৬ (কেশবপুর) আসনের সংসদ সদস্য সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেক। এছাড়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে নির্বাচন করার জন্য ঢাকা-১০ সংসদীয় আসন থেকে পদত্যাগ করেন সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস। ফলে সব মিলিয়ে বর্তমানে সংসদের পাঁচটি আসন শূন্য।

চট্টগ্রাম-৮ আসনের উপনির্বাচন

৭ নভেম্বর ২০১৯ চট্টগ্রাম-৮ (সিটি কর্পোরেশনের ৩-৭ নং ওয়ার্ড এবং বোয়ালখালী) আসনের সংসদ সদস্য মঈনউদ্দীন খান বাদল মারা গেলে তার সংসদীয় আসনটি শূন্য হয়। ১৩ জানুয়ারি ২০২০ ঐ আসনের উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জয়লাভ করেন আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থী মোছলেম উদ্দিন আহমেদ। এরপর ২০ জানুয়ারি ২০২০ তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

বিএনপি'র প্রথম ওয়াকআউট

১৪ জানুয়ারি ২০২০ একাদশ জাতীয় সংসদে বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্যরা প্রথমবারের মতো ওয়াকআউট করেন। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার অভিযোগ তুলে তারা ওয়াকআউট করেন।

বছরের প্রথম বিল পাস

২২ জানুয়ারি ২০২০ একাদশ জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনে পাস হয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) বিল ২০২০। এটা ২০২০ সালে জাতীয় সংসদে পাস হওয়া প্রথম বিল।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

- দেশে মোট ভিক্ষুক রয়েছে দুই লাখ ৫০ হাজার, যা মোট জনসংখ্যার ০.১৭%। *[সমাজকল্যাণ মন্ত্রী; ১৩ জানুয়ারি ২০২০]*
- দেশে সরকার অনুমোদিত ১০৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কার্যক্রম চলছে ৯৪টির। *[শিক্ষামন্ত্রী; ১৩ জানুয়ারি ২০২০]*
- বর্তমানে দেশে স্বাক্ষরতার হার ৭৩.৯%। *[প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী; ১৩ জানুয়ারি ২০২০]*
- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে শূন্যপদের সংখ্যা ৩,১৩,৮৪৮টি। *[জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী; ১৯ জানুয়ারি ২০২০]*
- বর্তমানে দেশে সরকারি চাকরিজীবীর সংখ্যা ১২,১৭,০৬২টি। *[জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী; ১৯ জানুয়ারি ২০২০]*
- বর্তমানে দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ ১০.৬৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট, যা ব্যবহার করা যাবে ১১ বছর। বর্তমানে দেশে বিদ্যমান গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে দৈনিক ২.৫৭০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। *[বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী; ২০ জানুয়ারি ২০২০]*
- বর্তমানে ক্যাডার পদে কর্মরত কর্মকর্তা ৬,০৫৫ জন— সিনিয়র সচিব ১০ জন; সচিব ৬৭ জন; অতিরিক্ত সচিব ৫৭, যুগ্মসচিব ৬৫৮ জন; উপসচিব ১,৬৯৩ জন; সিনিয়র সহকারী; ১,৫২২ জন এবং সহকারী সচিব ১,৫৫৮ জন। *[জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী; ১৯ জানুয়ারি ২০২০]*
- সবচেয়ে বেশি বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তা হলেন ঢাকা জেলার; ৩৫৫ জন। সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম; ২৫০ জন। সবচেয়ে কম ক্যাডার কর্মকর্তা রয়েছেন পার্বত্য বান্দরবান জেলায়; ৮ জন। সচিব পদমর্যাদার সর্বোচ্চ পাঁচজন কর্মকর্তা আছেন বরিশাল জেলায়। *[জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী; ১৯ জানুয়ারি ২০২০]*
- সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৩৬,৪০,৬৩৯টি— দেওয়ানী ১৪,৫৩,১০৭টি, ফৌজদারী ২০,৯০,৫২৬টি ও অন্যান্য ৯৭,০০৪টি। বিচারাধীন মামলার মধ্যে উচ্চ আদালতে মামলার সংখ্যা ৫,১৩,৩৯৬টি এবং নিম্ন আদালতে ৩১,২৭,২৪৩টি। *[আইনমন্ত্রী; ১৯ জানুয়ারি ২০২০]*

আইন আদালত সংবাদ

পিলখানা হত্যা মামলা
হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ বিদ্রোহের নামে ঢাকার পিলখানায় অবস্থিত বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর সদর দপ্তরে ঘটেছিল এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড। এ ঘটনায় ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন প্রাণ হারান। পিলখানার ঐনির্মম ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। এ হত্যাযজ্ঞে দায়ের করা

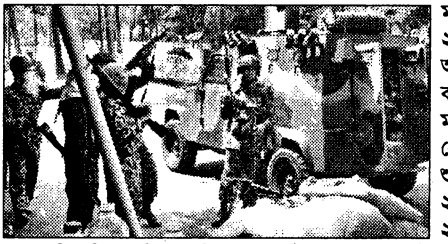

মামলায় ৫ নভেম্বর ২০১৩ বিচারিক আদালত রায় প্রদান করেন। এরপর এ মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিল শুনানি গ্রহণ করে ২৬-২৭ নভেম্বর ২০১৭ রায় ঘোষণা করেন তিন বিচারপতির সমন্বিত হাইকোর্ট বেঞ্চ। ৮ জানুয়ারি ২০২০ উক্ত মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেন হাইকোর্ট। ২৯,০৫৯ পৃষ্ঠার এ পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিচারিক আদালতের দেয়া রায়ের অনুমোদন প্রক্রিয়া চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হলো।

– বিশ্বে আলোচিত মামলাগুলোর মধ্যে আসামির দিক থেকে এবং রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা বিবেচনায় সবচেয়ে বড় মামলা এটি।

পিলখানা হত্যাযজ্ঞের রায়

বিচারিক আদালতের রায় ৫ নভেম্বর ২০১৩		হাইকোর্টের রায় ২৬-২৭ নভেম্বর ২০১৭	
মৃত্যুদণ্ড	১৫২*	মৃত্যুদণ্ড বহাল	১৩৯
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড	১৬০	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড	১৮৫
বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড	২৫৬	বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড	২০০
খালাস	২৭৭**	খালাস	৪৫

* বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ১৫২ জনের মধ্যে ১ জন মারা যান। হাইকোর্টের রায়ে ৪ জন খালাস ও ৮ জনের সাজা কমে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

**বিচারিক আদালতে খালাসপ্রাপ্তদের মধ্যে ৩১ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় হাইকোর্টের রায়ে।

পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন

হাইকোর্ট পিলখানা হত্যা মামলা রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেন, এত অল্প সময়ে একসাথে ৫৭ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে ৫৫ জন সেনা কর্মকর্তা পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত হয়। আফ্রিকার রুয়ান্ডা ও কঙ্গোর গৃহযুদ্ধে ১৭ জন সেনা কর্মকর্তা নিহতের নজির পাওয়া যায়। দক্ষিণ ফিলিপাইনের বিদ্রোহে ৬ জন সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়। ১৯৬৭ সালে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক সেনা কর্মকর্তা নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে ইন্দোনেশিয়ায়। সেখানে চীনাপন্থী কমিউনিস্টদের সমর্থনে ৭ দিনের বিদ্রোহে ১০০ সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়। পিলখানার ঘটনা তাকেও হার মানিয়েছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিরস্ত্র ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনা নৃশংস, অবর্ণনীয়, বর্বরোচিত ও নজিরবিহীন।

চট্টগ্রাম গণহত্যা মামলার রায় প্রদান

২৪ জানুয়ারি ১৯৮৮ চট্টগ্রামের লালদীঘি মাঠে তৎকালীন সরকারবিরোধী একটি সমাবেশের ডাক দেয় আওয়ামী লীগ। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ট্রাকবহর নিয়ে একটি মিছিল লালদীঘি মাঠে যাচ্ছিল। মিছিলটি পুরনো বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনের সামনে পৌঁছলে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার মির্জা রকিবুল হুদার নির্দেশে নির্বিচারে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে পুলিশ। এতে শেখ হাসিনা প্রাণে রক্ষা পেলেও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সাধারণ পথচারীসহ ২৪ জন মারা যান। আহত হন অন্তত ২০০ জন। এটি পরে 'চট্টগ্রাম গণহত্যা' নামে পরিচিতি পায়। দীর্ঘ ৩২ বছর আগের এ ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার রায় প্রদান করা হয় ২০ জানুয়ারি ২০২০। রায়ে পাঁচ পুলিশকে মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত। চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ইসমাঈল হোসেন চার আসামির উপস্থিতিতে এ মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন— কোতোয়ালি থানার সেই সময়ের পেট্রোল ইন্সপেক্টর জিসি (গোবিন্দ চন্দ্র) মণ্ডল, কনস্টেবল মোস্তাফিজুর রহমান, প্রদীপ বড়ুয়া, মো. আবদুল্লাহ এবং মমতাজ উদ্দিন। এর মধ্যে জিসি মণ্ডল পলাতক রয়েছেন। তবে বিচার চলাকালে মামলার প্রধান আসামি তৎকালীন সিএমপি কমিশনার মির্জা রকিবুল হুদা, কনস্টেবল আবদুস সালাম ও কনস্টেবল বশির আহমেদ মারা যাওয়ায় তাদের অব্যাহতি দেয়া হয়।

সিপিবি'র সমাবেশে বোমা হামলা
১৯ বছর পর রায় প্রদান

২০ জানুয়ারি ২০০১ রাজধানী ঢাকার পল্টনে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সমাবেশে বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। এতে পাঁচজন নিহত হন এবং শুরুতর আহত হয়েছিলেন অর্ধশতাধিক। দীর্ঘ ১৯ বছর পর ২০ জানুয়ারি ২০২০ ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক রবিউল আলম এ হামলার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার রায় ঘোষণা করেন। রায়ে ১০ আসামীর মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত।

শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি সংবাদ

EFD চালু

মূল্য সংযোজন কর (VAT) ফাঁকি বন্ধে ৩০ জানুয়ারি ২০২০ পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয় আধুনিক প্রযুক্তির মেশিন— ইলেকট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস (EFD)। প্রাথমিকভাবে ১০০ মেশিন বসানো হবে। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় ৮০টি এবং চট্টগ্রাম মহানগরীতে ২০টি মেশিন বসানো হবে। নতুন এ পদ্ধতিতে ঠিকমতো কাজ করছে কি-না তা মূল্যায়নের পর পর্যায়ক্রমে সব জায়গায় চালু করা হবে। গ্রাহকের কাছ থেকে ভ্যাট সংগ্রহ এবং তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমাবিষয়ক অনিয়ম ঠেকাতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) বর্তমানে চালু থাকা Eectronic Cash Register (ECR) মেশিনের বদলে আরও আধুনিক EFD মেশিন চালুর পদক্ষেপ নেয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে EFD ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। EFD হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির মেশিন, যা এক ধরনের হিসাব যন্ত্র। এটি ECR'র উন্নত সংস্করণ। আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, পর্যটন, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, মিষ্টির দোকান ও ফাস্টফুড, আবাসিক হেটেল, কমিউনিটি সেন্টার, অভিজাত শপিং মলের সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, পোশাক বিক্রয়কেন্দ্র ও বুটিক শপ, বিউটি পার্লার, ইলেকট্রনিক সামগ্রী বিক্রয়কেন্দ্র, আসবাবপত্র বিক্রয়কেন্দ্র, জেনারেল স্টোর এবং সুপারশপসহ ২৫টি খাতে EFD মেশিন ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। নতুন ভ্যাট আইন অনুযায়ী, যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক লেনদেন ৫০ লাখ টাকার বেশি তাদের অবশ্যই EFD ব্যবহার করতে হবে।

চা উৎপাদনে রেকর্ড সাফল্য

উৎপাদনের চেয়ে চাহিদা বাড়ায় আমদানিনির্ভর হয়ে পড়েছিল চা-শিল্প। চাহিদা মেটাতে ২০১০ সাল থেকে নিয়মিতভাবে আমদানিও শুরু হয়। চা আমদানিনির্ভর হয়ে যাবে কি না, এমন শঙ্কাও ছিল। তবে সব শঙ্কা দূর করে এবার চাহিদার চেয়ে উৎপাদন বেড়েছে। শুধু তা-ই নয়, এ অঞ্চলে ১৬৬ বছরের চা চাষের ইতিহাসে উৎপাদনেও রেকর্ড হয়েছে। বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালে চা উৎপাদিত হয়েছে ৯ কোটি ৬০ লাখ ৬৯ হাজার কেজি। ২০১৮ সালের চেয়ে উৎপাদন বেড়েছে ১ কোটি ৩৯ লাখ কেজি। এক বছরে চা উৎপাদন বাড়ার হার প্রায় ১৭ শতাংশ। চা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনীছড়া চা-বাগানের মাধ্যমে এ অঞ্চলে প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা চাষ শুরু হয়। চা চাষ শুরুর পর এত দিন সর্বোচ্চ পরিমাণ চা উৎপাদনের রেকর্ড ছিল ২০১৬ সালে মোট ৮.৫০ কোটি কেজি। এবার তার চেয়ে ১ কোটি ১০ লাখ কেজি বেশি চা উৎপাদিত হয়েছে ২০১৯ সালে।

লন্ডনভিত্তিক 'ইন্টারন্যাশনাল টি কমিটি' প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, চা উৎপাদনে শীর্ষস্থানীয় দেশ চীন। ২০১৮ সালে চীনে চা উৎপাদিত হয় ২৬১ কোটি কেজি। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ভারতে চা উৎপাদিত হয়েছিল ১৩১ কোটি কেজি। সংস্থাটির দুই বছর আগে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, চা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে নবম।

গৃহনির্মাণ ঋণসীমা দ্বিগুণ

ফ্ল্যাট ক্রয় ও বাড়ি নির্মাণে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (BHBFC) ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ করেছে। ঋণের সীমা ১ কোটি ২০ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ কোটি টাকা করা হয়েছে। সম্প্রতি এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনও জারি করে BHBFC। ৯ শতাংশ সরল সুদে (সুদের ওপর সুদ নয়) দেয়া হবে এ ঋণ। এ ঋণ দেয়া হবে শুধু ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উন্নত কিছু এলাকায়। ঢাকার গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি, বারিধারা, উত্তরা, লালমাটিয়া এবং ডিওএইচএস (মহাখালী, বারিধারা, বনানী, মিরপুর) এলাকার সরকারি প্লটের জন্য প্রযোজ্য হবে। এছাড়া চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ, চান্দগাঁও, কর্নেলহাট, বাকলিয়া, কল্পলোক আবাসিক এলাকার সরকারি প্লট এবং খুলশী আবাসিক এলাকার জন্যও প্রযোজ্য হবে। নতুন প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বাড়ি নির্মাণে একক ব্যক্তি এখন দুই কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন। আর গ্রুপ করে ঋণ নিলে প্রতিজনে পাবেন ১ কোটি ২০ লাখ টাকা করে। ফ্ল্যাট কেনার জন্যও গ্রাহকরা ১ কোটি ২০ লাখ টাকা করে ঋণ পাবেন।

নতুন আর্থিক প্রতিষ্ঠান

১২ জানুয়ারি ২০২০ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় স্ট্র্যাটেজিক ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট নামে ব্যাংকবহির্ভূত নতুন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়। প্রস্তাবিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন আঞ্জুমান আরা শহীদ। তিনি পদ্মা ব্যাংকের (সাবেক ফারমার্স) চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সারাফাতের স্ত্রী। বর্তমানে দেশে ব্যাংক বহির্ভূত ৩৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম চালাচ্ছে। অবসায়ন প্রক্রিয়ায় রয়েছে পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস।

বর্ষপণ্য ২০২০ : লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং

রপ্তানিনীতি অনুযায়ী, পণ্যভিত্তিক রপ্তানিকে উৎসাহিত করতে প্রতি বছর একটা পণ্যকে জাতীয়ভাবে বর্ষপণ্য (Product of the Year) ঘোষণা করা হয়। সে ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালের জন্য লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যকে জাতীয়ভাবে বর্ষপণ্য ঘোষণা করা হয়। ১ জানুয়ারি ২০২০ এ ঘোষণা দেয়া হয়। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের আওতায় রয়েছে— বাইসাইকেল, অটোমোবাইল, মোটরসাইকেল, অটোপার্টস, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিকস, অ্যাকুমেলেটর, ব্যাটারি, সোলার ফটোভোল্টিং মডিউল ও খেলনাসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য।

বর্ষপণ্য ২০১৭-২০২০

সাল	বর্ষপণ্য
২০১৭	চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য
২০১৮	ওষুধ পণ্য
২০১৯	কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজত পণ্য
২০২০	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য

ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন ফিরোজ খান নূন

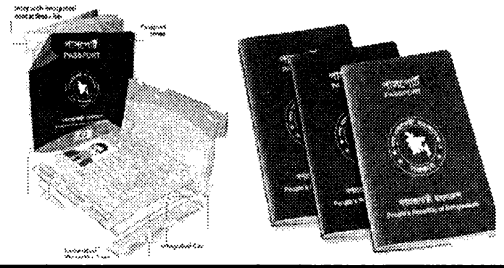

ই-পাসপোর্টের উদ্বোধন

প্রযুক্তিসমৃদ্ধ বৈশ্বিক পরিসরে বিভিন্ন দেশে যাতায়াতের সুবিধার্থে ২০১০ সালে সরকার হাতে লেখা সাধারণ পাসপোর্টের পরিবর্তে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (MRP) প্রবর্তন করে। এরপর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বাঙ্গনের সাথে তাল মিলাতে ২৪ এপ্রিল ২০১৬ ইলেকট্রনিক্স পাসপোর্ট বা ই-পাসপোর্ট প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়। ২২ জানুয়ারি ২০২০ ইলেকট্রনিক্স পাসপোর্ট বা ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। একই সাথে স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনারও উদ্বোধন করা হয়।

সাধারণ পাসপোর্ট ও ই-পাসপোর্টের পার্থক্য

সাধারণ পাসপোর্ট থেকে ই-পাসপোর্টের পার্থক্য হলো, এতে মোবাইল ফোনের সিমের মতো ছোট ও পাতলা আকারের ইলেকট্রনিক মাইক্রোপ্রসেসর চিপ যুক্ত থাকবে। এ চিপ পাসপোর্টের একটি বিশেষ পাতার ভেতরে থাকবে। এ পাতা সাধারণ পাতার চেয়ে মোটা হবে। চিপে সংরক্ষিত বায়োমেট্রিক তথ্য বিশ্লেষণ করে পাসপোর্ট বহনকারীর পরিচয় শনাক্ত করা যাবে। এতে করে একজনের নাম পরিচয় দিয়ে অন্য নামে পাসপোর্ট কেউ করতে পারবে না। এ পাসপোর্ট নকল হওয়ার আশঙ্কাও থাকবে না। সাধারণ পাসপোর্টের তুলনায় ই-পাসপোর্টে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যও থাকছে বেশি। এতে ৩৮ ধরনের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য থাকবে, যার অনেক বৈশিষ্ট্য থাকবে লুকানো অবস্থায়। ই-পাসপোর্ট করার সময় মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের (এমআরপি) ডেটাবেইসে পাওয়া তথ্যগুলো ই-পাসপোর্টে স্থানান্তর করা হবে।

যেভাবে মিলবে ই-পাসপোর্ট

ই-পাসপোর্ট চালু হলেও শিগগিরই গণহারে সেই পাসপোর্ট মিলবে না। এ জন্য অপেক্ষা করতে হবে অন্তত ৬ মাস। তবে আপাতত প্রতিদিন ১,০০০-১,২০০ জন আবেদন করতে পারবে রাজধানী ঢাকার বাসিন্দারা। ঢাকার আগারগাঁও, যাত্রাবাড়ী ও উত্তরায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে করা যাবে এ আবেদন। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে দেশের সব পাসপোর্ট অফিস থেকে সাধারণ মানুষ তা নিতে পারবেন। অনলাইনে আবেদন সিস্টেম পরে চালু করা হবে। এক এলাকার মানুষ অন্য এলাকার পাসপোর্ট অফিসে আবেদন করতে পারবে না। আবেদন সঠিক হলে আবেদনকারী অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট পাবেন। সে অনুযায়ী প্রিন্ট কপি নিয়ে যেতে হবে সংশ্লিষ্ট পাসপোর্ট অফিসে।

সাধারণ পাসপোর্টের মতো ই-পাসপোর্টের আবেদনও অনলাইনে পাওয়া যাবে। চাইলে পিডিএফ ফরম ডাউনলোড করে হাতেও পূরণ করা যাবে। ফরম পূরণের সময় ছবি সত্যায়ন করা লাগবে না। তবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে জন্মনিবন্ধন সনদ (BRC) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আবেদনপত্র গ্রহণের সময় আবেদনকারীর ১০ আঙুলের ছাপ ও চোখের আইরিশের ছবি নেয়া হবে। সেই সব তথ্য চিপে যুক্ত হবে। ইমিগ্রেশন পুলিশ বিশেষ যন্ত্রের সামনে পাসপোর্টের পাতাটি ধরতেই সব তথ্য বেরিয়ে আসবে।

- ১৯৯৮ সালে বিশ্বে প্রথম ই-পাসপোর্ট চালু করে মালয়েশিয়া।
- বিশ্বের ১১৯তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট চালু হয়।
- দেশে ই-পাসপোর্ট নিয়ে কাজ করছে বিখ্যাত জার্মান কোম্পানি Veridos GmbH।

ই-পাসপোর্ট-এর মেয়াদ, বিতরণের সময় ও ফি'র পরিমাণ

বাংলাদেশে আবেদনকারীদের জন্য

পৃষ্ঠা সংখ্যা	মেয়াদ	বিতরণের ধরন		
		সাধারণ	জরুরি	অতীব জরুরি
৪৮ পৃষ্ঠা	৫ বছর	৩৫০০ টাকা	৫৫০০ টাকা	৭৫০০ টাকা
	১০ বছর	৫০০০ টাকা	৭০০০ টাকা	৯০০০ টাকা
৬৪ পৃষ্ঠা	৫ বছর	৫৫০০ টাকা	৭৫০০ টাকা	১০৫০০ টাকা
	১০ বছর	৭০০০ টাকা	৯০০০ টাকা	১২০০০ টাকা

নতুন পাসপোর্টের ক্ষেত্রে অতীব জরুরিতে ৩ দিনে, জরুরিতে ৭ দিনে ও সাধারণ পাসপোর্ট আবেদনের ক্ষেত্রে ২১ দিনে পাসপোর্ট পাওয়া যাবে। তবে পুরনো অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট রি-ইস্যু করার ক্ষেত্রে অতীব জরুরি পাসপোর্ট ২ দিনে, জরুরি পাসপোর্ট ৩ দিনে ও সাধারণ পাসপোর্ট ৭ দিনের মধ্যে দেয়া হবে।

বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে সাধারণ আবেদনকারীদের জন্য

পৃষ্ঠা সংখ্যা	মেয়াদ	সাধারণ	জরুরি
৪৮ পৃষ্ঠা	৫ বছর	১০০ US$	১৫০ US$
	১০ বছর	১২৫ US$	১৭৫ US$
৬৪ পৃষ্ঠা	৫ বছর	১৫০ US$	২০০ US$
	১০ বছর	১৭৫ US$	২২৫ US$

বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের জন্য

পৃষ্ঠা সংখ্যা	মেয়াদ	সাধারণ	জরুরি
৪৮ পৃষ্ঠা	৫ বছর	৩০ US$	৪৫ US$
	১০ বছর	৫০ US$	১৭৫ US$
৬৪ পৃষ্ঠা	৫ বছর	১৫০ US$	২০০ US$
	১০ বছর	১৭৫ US$	২২৫ US$

'৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দিন

বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশ

বর্ষসেরা অর্থমন্ত্রী

যুক্তরাজ্যভিত্তিক ফিন্যান্সিয়াল টাইমস গ্রুপের অর্থনীতিবিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন The Banker। ১৯২৬ সালের জানুয়ারিতে ম্যাগাজিনটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ২০০৪ সাল থেকে ম্যাগাজিনটি চালু করে Financial Minister of the Year পুরস্কার। সারা বিশ্বের অর্থমন্ত্রীদের আর্থিক খাতে গতিশীলতা আনয়নসহ দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে গৃহীত পদক্ষেপ বিবেচনা করে এ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। প্রতিবছর এশিয়া-প্যাসিফিক, আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ এ পাঁচটি অঞ্চল থেকে পাঁচজন অর্থমন্ত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। তাদের মধ্য থেকে একজনকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করা হয়।

২ জানুয়ারি ২০২০ The Banker বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামালকে Finance Minister of the Year ঘোষণা করে। আর্থিক খাতে গতিশীলতা আনাসহ দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে গৃহীত পদক্ষেপসহ সার্বিক কর্মকাণ্ড বিবেচনা করে তাকে এ পুরস্কার দেয়া হয়। আহম মুস্তফা কামাল বাংলাদেশের প্রথম কোনো অর্থমন্ত্রী হিসেবে এ পুরস্কার লাভ করেন। এর আগের তিন বছর এ পুরস্কার লাভ করেন যথাক্রমে ইন্দোনেশিয়ার অর্থমন্ত্রী শ্রী মুলায়নি (২০১৯), ভারতের সাবেক অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি (২০১৮) ও আর্জেন্টিনার অর্থমন্ত্রী আলফানসো প্রাত গে (২০১৭)।

দুই বাংলাদেশি নারীর ব্রিটিশ রানির খেতাব লাভ

নববর্ষ ২০২০ উপলক্ষে ব্রিটিশ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১,০৯৭ জনকে সম্মাননা প্রদান করেন। এর মধ্যে ৫৫৬ জনই নারী। ব্রিটিশ রানির সম্মাননাপ্রাপ্তদের তালিকায় স্থান লাভ করেন দুই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নারী— কনজারভেটিভ ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশের ভাইস চেয়ার পারভীন হাসান এবং ২০১৫ সালের ব্রিটিশ বেক অফ-এর চ্যাম্পিয়ন নাদিয়া হোসাইন। তাদের দু'জনকেই MBE খেতাব প্রদান করা হয়। ব্রডকাস্টিং ও রন্ধনশিল্পে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে নাদিয়া হোসাইন এবং কমিউনিটি সার্ভিস ও ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসে সমতা নিশ্চিতকরণে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে পারভীন হাসান এ খেতাবে ভূষিত হন।

intel'র নতুন চেয়ারম্যান

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ কম্পিউটার প্রসেসর নির্মাতা কোম্পানি intel'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন বাংলাদেশি ওমর ইশরাক। ১৫ জানুয়ারি ২০২০ পরিচালনা পর্ষদের সভায় বর্তমান চেয়ারম্যান অ্যান্ডি ব্রায়ান্টের পদত্যাগের পর তাকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়।

OIC'র যুব রাজধানী ঢাকা

বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের জোট ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (OIC)। এর যুব সংগঠন ইসলামিক কো-অপারেশন ইয়ুথ ফোরাম (ICYF)। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে ICYF প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নির্বাহী বোর্ড OIC'র যুব রাজধানী বাছাই কমিটি হিসেবে কাজ করে। ২০১৪ সালের অক্টোবরে ICYF'র যুব রাজধানী ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১৫-২০১৬ সালের জন্য প্রথম যুব রাজধানী ঘোষণা করা হয় তুরস্কের ইস্তানবুলকে। তুরস্কের ইস্তানবুলে অনুষ্ঠিত ICYF'র চতুর্থ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রীদের সম্মেলনে ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে ২০২০ সালের জন্য OIC'র যুব রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সে অনুযায়ী ১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে একটি চিঠিও দেয় ICYF।

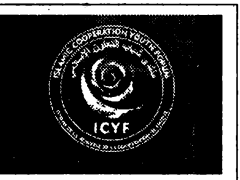

যুব রাজধানী

২০১৫-১৬	ইস্তানবুল (তুরস্ক)
২০১৭	পুত্রজায়া (মালয়েশিয়া)
	শিরাজ (ইরান)
	ফেজ (মরক্কো)
২০১৮	আল কুদস আল শরিফ (ফিলিস্তিন)
২০১৯	দোহা (কাতার)

২০২০-২১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় নানা কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের তরুণদের চিন্তা-ভাবনা বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে ঢাকাকে OIC'র যুব রাজধানী ঘোষণার উদ্যোগ নেয়া হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ICYF যাতে ঢাকাকে যুব রাজধানী ঘোষণা করে সেজন্য অনুরোধ জানায় বাংলাদেশ। অবশেষে ICYF এ ঘোষণা দেয়।

UNICEF'র নেতৃত্বে বাংলাদেশ

১৪ জানুয়ারি ২০২০ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে UNICEF'র নির্বাহী বোর্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাবাব ফাতিমা এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জাতিসংঘে নিযুক্ত মরক্কো ও লিথুয়ানিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি এবং ব্রাজিল ও সুইজারল্যান্ডের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধিগণ।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার ফলে এখন থেকে বাংলাদেশ শিশুদের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত UNICEF'র কর্মকাণ্ডে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে। ইতোপূর্বে ২০১৯-২০২১ মেয়াদে বাংলাদেশ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়।

জাতিসংঘে নিন্দা প্রস্তাব পাস

রোহিঙ্গা মুসলিমসহ সংখ্যালঘু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য মিয়ানমারের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব পাস করেছে জাতিসংঘ। ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এ প্রস্তাব পাস হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় ১৩৪টি দেশ, বিপক্ষে ছিল নয়টি দেশ। আর ভোট দেয়নি ২৮টি দেশ। ২৫ আগস্ট ২০১৭ রোহিঙ্গা সঙ্কট শুরুর পর মিয়ানমারের বিরুদ্ধে এ নিয়ে তিনটি প্রস্তাব পাস হয় সাধারণ পরিষদে।

রাখাইনে যুদ্ধাপরাধ ICOE'র প্রতিবেদন

রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তদন্ত করতে ফিলিপাইনের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী রোজারিও মালানোর নেতৃত্বে ৩০ জুলাই ২০১৮ ইন্ডিপেনডেন্ট কমিশন অব ইনকোয়ারি (ICOE) নামে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেছিল মিয়ানমার সরকার। ২০ জানুয়ারি ২০২০ কমিশন এ সংক্রান্ত ৪৬১ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন তুলে দেয় দেশটির প্রেসিডেন্ট উইন মিন্টের হাতে। প্রতিবেদনে তথাকথিত এ 'স্বাধীন কমিশন' মন্তব্য করে যে, মিয়ানমারের রাখাইনে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে। তবে সেখানে কোনো ধরনের গণহত্যার আলামত পাওয়া যায়নি।

গণহত্যা বন্ধে ICJ'র নির্দেশ

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে কয়েকটি সেনা তল্লাশি চৌকিতে কথিত সন্ত্রাসী হামলার জবাবে দেশটির সেনাবাহিনী (তাতামাদাও) ২৫ আগস্ট ২০১৭ রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত নিধন অভিযান শুরু করে। সে সময় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ ও নির্যাতনের মুখে সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার অভিযোগ, এ অভিযানে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ হয়েছে। এ ঘটনায় ১১ নভেম্বর ২০১৯ নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে অবস্থিত জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (ICJ) মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা গণহত্যার মামলা করে আফ্রিকার ছোট দেশ গাম্বিয়া। ১০-১২ ডিসেম্বর ২০১৯ এ মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিতে গাম্বিয়ার পক্ষে নেতৃত্ব দেন দেশটির আইনমন্ত্রী ও অ্যাটর্নি জেনারেল আবুবকর মারি তাম্বাদু। গাম্বিয়াকে তথ্য-প্রমাণ দিয়ে সহায়তা করে বাংলাদেশ, কানাডা ও নেদারল্যান্ডস। শুনানিকালে গণহত্যার তদন্ত শুরু না হওয়া পর্যন্ত মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানায় গাম্বিয়া। অন্যদিকে এ মামলা লড়তে আদালতে হাজির হয়েছিলেন মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সেলর অং সান সু চি। তিনি রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেন। একই সাথে এ মামলার শুনানি করতে আদালতের কোনো এখতিয়ার নেই বলে দাবি করেন তিনি। দুই পক্ষের যুক্তিতর্ক শোনার পর ICJ'র ১৭ সদস্যের বিচারক প্যানেল বিষয়টি আদেশের জন্য অপেক্ষমাণ রাখে।

মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে গাম্বিয়ার করা মামলার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ ২৩ জানুয়ারি ২০২০ ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ICJ)। আদালতের আনুষ্ঠানিক অধিবেশনে ICJ'র প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুলকোয়াই আহমেদ ইউসুফ আনুষ্ঠানিকভাবে এ আদেশ ঘোষণা করেন। ২৫ পৃষ্ঠার এ লিখিত আদেশের শুরুতে আদালত গণহত্যা সনদের আলোকে গাম্বিয়া ও মিয়ানমারের বিরোধ নিষ্পত্তিতে আদালতের এখতিয়ারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন। এরপর মিয়ানমারের রাখাইনে গণহত্যা থেকে রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা দিতে চার দফা নির্দেশ দেন। ICJ'র বিচারপতিরা সর্বসম্মতভাবে ঐতিহাসিক এ আদেশ দেন। মিয়ানমার ICJ'র এ রায় মেনে চলতে বাধ্য। রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের কোনো সুযোগ নেই।

কয়েক দশক ধরে রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা চললেও এবারই প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক আদালত মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে আদেশ দিলেন।

অন্তর্বর্তী ৪ নির্দেশ

- গণহত্যা সনদ অনুযায়ী, রোহিঙ্গাদের হত্যাসহ সব ধরনের নিপীড়ন থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে।
- সেনাবাহিনী বা অন্য কেউ যাতে গণহত্যা সংঘটন, ষড়যন্ত্র বা উসকানি দিতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।
- গণহত্যার অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত সব সাক্ষ্যপ্রমাণ রক্ষা করতে হবে।
- চার মাসের মধ্যে আদেশ অনুযায়ী, মিয়ানমার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে, তা আদালতকে জানাতে হবে।

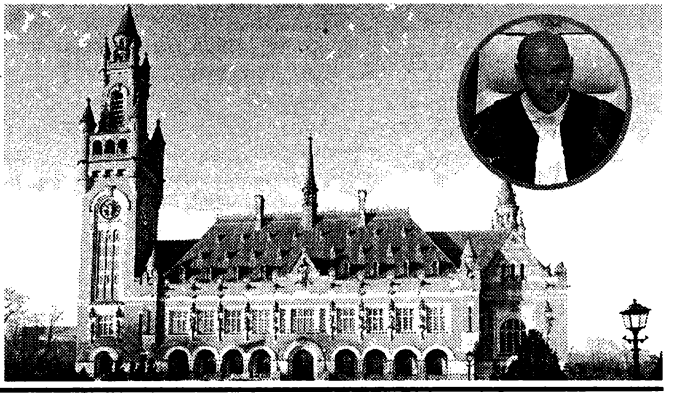

BREXIT কার্যকর

তিন বছরের বেশি সময় ধরে ঝাঁঝালো ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ বিতর্কের পর ২২ জানুয়ারি ২০২০ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে পাস হয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্যের বিচ্ছেদ (BREXIT) বিল। এর আনুষ্ঠানিক নাম European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020। ২৩ জানুয়ারি ২০২০ বিলটিতে স্বাক্ষর করেন রানি এলিজাবেথ। এর ফলে আইনে পরিণত হয় BREXIT বিল। এরপর ২৪ জানুয়ারি ২০২০ BREXIT চুক্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর করেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ দুই নেতা—ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়ন ও ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্লস মিশেল।

২৯ জানুয়ারি ২০২০ ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্টের সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে BREXIT চুক্তি অনুমোদন করে। এর ফলে ৩১ জানুয়ারি ২০২০ স্থানীয় সময় রাত ১১টায় EU'র সাথে যুক্তরাজ্যের আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ, অর্থ্যাৎ BREXIT কার্যকর হয়।

WEF'র সুবর্ণজয়ন্তী সভা

জেনেভাভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা World Economic Forum (WEF)। ১৯৭১ সালে সুইজারল্যান্ডের পশ্চিমাঞ্চলের কলোগনীতে জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা বিভাগের ইহুদি অধ্যাপক ক্লাউস সোয়াব WEF'র গোড়াপত্তন করেন। প্রতিষ্ঠাকালে এর নাম ছিল European Management Forum (EMF)। ১৯৮৭ সালে এর নামকরণ করা হয় World Economic Forum (WEF)। প্রতি বছর সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে বার্ষিক সভার আয়োজন ছাড়াও এ সংস্থাটি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও বিভিন্ন অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎসাহীত করে। এ ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন সুইজারল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলের ডাভোসে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ কারণে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন 'ডাভোস সম্মেলন' নামেও পরিচিত। ২০০৭ সাল থেকে WEF চীনে প্রতি বছর Annual Meeting of the New Champions (AMNC) আয়োজন করে, যা Summer Davos নামে পরিচিত। WEF'র সদর দপ্তর কলোগনী এর বাইরে নিউইয়র্ক, বেইজিং ও টোকিওতে এ সংস্থার আরও ৩টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে। ২১-২৪ জানুয়ারি ২০২০ বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সুবর্ণ জয়ন্তী বা ৫০তম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অস্ট্রেলিয়ায় নজিরবিহীন দাবানল

জুন ২০১৯ অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকা জুড়ে শুরু হয় ভয়াবহ দাবানল। এরপর কয়েক মাস ধরে চলে এ দাবানল। ৬টি রাজ্যজুড়ে চলা এ দাবানলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিউসাউথ ওয়েলস, ভিক্টোরিয়া ও কুইন্সল্যান্ড রাজ্য। ভয়াবহ এ দাবানল মোকাবিলায় ব্যর্থতার জন্য ১২ জানুয়ারি ২০২০ দেশটির প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন প্রথমবারের মতো ভুল স্বীকার করেন। অস্ট্রেলিয়ার নজিরবিহীন এ দাবানলে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মারা যায় ৩৩ জন। এছাড়া ২,৭৭৯টি বাড়ি-ঘর ও স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১,৮৬,২৬,০০০ এলাকা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে ১০০ কোটিরও বেশি প্রাণী পুড়ে মারা যায়। ২০ জানুয়ারি ২০২০ অস্ট্রেলিয়া সরকারের দেয়া তথ্যানুযায়ী, এবারের দাবানলে প্রায় ১০০টি বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্রের অর্ধেকের বেশি এলাকা পুড়ে গেছে। এ ১০০টি বিপন্ন প্রজাতির মধ্যে ৩২টি আবার অত্যন্ত বিপন্ন প্রজাতি। এগুলোর বেশির ভাগই হলো উদ্ভিদ; এছাড়া ব্যাঙ, কচ্ছপ ও তিন ধরনের পাখিও রয়েছে এ প্রজাতিগুলোর মধ্যে।

বিশেষজ্ঞরা অস্ট্রেলিয়ার সাম্প্রতিক নজিরবিহীন দাবানলের এমন চরম পরিস্থিতির জন্য জলবায়ুর পরিবর্তনকে দায়ী করছেন। আমরা যত প্রকৃতির ওপর নির্দয় হচ্ছি, প্রকৃতি ততই আমাদের ওপর ভয়াবহ প্রতিশোধ নিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার ভয়াবহ দাবানল প্রকৃতির এমনই এক প্রতিশোধ।

লেবাননে নতুন মন্ত্রিসভা

জ্বালানি, তামাক, হোয়াটসঅ্যাপ কলের ওপর নতুন করারোপের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৭ অক্টোবর ২০১৯ লেবানন জুড়ে শুরু হয় বিক্ষোভ। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের দাবিতে পরবর্তীতে তা সরকারবিরোধী বিক্ষোভে রূপ নেয়। প্রবল গণবিক্ষোভের মুখে ২৯ অক্টোবর ২০১৯ লেবাননের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন সাদ আল-হারিরি। এরপর ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন বৈরুতের আমেরিকা ইউনিভার্সিটির সাবেক অধ্যাপক ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী হাসান দিয়াব। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ লাভের প্রায় এক মাস পর ২১ জানুয়ারি ২০২০ তিনি নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের ঘোষণা দেন। তার ২০ সদস্যের মন্ত্রিসভার বেশিরভাগ সদস্যই হিজবুল্লাহ ও মিত্র দলগুলোর সদস্য। হাসান দিয়াব তার মন্ত্রিসভাকে লেবাননের ইতিহাসে প্রথম সম্পূর্ণ টেকনোক্র্যাট সদস্য নিয়ে গঠিত বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, তাদের কোনো রাজনৈতিক অভিলাষ নেই। লেবাননের পরবর্তী নির্বাচনে নবগঠিত মন্ত্রিসভার কেউই অংশগ্রহণ করবেন না।

ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে ভূপাতিত ইউক্রেনের বিমান

ইরানি সামরিক কমান্ডার কাসেম সোলাইমানি হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে ৮ জানুয়ারি ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিমান ভেবে ইরানের মাটিতে ভুলবশত ইউক্রেন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজটিতে ক্ষেপণাস্ত্র মেরে বিধ্বস্ত করে তেহরান। এতে বিমানের ১৭৬ আরোহীর সবাই নিহত হন। নিহত যাত্রীদের অধিকাংশই ইরানি এবং ইরানি বংশোদ্ভূত কানাডীয় নাগরিক। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে বিমান ভূপাতিত হওয়ার অভিযোগ প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে তা স্বীকার করে নেয় ইরান।

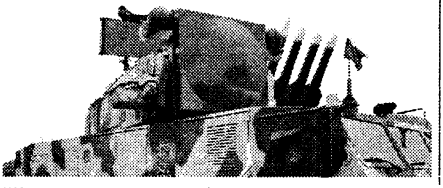

ইরানের যে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে বিমানটি ধ্বংস হয় তার নাম Tor-M1। রাশিয়ার তৈরি স্বল্পপাল্লার এ ক্ষেপণাস্ত্রগুলো দ্রুতগতির ও মারাত্মক। পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো এগুলোকে 'এসএ-১৫ গন্টলেট' নামেও ডাকে। টর ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা হচ্ছে, স্বল্প পরিসরে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা; যা বিমান, হেলিকপ্টার, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন এবং স্বল্প-পরিসরের ব্যালিস্টিক মিসাইল ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি মাত্র ট্রাকের ওপর বসানো এ ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থায় থাকে একটি মিসাইল লঞ্চার বা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপক ও একটি শক্তিশালী রাডার, যা সহজেই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরানো যায়। ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর নকশাই করা হয়েছে মরণঘাতী হিসেবে এবং ৬,০০০ মিটার (৬ কিলোমিটার) উচ্চতায়ও দৃশ্যমান যেকোনো বস্তুকে টার্গেট করে নির্ভুল আঘাত হানতে পারে। এর সর্বোচ্চ রেঞ্জ ১২ কিলোমিটার বা ৭.৫ মাইল।

চীনে প্রাণঘাতী নতুন ভাইরাস

সাম্প্রতিক সময়ে চীনে নতুন এক প্রাণঘাতী ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। ছড়িয়ে পড়া এ ভাইরাসকে করোনাভাইরাস হিসেবে চিহ্নিত করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। এর নাম দেয়া হয় 2019 Novel CoronaVirus (2019-nCoV) । সিভিয়ার অ্যাকুইট রেসপিরেটরি সিনড্রোমের (SARS) মতো এ ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে বলে ২১ জানুয়ারি ২০২০ প্রথমবারের মতো নিশ্চিত করে চীনের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ২০০২-২০০৩ সালের সার্স ভাইরাসের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। ঐ সময় চীনের মূল ভূখণ্ডে ও হংকংয়ে প্রায় আট শতাধিক মানুষ মারা যায়। এবার দেশটির মধ্যাঞ্চলীয় হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম করোনাভাইরাস সংক্রমণের তথ্য পাওয়া যায়। এরপর বেইজিংসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় এ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। পার্শ্ববর্তী দেশ দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও থাইল্যান্ডেও এ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। চীনে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এতটাই মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে যে, আফ্রিকার দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী ইবোলা ভাইরাসের মতো স্বাস্থ্যবিষয়ক আন্তর্জাতিক জরুরি অবস্থা জারির চিন্তা-ভাবনা করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)। এ বিষয়ে ২২ জানুয়ারি ২০২০ জরুরি বৈঠক করে সংস্থাটি ভাইরাসটির ব্যাপারে জরুরি সতর্কতা জারি করে।

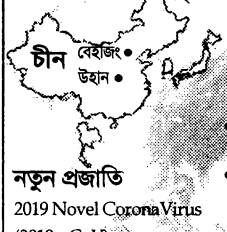

নতুন প্রজাতি

2019 Novel CoronaVirus (2019-nCoV)
এটা করোনাভাইরাসের সপ্তম বৃহৎ প্রজাতি। চীনের উহানে নতুন এ প্রজাতি শনাক্ত হয়

- প্রথম সংক্রমণ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯
- প্রথম চিহ্নিত ৭ জানুয়ারি ২০২০
- ভাইরাস ছড়ায় চীনের উহানের সামুদ্রিক খাবার বা পশুপাখির বাজার থেকে

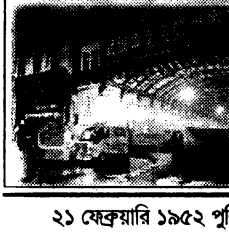

করোনাভাইরাস কী

১৯৬০ সালে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এটা মূলত ভাইরাসের বড় একটি গোত্র। বর্তমানে করোনাভাইরাসের যে প্রজাতির সংক্রমণ ঘটেছে তা এর আগে দেখা যায়নি। ভাইরাসটি মানুষ এবং পশু—উভয়ের মাধ্যমে ছড়াতে পারে। কোনো রকম স্পর্শ ছাড়াই মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত হয় ভাইরাসটি। সিভিয়ার অ্যাকুইট রেসপিরেটরি সিনড্রোম (SARS) ভাইরাসের সঙ্গে বর্তমান ভাইরাসটির বৈশিষ্ট্যের ৮০% মিল রয়েছে। তবে সার্সের মতো আগ্রাসী নয় এ ভাইরাস।

সংক্রমণের সাধারণ লক্ষণসমূহ

- জ্বর • কাশি • শ্বাসকষ্ট
- শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা
- পেটে জ্বালাপোড়া
- পাতলা পায়খানা

মারাত্মক লক্ষণ

- নিউমোনিয়া
- সিভিয়ার অ্যাকুইট রেসপিরেটরি সিনড্রোম
- কিডনি বিকল
- মৃত্যু

চিকিৎসা

- করোনাভাইরাসের জন্য কোনো টিকা বা অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ নেই।
- চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হওয়া সম্ভব।

ট্রাম্পের অভিশংসন বিচার শুরু

ক্ষমতার অপব্যবহার এবং কংগ্রেসের কাজে বাধা প্রদানের অভিযোগে ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে তৃতীয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশটির কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে অভিশংসিত হন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিম্নকক্ষে পাস হওয়া ট্রাম্পের এ অভিশংসন সংক্রান্ত ১১১ পৃষ্ঠার নথি ১৬ জানুয়ারি ২০২০ মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে দাখিল করে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যরা। এরপর

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস অভিশংসন বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য শপথ গ্রহণ করেন। তিনি 'নিরপেক্ষ বিচার' নিশ্চিত করার জন্য শপথ পড়ান সিনেটের ১০০ সদস্যকে। এ সদস্যরা রয়েছেন ট্রাম্পের অভিশংসন বিচারের ভূমিকায়। সিনেটে ট্রাম্পের বিচারপ্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ২১ জানুয়ারি ২০২০।

১০০ আসনের সিনেটে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ক্ষমতাচ্যুত করতে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন। অর্থাৎ সিনেটের ৬৭ জন সদস্যের সমর্থন পেলে ক্ষমতা হারাবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সিনেটে ৫৩ জন ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির সিনেটর এবং ৪৫ জন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির। অন্য দুইজন সিনেটর স্বতন্ত্র, যারা ট্রাম্পের অভিশংসনের বিচার প্রক্রিয়ায় ডেমোক্র্যাটদের সাথে জোটবদ্ধ। অভিশংসন বিচার প্রক্রিয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতাচ্যুত হলে নতুন প্রেসিডেন্ট হবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স।

ঐতিহাসিক উপহাস

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথম কোনো প্রেসিডেন্ট, যার বিরুদ্ধে দমফাটানো এক 'ঐতিহাসিক উপহাসের' সূচনা করেন ডেমোক্র্যাট নেত্রী

ও হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি। প্রক্রিয়া মোতাবেক অভিশংসন বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর আগে নিম্নকক্ষের স্পিকার স্বাক্ষরিত Articles of Impeachment বা অভিশংসনের অভিযোগ পাঠাতে হয় সিনেটে। তার পরেই শুরু হয় বিচার কার্যক্রম। আর এ কাণ্ডটি বেশ ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ রঙ্গ করে করেন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি। টেবিলে রীতিমতো কলমের দোকান সাজিয়ে স্বাক্ষরে বসেন তিনি। হাসি-ঠাট্টায় একে একে ৩২টি কলম দিয়ে স্বাক্ষর করেন, যা হোয়াইট হাউস কিংবা মার্কিন কংগ্রেসে সচরাচর দেখা যায় না।

অনেকগুলো কলম দিয়ে স্বাক্ষর করা মূলত যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ২০০ বছরের ঐতিহ্য। গুরুত্বপূর্ণ কোনো নথি বা আইন স্বাক্ষরে প্রায়ই একাধিক বা কখনো কখনো বহু কলম ব্যবহার করতেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট (১৯৩৩-১৯৪৫)। নথিপত্রগুলো যাতে পরবর্তীতে ঐতিহাসিক দলিল ও স্যুভেনির হিসেবে সংরক্ষণ করা যায়, এজন্য এমনটা করতেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত স্বাস্থ্যসেবা আইন ওবামাকেয়ার বা অ্যাফোর্ড্যাবল কেয়ার অ্যাক্ট স্বাক্ষর করতে ২২টি কলম ব্যবহার করেছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা (২০০৯-১৭)। সবশেষ প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার দিন ২০ জানুয়ারি ২০১৭ স্বাক্ষর করতে করতে কলমই শেষ করে ফেলেছিলেন বলে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কৌতুক করে বলেছেন ট্রাম্প।

পালাউতে সানস্ক্রিন ক্রিম নিষিদ্ধ

৮ জানুয়ারি ২০২০ বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র পালাউ সানস্ক্রিন ক্রিম নিষিদ্ধ করে। এখন থেকে দেশটিতে সানস্ক্রিন ক্রিম মাখা ও বিক্রি করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান দিয়ে তৈরি এসব সানস্ক্রিন ক্রিম প্রবাল ও সমুদ্রের জীববৈচিত্র্যের জন্য চরম ক্ষতিকর।

জাতিসংঘে ৬ দেশের ভোটাধিকার বাতিল

নির্ধারিত বার্ষিক অনুদান না দেয়ায় জাতিসংঘ সনদের ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ১০ জানুয়ারি ২০২০ সাতটি দেশের ভোটাধিকার কেড়ে নেয় সংস্থাটি। দেশগুলো হলো— লেবানন, ইয়েমেন, ভেনিজুয়েলা, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, গাম্বিয়া, লেসোথো ও টোঙ্গা। পরবর্তীতে লেবানন তার জাতিসংঘে নির্ধারিত বার্ষিক অনুদান জমা দিলে ১৩ জানুয়ারি ২০২০ দেশটি আবার ভোটাধিকার ফিরে পায়। ভোটাধিকার হারানো দেশগুলো ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ শুরু হওয়া জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনে যোগ দিতে পারবে না।

উত্তর কোরিয়ার নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

জানুয়ারি ২০২০ উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন দেশটির সাবেক প্রতিরক্ষা কমান্ডার রি সন গোয়ান'কে নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি রি ইয়ং হো'র স্থলাভিষিক্ত হন।

বিজেপি'র নতুন সভাপতি

ভারতের ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন জগৎ প্রকাশ (জেপি) নাড্ডা। ২০ জানুয়ারি ২০২০ বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি দলটির সভাপতি নির্বাচিত হন। দলের সংসদীয় সদস্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পর বিজেপিতে তৃতীয় প্রভাবশালী নেতা হিসেবে ধরা হয় নাড্ডাকে। তিনি ২০২০-২০২২ তিন বছরের জন্য বিজেপি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

সর্বকনিষ্ঠ সরকারপ্রধান

আবারও ভেঙেছে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ সরকারপ্রধান বিষয়ক রেকর্ড। ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

হিসেবে দায়িত্বে যোগ দিয়ে ৩৪ বছর বয়সী সানা মেরিন যে রেকর্ড ভেঙেছিলেন, সেই রেকর্ডের মুকুট এখন অস্ট্রিয়ার নতুন চ্যান্সেলর সেবাস্তিয়ান কুর্জের মাথায়। ৭ জানুয়ারি ২০২০ দায়িত্বগ্রহণ করা ৩৩ বছর বয়সী সেবাস্তিয়ান কুর্জই বর্তমানে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ সরকারপ্রধান।

লিবিয়ায় স্থায়ী অস্ত্রবিরতি

২০১১ সালে আরব বসন্তের প্রভাবে বিক্ষোভ ও গৃহযুদ্ধে লিবিয়ার দীর্ঘকালীন শাসক মুয়াম্মার আল-গাদ্দাফির পদচ্যুতি ও নিহত হওয়ার পর দেশটি দু'পক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জাতিসংঘ স্বীকৃত জাতীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী ফায়াজ আল সারাজ রাজধানী ত্রিপোলিসহ দেশটির পশ্চিমাঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। অন্যদিকে বেনগাজিকে কেন্দ্র করে মিসর, জর্ডান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সমর্থিত বিদ্রোহী জেনারেল খলিফা হাফতারের বাহিনী দেশটির পূর্বাঞ্চলের দখল নেয়।

দীর্ঘ প্রায় এক দশক ধরে অশান্ত লিবিয়ায় শান্তির খোঁজে ১৯ জানুয়ারি ২০২০ জার্মানির রাজধানী বার্লিনে আলোচনায় মিলিত হন বিশ্বনেতারা। লিবিয়ায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতি কার্যকর ও চলমান সংকটের যথার্থ সমাধানের লক্ষ্যে যুদ্ধরত পক্ষগুলো নিয়ে বিশ্বনেতারা এক টেবিলে জড়ো হন। লিবিয়ার সংকট নিরসনের চেষ্টা হিসেবে ২০১৮ সালের পর এটাই ছিল প্রথম কোনো বৈঠক। এতে জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল ও জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের সভাপতিত্বে লিবিয়ায় যুদ্ধরত দুইপক্ষের পাশাপাশি তুরস্ক, মিসর, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা অংশ নেন। এছাড়াও এতে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘসহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আফ্রিকান ইউনিয়ন ও আরব লীগের নেতারা। সম্মেলনে বিশ্বনেতারা যুদ্ধবিরতি কার্যকর করায় লিবিয়াকে আর কোনো সামরিক সহায়তা না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর আগে ১২ জানুয়ারি ২০২০ তুরস্ক ও রাশিয়ার যৌথ আহ্বানে সম্মত হয় লিবিয়ায় যুদ্ধরত আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সরকার ও বিদ্রোহী জেনারেল খলিফা হাফতারের বাহিনী। পরে রাশিয়ায় উভয়পক্ষ স্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য আলোচনায় বসলে কোনো প্রকার চুক্তি স্বাক্ষর ছাড়াই মস্কো ত্যাগ করেছিলেন জেনারেল হাফতার।

'সবুজায়ন চুক্তি'র রূপরেখা EU'র

ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উষ্ণতা ও বিরূপ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ট্রিলিয়ন ইউরোর 'সবুজায়ন চুক্তির' রূপরেখা প্রণয়ন করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)। ১৪ জানুয়ারি ২০২০ ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গে EU'র সংসদে ১.১০ লাখ কোটি ইউরো বিনিয়োগের এ রূপরেখা উপস্থাপন করেন ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন ডার লেন। এ সবুজায়ন চুক্তির লক্ষ্য হলো, ২০৫০ সালের মধ্যে পুরো EU অঞ্চলকে কার্বন নিরপেক্ষ করে তোলা।

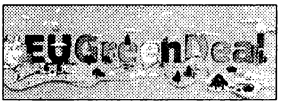

আপাতত ১০ বছর মেয়াদি ট্রিলিয়ন ইউরোর এ বিনিয়োগের অর্থের উৎস হিসেবে ধরা হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি তহবিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে নতুন করে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করা হবে অর্থনীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জ্বালানি খাতকে।

ফিনল্যান্ডে সপ্তাহে কর্মদিবস চারদিন!

উত্তর ইউরোপের দেশ ফিনল্যান্ডের অধিবাসীরা সপ্তাহে চারদিন আর দিনে ৬ ঘণ্টা করে কাজ করবে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী সানা মেরিন এমনটাই ঘোষণা দিয়েছেন। দেশটিতে সাধারণত সপ্তাহে ৫ দিন আর দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ করার নিয়ম ছিল। প্রতিবেশি দেশ সুইডেনে ২০১৫ সাল থেকে দিনে ৬ ঘণ্টা করে কাজ করার নিয়ম চালু রয়েছে। এতে দেখা গেছে সেখানকার কর্মীরা খুবই খুশি মনে কাজ করে এবং উৎপাদনও ভালো। এর আগে জাপানে সপ্তাহে চার কর্মদিবস চালু করে ভালো ফল পেয়েছে বিশ্বের শীর্ষ সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট। এতে ৩৯.৯% কাজ বেড়েছে প্রতিষ্ঠানটির।

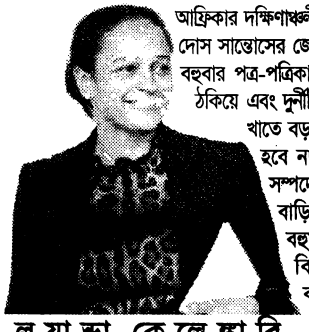

লুয়ান্ডা কেলেঙ্কারি

দুর্নীতির 'রাজকন্যা' ইসাবেল

আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ অ্যাঙ্গোলার সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসে এদোয়ার্দো দোস সান্তোসের জ্যেষ্ঠ কন্যা ইসাবেল দোস সান্তোস। তিনি আফ্রিকার সবচেয়ে ধনাঢ্য নারী হিসেবে বহুবার পত্র-পত্রিকার শিরোনাম হয়েছেন। বাবার ক্ষমতা ও প্রভাব কাজে লাগিয়ে নিজের দেশকে ঠকিয়ে এবং দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন তিনি। আবাসন, তেল, হীরা ও টেলিকম খাতে বড় ধরনের দুর্নীতির জন্য তাকে 'দুর্নীতির রাজকন্যা' বলে অভিহিত করলেও অন্যায় হবে না। তার এসব অপকর্মের সঙ্গী স্বামী সিন্দিকা দোকোলা। বর্তমানে ইসাবেলার সম্পদের পরিমাণ ২০০ কোটি ডলার। যুক্তরাজ্যে বাড়ি বানিয়েছেন তিনি। লন্ডনে রয়েছে তার বহুমূল্য সম্পদ-সম্পত্তি। দুর্নীতির জন্য তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলার তদন্ত শুরু করেছে অ্যাঙ্গোলার সরকার। দেশটিতে তার সম্পদ জব্দও করেছে সরকার।

নিজ দেশের জনগণকে ঠকিয়ে ও দুর্নীতি করে ইসাবেল কীভাবে কোটি কোটি মার্কিন ডলারের মালিক হয়েছেন, তার খুঁটিনাটি চিত্র উঠে এসেছে অ্যাঙ্গোলা সরকারের লাখ লাখ নথিতে। সরকারি মূল্যবান সম্পদ বিক্রির জন্য সন্দেহজনক বেশ কিছু চুক্তিতে ইসাবেল ও তার স্বামী কীভাবে যুক্ত হয়েছেন, তা-ও এসেছে এসব নথিতে। তবে ইসাবেল এসব অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে খারিজ করে দিয়েছেন। ইসাবেলের বিষয়ে সাত লাখের বেশি গোপন নথি ফাঁস হয়। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অনুসন্ধানী প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টসকে (ICIJ) নথিগুলো দেয় Platform to Protect Whistleblowers in Africa (PPLAAF) নামের একটি সংগঠন। ICIJ এ তথ্য ফাঁসের ঘটনাকে 'লুয়ান্ডা কেলেঙ্কারি' (The Luanda Leaks) হিসেবে অভিহিত করেছে।

হোসে এদুয়ার্দো দোস সান্তোস ছিলেন অ্যাঙ্গোলার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট। ১৯৭৯-২০১৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৮ বছর ক্ষমতায় ছিলেন তিনি। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে নিজ দল পিপলস মুভমেন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব অ্যাঙ্গোলার (MPLA) নেতা জোয়াও লোরেনোর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে অবসরে যান এদুয়ার্দো।

একুশের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ থেকে পদত্যাগকারী প্রথম সদস্য আবুল কালাম শামসুদ্দীন

গ্রিসে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট

২২ জানুয়ারি ২০২০ গ্রিসের পার্লামেন্টে আইনপ্রণেতাদের ভোটাভুটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ৬৩ বছর বয়স্কা একাতিরিনি শাকেল্লারোপাউলো। তিনি গ্রিসের ইতিহাসে নির্বাচিত প্রথম কোনো নারী প্রেসিডেন্ট। ১৩ মার্চ ২০২০ তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন।

উত্তরাঞ্চলীয় শহর জানথি থেকে আসা একাতিরিনি গ্রিসের শীর্ষ প্রশাসনিক আদালত কাউন্সিল অব স্টেটের প্রথম নারী প্রধান ছিলেন। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতির মেয়ে একাতিরিনি প্যারিসের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। পেশাগত জীবনে পরিবেশ ও সাংবিধানিক আইনে বিশেষ পারদর্শী একজন সিনিয়র বিচারক একাতিরিনি শাকেল্লারোপাউলো পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণাপত্র লিখেছেন।

ভ্যাটিকানের শীর্ষ কূটনীতিক পদে নারী

১৫ জানুয়ারি ২০১৯ ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস ভ্যাটিকান সিটির শীর্ষ কূটনীতিক পদে প্রথমবারের মতো একজন নারী সদস্যকে নিয়োগ দেন। ইতালীয় আইনজীবী ফ্রান্সেসকা ডি গোভান্নি নামের ঐ নারী উপমন্ত্রী হিসেবে পররাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব পালন করবেন। ডি গোভান্নি ১৯৯৩ সাল থেকে ইতালির পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করে আসছেন। তিনি আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

ভ্যাটিকান সিটির সাথে বিশ্বের ১৭৯টি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। পোপের দায়িত্ব নিয়ে ফ্রান্সিস ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রশাসনে নারীদের সংখ্যা বাড়ানো হবে। তবে এখন পর্যন্ত মাত্র ৬ জন নারীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ সবসময়ই পাদ্রীদের নিয়োগ দিয়ে এসেছে। নারীরা সবসময় প্রশাসনের অন্তরালে থেকে গেছেন।

সেরা মুসলিম ব্যক্তিত্ব এরদোগান

নাইজেরিয়ার ইসলামপন্থী পত্রিকা 'মুসলিম নিউজ' তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোগানকে ২০১৯ সালের বিশ্বের সেরা মুসলিম ব্যক্তিত্ব নির্বাচিন করে। এর আগে ২০১৮ সালেও তাকে বিশ্ব মুসলিম ব্যক্তিত্ব ঘোষণা করেছিল পত্রিকাটি। বিশ্ব মুসলিম ব্যক্তিত্বের তালিকায় আরও রয়েছেন, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ, সোমালি বংশোদ্ভূত মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য ইলহান ওমর, গাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আদামা ব্যারো এবং তুর্কি বংশোদ্ভূত জার্মান ফুটবল তারকা মেসুত ওজিল।

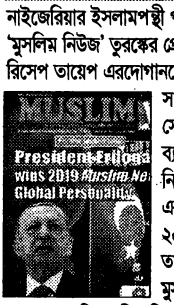

চীন-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর

বিশ্ব অর্থনীতির দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে প্রায় দুই বছর ধরে বাণিজ্যযুদ্ধ চলার পর ১৫ জানুয়ারি ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউসে উভয়পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় প্রথম ধাপের বাণিজ্য চুক্তি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী লিউ হের মধ্যে সম্পাদিত হয় ঐতিহাসিক এ চুক্তি। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিষয়টিকে মার্কিন অর্থনীতির জন্য 'ফুগান্তকারী' হিসেবে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে চীনা নেতারা এ চুক্তিকে 'উইন-উইন' হিসেবে অভিহিত করে বলেন, এটি দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও উন্নত করতে সহায়তা করবে।

চুক্তিতে যা আছে

- ২০১৭ সালের চেয়ে কমপক্ষে ২০,০০০ কোটি ডলারের মার্কিন পণ্য বেশি আমদানি করবে চীন। এর মধ্যে রয়েছে কৃষিপণ্য ৩,২০০ কোটি ডলারের, ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্য ৭,৮০০ কোটি, জ্বালানি পণ্য ৫,২০০ কোটি ও সেবা খাতে ৩,৮০০ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য।
- পণ্য নকল করার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে বেইজিংয়ের সম্মতি। ব্যবসার গোপনীয়তা চুরি হলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি যাতে সহজে আইনি পদক্ষেপ নিতে পারে, সে ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত চীন।
- ৩৬,০০০ কোটি ডলারের চীনা পণ্যে ২৫% শুল্ক অব্যাহত রাখবে যুক্তরাষ্ট্র। চীন ১০,০০০ কোটি ডলারের মার্কিন পণ্যের ওপর যে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছে তারও অধিকাংশ বহাল থাকবে।

চুক্তিতে যা নেই

- বেইজিংয়ের উচ্চাভিলাষী 'মেড ইন চায়না ২০২৫' ও শিল্প ভর্তুকি কর্মসূচি।
- হুয়াওয়ের নিষেধাজ্ঞা।
- আর্থিক পরিষেবা সংস্থাগুলোর জন্য বাজারে প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত করা।
- বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ও বিশ্লেষণ।
- আরো শুল্ক হ্রাসের নির্দিষ্ট সময়সীমা।

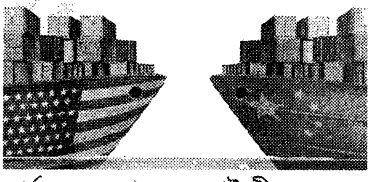

মার্চ ২০১৮ থেকে যুক্তরাষ্ট্র-চীনের পাল্টাপাল্টি শুল্কারোপের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যযুদ্ধ। এ যুদ্ধ পরস্পরের আমদানি পণ্যের ওপর ৪৫০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়ে দেয়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুই অর্থনীতির বিরোধে বাণিজ্যপ্রবাহ বিঘ্নিত হয়, শুষ্ক হয়ে পড়ে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীদের উদ্বিগ্ন করে তোলে।

চালকবিহীন দ্রুতগতির বুলেট ট্রেন

বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত চালকবিহীন বুলেট ট্রেন চালু করেছে চীন। ট্রেনটি রাজধানী বেইজিংয়ের সাথে ঝাংজিয়াকাউ শহরকে সংযুক্ত করবে। এ বুলেট ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৩৫০ কিলোমিটার। ফলে বিশ্বে চলমান চালকবিহীন ট্রেনগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে দ্রুতগতির। ২০২২ সালের শীতকালীন অলিম্পিক ও শীতকালীন প্যারালিম্পিক গেমসকে সামনে রেখে এ ট্রেন চালু করা হয়।

প্রথম নারী ট্রাক্টরচালকের মৃত্যু

১৪ জানুয়ারি ২০২০ চীনের প্রথম নারী ট্রাক্টরচালক লিয়াং জুন মারা যান। ১৯৪৮ সালে তিনি ট্রাক্টর চালানোর প্রশিক্ষণ নেন। এরপর তিনি চীনের 'আইকনে' পরিণত হন। এক সময় চীনের এক ইউয়ানের ব্যাংক নোটে লিয়াং জুনের ট্রাক্টর চালানোর ছবি স্থান পায়। ১৯৩০ সালে চীনের দুর্গম হেইলংজিয়াং প্রদেশের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন লিয়াং জুন।

জন্মহার কমছে

৭০ বছরের মধ্যে চীনে শিশু জন্মহার সবচেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে। ১৭ জানুয়ারি ২০২০ দেশটির জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো এ তথ্য জানায়। সংস্থাটি বলেছে, ২০১৯ সালে চীনে প্রতি হাজারে শিশু জন্মের হার ছিল ১০.৪৮%। ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন গঠনের পর এটিই সবচেয়ে কম জন্মহার। ২০১৮ সালে দেশটিতে ১,৪৬,৫০,০০০টি শিশুর জন্ম হয়েছিল। ২০১৯ সালে এ সংখ্যা থেকে ৫,৮০,০০০টি কম শিশুর জন্ম হয়েছে। কয়েক বছর ধরেই চীনে শিশু জন্মহার কমছে, যেটি ধীরে ধীরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশটির জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জন্মহারের সঙ্গে দেশটিতে মৃত্যুহারও কমতে শুরু করেছে।

ইঁদুরবর্ষ

চন্দ্রের হিসাবে চলে চীনের দিনপঞ্জি। দেশটির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিতে ইঁদুর, গরু, বাঘ ও খরগোশসহ ১২টি পশু দিয়ে বর্ষ চিহ্নিত হয়। ১২ বছরে প্রতিটি পশু একবার করে বছরে আসে এবং এভাবেই চক্রাকারে চলতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০ সাল চীনাদের ইঁদুরবর্ষ। এবার দিনটি শুরু হয় ২৫ জানুয়ারি ২০২০। চন্দ্রবর্ষের শুরু মানেই চীনাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। একে চীনের বসন্ত উৎসবও বলা হয়। ৪০ দিন ধরে চলে এর আনুষ্ঠানিকতা।

ওয়ানটাইম প্লাস্টিক নিষিদ্ধ

১৯ জানুয়ারি ২০২০ চীনের ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফর্ম কমিশন প্লাস্টিক সংক্রান্ত এক নীতিমালা প্রকাশ করে। নীতিমালায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি প্লাস্টিক ব্যবহারকারী দেশগুলোর অন্যতম চীন দেশজুড়ে (ওয়ানটাইম) প্লাস্টিকের ব্যবহার হ্রাস করার একটি বড় ধরনের পরিকল্পনা হাতে নেয়। এর আওতায় ২০২০ সালের মধ্যে ওয়ানটাইম ও অপচনশীল প্লাস্টিক বড় শহরগুলোতে নিষিদ্ধ করা হবে। এছাড়া বাকি শহর ও নগরে ২০২২ সালের মধ্যে এসব দ্রব্য নিষিদ্ধ করা হবে।

প্রেসিডেন্টের মিয়ানমার সফর

১৯ বছরের মধ্যে চীনের কোনো শীর্ষ নেতা হিসেবে ১৭-১৮ জানুয়ারি ২০২০ প্রথমবারের মতো মিয়ানমার সফর করেন প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ সফরে যান সি। ৮ জুন ১৯৫০ চীন ও মিয়ানমারের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দু'দিনব্যাপী মিয়ানমার সফরের শেষ দিন ১৮ জানুয়ারি ২০২০ দেশটির রাজধানীর নেইপিদোতে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সু চি'র মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে মিয়ানমারের অবকাঠামোগত উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে দুই নেতা ৩৩টি সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোর মধ্যে অধিকাংশই চীনের উদ্যোগে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) প্রকল্প সম্পর্কিত। এছাড়া 'চীন-মিয়ানমার ইকোনমিক করিডরের' কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারেও সম্মত হয় দুই দেশ। এ করিডর প্রকল্পের মাধ্যমে শত শত কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হবে মিয়ানমারে। এর মধ্যে সহিংসতাপ্রবণ রাখাইন রাজ্যে ১৩০ কোটি মার্কিন ডলারের গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ এবং দুই দেশের সীমান্তবর্তী এলাকার মধ্যে দ্রুতগতির রেল যোগাযোগ স্থাপনের প্রকল্পও রয়েছে। রাখাইনে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের মধ্য দিয়ে ভারত মহাসাগরের সাথে যুক্ত হবে চীন। এছাড়াও এ চুক্তিতে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী এলাকায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং বাণিজ্যিক রাজধানী ইয়াঙ্গুনে 'নতুন শিল্পাঞ্চল' গড়ে তোলার প্রকল্পও রয়েছে। তবে সি চিন পিংয়ের এ সফরকালে মিয়ানমারের কাচিন প্রদেশে ৩৬০ কোটি ডলারের মিটসোন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। ৬০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকল্পটি স্থানীয়দের বিরোধিতার কারণে ২০১১ সাল থেকে স্থগিত রয়েছে। এটি মিয়ানমারে চীনের অন্যতম উচ্চাভিলাষী প্রকল্প।

ভারত পরিক্রমা

কলকাতা নদীবন্দরের নতুন নাম

১৮৭০ সালে কলকাতা বন্দর আইন পাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা নদীবন্দর। ২০২০ সালে কলকাতা নদীবন্দর প্রতিষ্ঠার ১৫০ বছর পূর্তি। কলকাতা নদীবন্দরের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১২ জানুয়ারি ২০২০ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর নতুন নামকরণ করেন 'শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর'। ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) পূর্বসূরি হিসেবে পরিচিত ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন কিংবদন্তি ও উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষী এক নেতা, যিনি 'এক জাতি এক সংবিধান' ধারণাকে সামনে রেখে লড়েছিলেন।

নতুন পররাষ্ট্র সচিব

২৯ জানুয়ারি ২০২০ ভারতে নতুন পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা। তিনি সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তার আগে তিনি বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার ছিলেন। শ্রিংলা ভারতের বিদায়ী পররাষ্ট্র সচিব বিজয় গোখলের স্থলাভিষিক্ত হবেন।

নৌঘাঁটিতে স্মার্টফোন-ফেসবুক নিষিদ্ধ

গোপন তথ্য ফাঁস ও গুপ্তচরবৃত্তি রুখতে ভারতীয় নৌঘাঁটি ও জাহাজে স্মার্টফোন এবং ফেসবুকসহ সব ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে দেশটির নৌবাহিনী। ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ পাকিস্তানের কাছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য পাচারের অভিযোগে সাত ভারতীয় নৌবাহিনী সদস্যের গ্রেপ্তারের পর এ আদেশ দেয়া হয়।

অযোধ্যায় মসজিদ নির্মাণে বিকল্প জমি চিহ্নিত

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় মসজিদ নির্মাণের জন্য বিকল্প জমি চিহ্নিত করেছে রাজ্য সরকার। অযোধ্যার পঞ্চকোশি পরিক্রমা এলাকার বাইরে জমিগুলো চিহ্নিত করা হয়। অযোধ্যায় বিশেষ সময় পূজার জন্য যে ১৫ কিলোমিটার বৃত্তাকার পথ পরিক্রম করে থাকে হিন্দুরা, তাকে 'পঞ্চকোশি পরিক্রমা' বলে। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের একই সময়ে ধর্মীয় উৎসব পড়লে যাতে কোনো রকম সমস্যার সৃষ্টি না হয়, তার জন্যই পঞ্চকোশি পরিক্রমার বাইরে মসজিদের জন্য জমি বেছে নেয়া হয়।

NCRB প্রতিবেদন

ভারতের কোন শহর কেন বিখ্যাত, কোথায় কোন কোন অপকর্ম বেশি— চোখ বন্ধ করে তা বলে দিতে পারেন প্রায় সব ভারতীয়ই। সম্প্রতি দেশটির ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (NCRB) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়।

অপরাধভিত্তিক শীর্ষ শহর

গাড়ি চুরি : মীরাট ও মুজাফফরনগর, উত্তর প্রদেশ ▮ খুন : ইটাওয়া ও কুলদ্দ, উত্তর প্রদেশ এবং বেগুসারাই, বিহার ▮ পরিচয়পত্র জালিয়াতি : হায়দরাবাদ ▮ লুট ও ডাকাতি : মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান ▮ তথ্যপ্রযুক্তির দুর্নীতি বেঙ্গালুরু ▮ ধর্ষণ : দিল্লি ▮ গুম-অপহরণ : বিহার ▮ কয়লা মাফিয়া : ঝাড়খণ্ড ▮ বন্যপ্রাণী চোরা শিকার ও পাচার : উত্তরাখণ্ড ▮ মাদকবাজার : কুলু ও মানালী, হিমাচল ▮ পরীক্ষায় নকল : বিহার।

সেনা কুচকাওয়াজের নেতৃত্বে প্রথম নারী সেনা অফিসার

১৫ জানুয়ারি ১৯৪৯ ভারতের শেষ ব্রিটিশ কমান্ডার স্যার ফ্রান্সিস বুচারের কাছ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রথম প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ফিল্ড মার্শাল কে এম কারিয়াপ্পা। সেই ঘটনাকে স্মরণ করতে ঐ দিনটিকে ভারতে সেনা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

২০২০ সালে সেনা দিবসের কুচকাওয়াজে প্রথমবারের মতো পুরুষ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন নারী অফিসার ক্যাপ্টেন তানিয়া শেরগিল। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে চেন্নাইয়ের 'অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি' থেকে সেনাবাহিনীর কোর অব সিগন্যালসে যোগ দেন ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশনসে স্নাতক তানিয়া। তার পরিবারের তিন প্রজন্ম বাহিনীতে ছিলেন।

প্রথম প্রতিরক্ষা প্রধান

ভারতের তিন সশস্ত্র বাহিনীর কাজে সমন্বয়ের লক্ষ্যে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার সৃষ্টি করে 'চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ' (CDS) পদ। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ দেশের প্রথম 'চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ' বা প্রতিরক্ষা প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় ২৭তম সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করা বিপিন রাওয়াতকে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ সেনাপ্রধানের পদ থেকে অবসরের পর তিনি এ পদের দায়িত্ব লাভ করেন। প্রতিরক্ষা প্রধান হিসেবে সরকারের সাথে সেনাবাহিনীর সংযোগ রক্ষাকারী 'সিঙ্গেল পয়েন্ট অ্যাডভাইজার' হলেন বিপিন রাওয়াত। নতুন এ পদ সৃষ্টির আগ পর্যন্ত ভারতের তিন বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত 'চিফ অব স্টাফ কমিটি' ঐ সমন্বয়ের কাজটি করে আসছিল। ভারতে বাহিনী প্রধানদের চাকরির বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৬২ হলেও 'চিফ অব ডিফেন্স স্টাফের' ক্ষেত্রে তা ৬৫ বছর কিংবা নিয়োগের দিন থেকে সর্বোচ্চ তিন বছর। বাহিনী প্রধানরা তার আওতাধীন থাকলেও CDS তাদের সমান বেতন-ভাতা পাবেন।

আলোচিত ইস্যু CAA NRC NPR

ভারতজুড়ে সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত তিনটি বিষয়— নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (CAA), জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (NRC) ও জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জি (NPR)। বিষয় তিনটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা তুলে ধরা হলো এখানে।

CAA

১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তিকে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদনের আগে তাকে কমপক্ষে ১১ বছর ভারতে বসবাস অথবা ফেডারেল সরকারের জন্য কাজ করতে হতো। ৬৪ বছর আগের পুরনো এ আইন সংশোধন করে ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় এবং ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় পাস হয় নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (CAA)। ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ আইনটিতে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সম্মতি দান করেন। ১০ জানুয়ারি ২০২০ এক গেজেট বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আইনটি কার্যকরের কথা জানায় নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার। গেজেটে ১০ জানুয়ারি ২০২০ থেকে দেশজুড়ে নতুন নাগরিকত্ব আইন কার্যকরের কথা বলা হয়।

নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (CAA) অনুসারে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে যাওয়া হিন্দু, শিখ, জৈন, পারসি, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানরা ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন। আইন অনুসারে, এ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যারা ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সেখানে গেছেন, তারা নাগরিকত্ব পাবেন।

আইনের বিরুদ্ধাচরণ

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে (CAA) মুসলিমবিদ্বেষী ও বৈষম্যমূলক হিসেবে উল্লেখ করে দেশজুড়ে শুরু হয় প্রতিবাদ-বিক্ষোভ। এসব বিক্ষোভকেন্দ্রিক সহিংসতায় অনেক লোক নিহত হন। ১৪ জানুয়ারি ২০২০ কেরালা প্রথম রাজ্য হিসেবে এ আইনের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। রাজ্যটি CAA বৈধ নয়— এ মর্মে সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করে। ভারতের সংবিধানের ১৩১ অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে রাজ্য সরকার। কেরালার ঐ আবেদনে বলা হয়েছে, CAA'র মাধ্যমে সংবিধানের ১৪, ২১ ও ২৫ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করা হয়েছে। আবেদনে আরো বলা হয়, CAA বৈষম্যমূলক। কারণ, এ আইনের মাধ্যমে বিশেষ কয়েকটি ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘুদের এবং ভারতের সীমান্ত রয়েছে এমন কয়েকটি দেশের সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়।

কেরালার পর দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে পাঞ্জাব ১৭ জানুয়ারি ২০২০ বিতর্কিত আইনটি তাদের রাজ্যে কার্যকর না করার সিদ্ধান্ত নেয়। কেরালা ও পাঞ্জাবের পর CAA বিরোধী প্রস্তাবের পরিকল্পনা নিয়েছে ছত্তিশগড়, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সরকার।

NRC

১৯৫১ সালে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামে প্রথমবারের মতো প্রকাশ করা হয় জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (NRC)। এরপর সাত দশকের দীর্ঘ পথপরিক্রমা শেষে ৩১ আগস্ট ২০১৯ ঘোষণা করা হয় আসাম রাজ্যের চূড়ান্ত NRC। এরপর ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রকাশিত হয় হালনাগাদকৃত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি। মোট ৩,৩০,২৭,৬৬১ জন আবেদনকারীর মধ্যে চূড়ান্ত নাগরিক তালিকায় স্থান পান ৩,১১,২১,০০৪ জন। তালিকা থেকে বাদ পড়েন ১৯,০৬,৬৫৭ জন। বাদ পড়া লোকদের মধ্যে প্রায় ১১ লাখ হিন্দু ধর্মাবলম্বী বাঙালি ও ছয় লাখ মুসলমান রয়েছেন। আর বাকি দুই লাখের মধ্যে আছে বিহারি, নেপালি ও লেপচা।

দেশের সর্ববৃহৎ ডিটেনশন ক্যাম্প

ভারত সরকার সারাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে NRC'র ঘোষণা না দিলেও দেশটির বিভিন্ন জায়গায় তৈরি করা হচ্ছে 'ডিটেনশন ক্যাম্প' (আটককেন্দ্র), যেখানে নাগরিকত্ব থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের রাখা হবে। ইতোমধ্যে আসামে চালু আছে ৬টি ডিটেনশন ক্যাম্প। আসামের NRC ঘোষণার পর সেখানে নতুন করে নির্মাণ করা হচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ ডিটেনশন ক্যাম্প। এটা তৈরি করা হচ্ছে গুয়াহাটি থেকে ১২৯ কিলোমিটার দূরে গোয়ালপাড়ার মাতিয়ায়। ২৫ বিঘা জমির ওপর নির্মিত এ ক্যাম্পের দেয়াল ২০-২৫ ফুট উঁচু।

NPR

জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জি (NPR) হলো ভারতে বসবাসকারীদের সম্পূর্ণ তালিকা। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এটি আপডেট করতে হয়। নিয়ম অনুযায়ী, জনগণনা কমিশনের অধীনে দেশে ১০ বছর অন্তর আদমশুমারি বা জনগণনা হয়। এ কাজে কমিশন নিযুক্ত প্রতিনিধিরা প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ করেন। এজন্য কোনো নথিপত্রের প্রয়োজন হয় না। নাগরিকদের মৌখিক তথ্যের ভিত্তিতেই NPR আপডেট হয়। জনগণনার আগে NPR আপডেটের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ করাই রীতি। ২০২১ সালে ভারতে আবার জনগণনা হবে। যথারীতি তার আগে ২০২০ সালে NPR তৈরি হবে। ১ এপ্রিল-৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উত্তর-পূর্বের রাজ্য আসাম ছাড়া গোটা দেশের সবকটি রাজ্যে NPR হবে। NPR'র মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ২১টি বিষয়ে জানতে চাওয়া হবে, যার মধ্যে ১৪টি আবশ্যিক প্রশ্ন থাকবে। কোনো ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় ছয়মাস ধরে বসবাস করলে বা কোনো এলাকায় পরবর্তী ছয়মাস ধরে বসবাসের পরিকল্পনার কথা জানালে, তাকে সেই অঞ্চলের বাসিন্দা হিসেবে ধরে নেয়া হবে। ভারতজুড়ে NPR'র প্রাথমিক ধাপ হিসেবে চূড়ান্ত NPR-কে ধরে নিচ্ছেন অনেকেই।

ম্যানুয়েলে মুসলমানদের উৎসব বাদ

জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জির (NPR) ৩৭-পৃষ্ঠার ম্যানুয়েলে হিন্দু, খ্রিস্টান, শিখসহ বিভিন্ন ধর্মের উৎসবের তালিকা থাকলেও বাদ দেয়া হয় মুসলমানদের উৎসবের তালিকা। ম্যানুয়েলে রয়েছে দুর্গাপূজা থেকে বড়দিন, বুদ্ধপূর্ণিমা থেকে গুরু নানক জয়ন্তী, মহর্ষী দয়ানন্দ সরস্বতী জয়ন্তী থেকে ছটপূজা। গান্ধী জয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস ও খ্রিস্টীয় নববর্ষেরও উল্লেখ আছে।

রাশিয়া

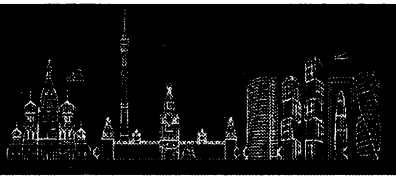

উৎপাদনে ভাসমান পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র

১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ বিশ্বের প্রথম ভাসমান পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র রাশিয়ার আকাদেমিক লোমোনোসভ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে। রাশিয়া ও বিশ্ব পারমাণবিক শিল্পে এটি একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। বাণিজ্যিকভাবে কার্যক্রম শুরু হলে আকাদেমিক লোমোনোসভ হবে রাশিয়ার ১১তম পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প। দেশটির উত্তরাঞ্চল ও দূরপ্রাচ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের পাশাপাশি এ প্রকল্প থেকে বিদেশে বিদ্যুৎ রপ্তানির পরিকল্পনা আছে। এ প্রকল্প ১৪৪ মিটার দীর্ঘ ও ৩০ মিটার প্রশস্তবিশিষ্ট। ভাসমান আকাদেমিক লোমোনোসভে দুটি KLT-40S রি-অ্যাক্টর ব্যবহার করা হচ্ছে, যার প্রতিটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩৫ মেগাওয়াট। ক্ষুদ্র মডিউলার রি-অ্যাক্টরভিত্তিক ৩০০ মেগাওয়াটের কম উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি জলে বা স্থলে কাজ করতে সক্ষম। এ প্রকল্প রিফুয়েলিং ছাড়াই অনবরত তিন থেকে পাঁচ বছর বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে।

সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন

২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ রাশিয়া প্রথমবারের মতো হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র অ্যাভানগার্ড (Avangard) রেজিমেন্ট মোতায়েন করে। পার্বত্যাঞ্চল উরালের অরেনবার্গ এলাকায় এ ক্ষেপণাস্ত্র রেজিমেন্ট মোতায়েনের মাধ্যমে রাশিয়া সামরিক সক্ষমতায় আরও এগিয়ে গেলো। আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিযোগিতায় হাইপারসনিক প্রযুক্তি যুক্ত করা প্রথম কোনো দেশ রাশিয়া। বিশ্বের আর কোনো দেশের কাছে সুপারসনিক অস্ত্রও নেই, আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র তো দূরের কথা। অ্যাভানগার্ড ক্ষেপণাস্ত্রটি শব্দের চেয়ে ২৭ গুণ বেশি গতিতে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। এটি ২০০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্যক্ষমতার সরঞ্জাম দিয়ে তৈরি করা হয়, যা দুই মেগাটনেরও বেশি ওজনের পরমাণু অস্ত্র বহন করতে পারবে।

২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ অ্যাভানগার্ড ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানো হয়। দক্ষিণাঞ্চলীয় উরাল পর্বতমালার দমবারোভস্কি ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি থেকে চালানো ঐ পরীক্ষায় ক্ষেপণাস্ত্রটি ৩,৭০০ মাইল বা ৬,০০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তুতে সফলভাবে আঘাত হানে।

সন্তান নিলেই ৬.৫ লাখ টাকা

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তার দেশের জন্মহার কমে যাওয়াকে ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যক্ষ হুমকি বলে আখ্যায়িত করেছেন। ১৫ জানুয়ারি ২০২০ 'স্টেট অব দ্য নেশন' ভাষণে সন্তান জন্ম দেয়া নতুন মা-বাবার জন্য আর্থিক প্রণোদনারও অঙ্গীকার করেন রুশ-প্রেসিডেন্ট। ফলে প্রথম সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য মা-বাবারা এককালীন ৭,৬০০ মার্কিন ডলার বা প্রায় সাড়ে ছয় লাখ টাকা পাবেন। এর আগে ২০০৭ সাল থেকে দ্বিতীয় সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে মা-বাবাকে এ পরিমাণ টাকা দেয়া হচ্ছে। পুতিন জানান, অন্তত ২০২৬ সাল পর্যন্ত এ প্রণোদনা দেয়া হবে। এছাড়া শিশু সন্তান আছে এমন দরিদ্র পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেয়ারও ঘোষণা দিয়েছেন পুতিন। বর্তমানে শিশুর তিন বছর বয়স পর্যন্ত টাকা পেয়ে থাকেন মা-বাবা। নতুন পরিকল্পনায় শিশুর বয়স সাত বছর হওয়া পর্যন্ত টাকা পাবেন তারা।

সংবিধান পরিবর্তনের পথে পুতিন

যোসেফ স্ট্যালিনের পর রাশিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি শাসক ভ্লাদিমির পুতিন। প্রায় বিশ বছর ধরে রাশিয়ার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা পুতিন কখনো প্রেসিডেন্ট, কখনো বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। রাশিয়ার পুরো একটি প্রজন্ম পুতিনকে ছাড়া অন্য কোনো শাসক দেখেনি। ১৫ জানুয়ারি ২০২০ রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তার বার্ষিক 'স্টেট অব দ্য নেশন' ভাষণে সাংবিধানিক পরিবর্তনের রূপরেখা ঘোষণা করেন। তিনি এ পরিবর্তনের জন্য দেশজুড়ে গণভোটের প্রস্তাব করেন। ১৭ মার্চ ১৯৯৩'র পর এটাই হবে এ ধরনের প্রথম গণভোট।

সংবিধান পরিবর্তনে পুতিনের প্রস্তাব

- প্রেসিডেন্টের হাত থেকে ক্ষমতা পার্লামেন্টে স্থানান্তর করা।
- পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষকে আরো ক্ষমতাশালী করা, যাতে পার্লামেন্ট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নিয়োগের ক্ষমতা পায়।
- আন্তর্জাতিক আইনের দাপট কমানো।
- প্রেসিডেন্টের দুই মেয়াদের নিয়ম সংশোধন করা।
- বিদেশি নাগরিকত্ব কিংবা বিদেশে বসবাসের অনুমতি থাকা ব্যক্তিদের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধকরণ আইন আরো সুসংহত করা।
- স্টেট কাউন্সিলকে সরকারের একটি আনুষ্ঠানিক সংস্থা হিসেবে সংবিধানে স্থান দেয়।

সরকারের পদত্যাগ ও নতুন প্রধানমন্ত্রী

পুতিনের সাংবিধানিক পরিবর্তনের রূপরেখা ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী দিমিত্রি মেদভেদেভের নেতৃত্বে পুরো রুশ সরকার পদত্যাগ করেন। ১৬ জানুয়ারি ২০২০ নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন রাজনৈতিকভাবে অনভিজ্ঞ কর পরিষেবা প্রধান মিখাইল মিশুস্তিন।

সোলাইমানি হত্যাকাণ্ড ইরান-মার্কিন উত্তেজনা

৩ জানুয়ারি ২০২০ মার্কিন রকেট হামলায় নিহত হন ইরানের দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি, সমর প্রকৌশলবিদ ও কুদস ফোর্সের প্রধান মেজর জেনারেল কাশেম সোলাইমানি। তার হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনার পারদ চরমে ওঠে। কাশেম সোলাইমানি হত্যাকাণ্ডসহ তার পরিচিতি এবং সাম্প্রতিক ইরান-মার্কিন উত্তেজনার ঘটনাক্রম নিয়ে আমাদের এ বিশেষ আয়োজন।

সোলাইমানি হত্যাকাণ্ড

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির পর 'দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা' মেজর জেনারেল কাশেম সোলাইমানিকে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে টার্গেট করে আসছিল যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্রবাহিনী। এর আগেও গুপ্তহত্যা থেকে কয়েকবার বেঁচে যান তিনি। কিন্তু ৩ জানুয়ারি ২০২০ বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের নিখুঁত ড্রোন হামলায় প্রাণ হারাতে হয় তাকে। কাতারে অবস্থিত মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড সদর দপ্তর থেকে পাঠানো যুক্তরাষ্ট্রের 'নীরব ঘাতক' খ্যাত ড্রোন MQ-9 রিপার বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তার গাড়িবহরকে টার্গেট করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে এ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত হন কাশেম সোলাইমানিসহ তার শীর্ষ উপদেষ্টা ইরাকের মিলিশিয়া বাহিনী হাশদ আস সাবি ফোর্সের প্রধান আবু মাহদী আল মুহানদিস। হামলায় আরো নিহত হন তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ৮ জন।

গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সোলাইমানির ওপর নজরদারি চালাচ্ছিল পশ্চিমা বাহিনী, ইসরাইল ও আরব সংস্থাগুলো। সেপ্টেম্বর ২০১৯ সোলাইমানিকে হত্যার চেষ্টা করে বিফল হয় ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ। এছাড়া সোলাইমানির জন্মভূমি ইরানের কারমান শহরে তার বাবার বানানো মসজিদের পাশে জমি ক্রয়ের চেষ্টা করেছিল ইসরাইল ও আরব গোয়েন্দারা। জমি কিনে সেখান থেকে টানেল খুঁড়ে সময় সুযোগ বুঝে মসজিদে থাকা অবস্থায় সোলাইমানিকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের। তাদের সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

কাশেম সোলাইমানি

জন্ম : ১১ মার্চ ১৯৫৭ ■ মৃত্যু : ৩ জানুয়ারি ২০২০

ইরানের পূর্বাঞ্চলীয় কারমান প্রদেশের কানাতে মালেক গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কাশেম সোলাইমানি। তিনি ছিলেন ইরানের দ্বিতীয় শীর্ষ ক্ষমতাধর ব্যক্তি। নিজেদের সীমা ছাড়িয়ে আশপাশের দেশগুলোতে ইরানের সরব সামরিক উপস্থিতির অনুঘটক হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাকে। গত ১৫ বছর ধরে মেজর জেনারেল কাশেম সোলাইমানি ইরানের একজন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কৌশলী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন। সিরিয়া ও ইরাকে জঙ্গিবাদবিরোধী লড়াইয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশ শতকের আশির দশকে ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় দায়িত্ব পালন করার সময় তিনি প্রথম পরিচিতি লাভ করেন।

- ১৯৭৯ সালে ইসলামী রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসে (IRGC) যোগ দেন।
- ১৯৯৭-১৯৯৮ এর মাঝামাঝি সময়ে IRGC'র কুদস ফোর্সের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন।
- তার নেতৃত্বে কুদস ফোর্স লেবাননের হিজবুল্লাহ, ফিলিস্তিনের হামাস, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের 'ফাতেমি' আর 'জাইনাবি' মিলিশিয়া বাহিনী ও ইয়েমেনের হুথি বাহিনীর সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলে।
- মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের আঞ্চলিক প্রভাব বলয় প্রতিষ্ঠায় অন্যতম কারিগর এবং ইরাক, সিরিয়া ও এর বাইরে তেহরানের কূটনৈতিক তৎপরতার অগ্রপথিক।
- ইরানিদের কাছে তার জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। ২০১৮ সালে ইরানপোল ও ইউনিভার্সিটি অব ম্যারিল্যান্ডের জরিপ মতে, তার জনপ্রিয়তা ছিল ৮৩%।
- ভক্তদের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন 'হাজি কাশেম' নামে।
- মার্চ ২০১৯ তার হাতে ইরানের সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান 'অর্ডার অব জুলফাগার' তুলে দেন দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। ঐ সময় মঞ্চে খামেনি তাকে 'বিপ্লবের জীবন্ত শহীদ' আখ্যা দেন।
- সোলাইমানিকে হলিউডের জনপ্রিয় চরিত্র জেমস বন্ড আর জার্মান জেনারেল এরউইন রমেল অ্যাখা দিয়েছেন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA'র সাবেক বিশ্লেষক কেনেথ পোল্যাক। ২০১৭ সালে টাইমস সাময়িকীর ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় সোলাইমানির নাম তুলতে গিয়ে তার সম্পর্কে এমনটাই লিখেছিলেন পোল্যাক।

কুদস ফোর্স

'কুদস' শব্দের অর্থ 'পবিত্র'। ইরানের ইসলামী রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (IRGC) অভিজাত শাখা কুদস ফোর্স প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালে। মেজর জেনারেল কাশেম সোলাইমানির হাতে গড়া এ বাহিনীর মতাদর্শ নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ফ্রন্টে তৎপর দেখা যাচ্ছে 'পবিত্র' এ যোদ্ধাদের। এ বাহিনী ইরানের বাইরে অনেক গোপন অভিযান পরিচালনা করে এবং তারা সরাসরি দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির কাছে জবাবদিহি করে। কুদস ফোর্স 'কয়েক ডজন দেশে সক্রিয়'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা কর্মকর্তা ডেভিড ডিওনিসির তথ্যানুযায়ী, ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে কুদস বাহিনীর আটটি পৃথক অধিদপ্তর রয়েছে। সেগুলো হলো— পশ্চিমা বিশ্ব, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইরাক, আফগানিস্তান; পাকিস্তান ও ভারত, ইসরাইল; লেবানন ও জর্ডান, তুরস্ক, উত্তর আফ্রিকা ও আরব উপদ্বীপ। কুদস ফোর্সের আকার অজানা। কিছু বিশেষজ্ঞের বিশ্বাস যে, ৮০০ মূল কর্মীসহ কুদস ফোর্সের সংখ্যা দুই হাজারের বেশি নয়। আবার অনেকের মতে, এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৩০০-৫০,০০০ পর্যন্ত হতে পারে। কাশেম সোলাইমানি নিহত হওয়ার পর কুদস ফোর্সে তার স্থলাভিষিক্ত হন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইসমাইল কানি। ২০ জানুয়ারি ২০২০ আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি।

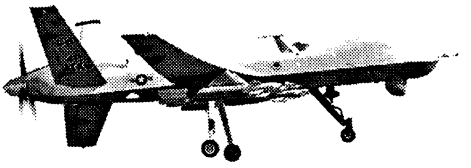

MQ-9 রিপার ড্রোন

কাশেম সোলাইমানি হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত হয় অত্যাধুনিক মার্কিন ড্রোন MQ-9 রিপার। 'হান্টার কিলার' হিসেবে পরিচিত চালকবিহীন এ মার্কিন ড্রোন ভয়ঙ্কর শক্তিশালী। MQ-9 রিপারের সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৪৮২ কিমি। একবার জ্বালানি ভরলে প্রায় ১৮০০ কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত হামলা চালাতে পারে। এতে রয়েছে অত্যাধুনিক ইনফারেট ক্যামেরা, যা রাতেও যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি পরিষ্কার পাঠিয়ে দেয় সুদূর ঘাঁটিতে বসে থাকা চালকের মনিটরে। মার্কিন বিমানবাহিনীর এ ড্রোনটির প্রধান অস্ত্র GBU-12 Paveway II Laser Guided Bomb এবং AGM-114 Hellfire II Missile, AIM-9 Sidewinder Missile। সোলাইমানি হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত হয় AGM-114 Hellfire II Missile।

ইরানের পাল্টা জবাব

কাশেম সোলাইমানি হত্যার পাল্টা জবাব হিসেবে ইরান ৮ জানুয়ারি ২০২০ ইরাকে অবস্থিত দুটি মার্কিন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। Operation Martyr Soleimani সাংকেতিক নামে পরিচালিত এ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয় আনবার প্রদেশে অবস্থিত আল আসাদ বিমানঘাঁটি ও কুর্দিস্তান অঞ্চলে অবস্থিত ইরবিল ঘাঁটিতে। হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ৮০ 'সন্ত্রাসী' নিহত হয় বলে দাবি করে ইরান। তবে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে হতাহতের তথ্য জানানো হয়নি। হামলায় ইরান Fateh-313 এবং Qiam নামের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে।

ইরান-মার্কিন সাম্প্রতিক উত্তেজনা

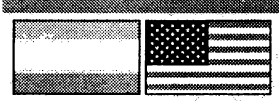

২০১৮

৮ মে : ২০১৫ সালে স্বাক্ষরিত ইরান পরমাণু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

২০১৯

৮ এপ্রিল : যুক্তরাষ্ট্র ইরানের IRGC-কে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে ঘোষণা করে এবং কুদস ফোর্সকে কালো তালিকাভুক্ত করে।

৮ মে : ভারী পানি ও ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ নীতি না মানার ঘোষণা দেয় ইরান। ইরানের লোহা, স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম ও তামা শিল্পে নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

২০ জুন : মার্কিন নজরদারি ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করে IRGC। ট্রাম্প প্রতিশোধ নেয়ার বিষয় অনুমোদন করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তা বাতিল করেন।

২৪ জুন : ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি এবং দেশটির শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের ওপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

১ জুলাই : ২০১৫ সালে পরমাণু চুক্তির ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সীমিতকরণের নীতি থেকে সরে আসার ঘোষণা দেয় ইরান।

৭ জুলাই : ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ মাত্রা লঙ্ঘনের কথা নিশ্চিত করে ইরান।

১৮ জুলাই হরমুজ প্রণালিতে ইরানি ড্রোন ধ্বংস করে যুক্তরাষ্ট্র।

৪ সেপ্টেম্বর : পরমাণু গবেষণা ও উন্নয়নে সব সীমা অমান্য করার ঘোষণা দেন রুহানি।

৭ সেপ্টেম্বর : সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুদ বাড়াতে বন্ধ পরমাণু কেন্দ্র চালু করার ঘোষণা দেয় ইরান।

১৮ সেপ্টেম্বর : ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা বাড়ানোর নির্দেশনা দেন ট্রাম্প।

৭ নভেম্বর ফোর্দো পরমাণু কেন্দ্রে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ শুরু করে ইরান।

২৭ ডিসেম্বর : ইরাকে হামলা চালিয়ে ইরান যুক্তরাষ্ট্রের এক ঠিকাদারকে হত্যা করে।

২৯ ডিসেম্বর : ইরাকে ইরান সমর্থিত গ্রুপের ওপর বিমান হামলা চালিয়ে ২৫ যোদ্ধাকে হত্যা করে যুক্তরাষ্ট্র।

৩১ ডিসেম্বর : বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসে ইরান সমর্থিত বিক্ষোভকারীরা হামলা চালায়।

২০২০

৩ জানুয়ারি : বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইরানের শীর্ষ কমান্ডার কাসেম সোলাইমানি নিহত।

৭ জানুয়ারি : যুক্তরাষ্ট্রের সব ধরনের সামরিক বাহিনীকে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' আখ্যা দিয়ে ইরানি পার্লামেন্টে বিল পাস। সোলাইমানি হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার কথা ঘোষণা করেন IRGC কমান্ডার মেজর জেনারেল হোসেইন সালামি।

৮ জানুয়ারি ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের দুই ঘাঁটিতে ইরান ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়।

মধ্যপ্রাচ্য সংবাদ

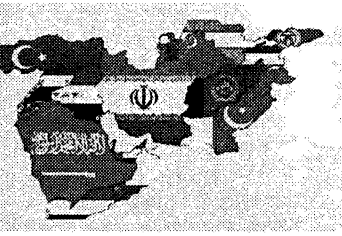

মার্কিন রূপরেখায় নতুন মধ্যপ্রাচ্য

মধ্যপ্রাচ্যকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে নতুন মধ্যপ্রাচ্যের রূপরেখা প্রণীত হয়েছে। ১৮ নভেম্বর ২০০৬ এ সংক্রান্ত প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর ৫ জানুয়ারি ২০২০ খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক গবেষণা ম্যাগাজিন *গ্লোবাল রিসার্চের* প্রতিবেদনে তা পূর্ণাঙ্গরূপে উঠে আসে। যুক্তরাষ্ট্রের 'নতুন মধ্যপ্রাচ্য' ধারণাটি শুধু মুখেই নয়, কাগজে-কলমে তথা মানচিত্র আকারেও প্রকাশিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমির সাবেক কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল র‍্যাল্ফ পিটার্স 'নতুন মধ্যপ্রাচ্য' নিয়ে সর্বপ্রথম একটি মানচিত্র প্রকাশ করেন। ২০০৬ সালের জুন মাসে মার্কিন সেনাবাহিনীর সাময়িকী আর্মড ফোর্সেস জার্নালে এ মানচিত্র প্রকাশিত হয়।

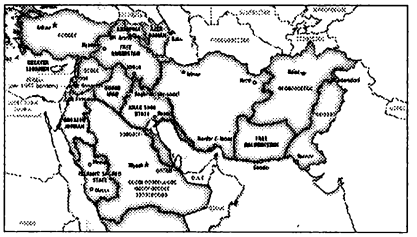

নতুন মধ্যপ্রাচ্য

প্রকাশিত মানচিত্র অনুযায়ী, নতুন মধ্যপ্রাচ্যের রূপরেখা নিম্নরূপ—

- সৌদি আরব ভেঙে দুই ভাগ করা হবে। পবিত্র দুই শহর মক্কা ও মদিনা নিয়ে হবে একটি দেশ, যার নাম দেয়া হয়েছে Islami Sacred State।
- ইরাককে করা হবে তিন খণ্ড— কুর্দি সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে হবে 'ফ্রি কুর্দিস্তান'। বর্তমান রাজধানী বাগদাদ ও অন্যতম বড় শহর বসরা নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের নাম হবে 'আরব শিয়া স্টেট'। আর আরব সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে হবে তৃতীয় খণ্ড, যার নাম 'ইরাক সুন্নি স্টেট'।
- ইসরাইলকে বড় করতে এবং আরও শক্তিশালী করতে ভেঙে ছোট করে ফেলা হবে পার্শ্ববর্তী দেশলেবানন-সিরিয়াকে। লেবাননের পুরোটা ও সিরিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে Greater State নামে নতুন একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হবে।
- এশিয়ার দেশ পাকিস্তানকে ভেঙে দুই ভাগে ভাগ করা হবে। বর্তমান রাজধানী ইসলামাবাদ ও করাচি নিয়ে মূল পাকিস্তান এবং গোয়াদর বন্দরবিশিষ্ট বেলুচিস্তান নিয়ে করা হবে 'ফ্রি বেলুচিস্তান'।
- মধ্যপ্রাচ্যের ইরান, মিসর, সুদান ও ইথিওপিয়াকে রাখা হয়েছে অক্ষত। অবিকৃত রাখা হয়েছে মধ্য এশিয়ার দেশ তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান ও তাজিকিস্তানকে।

সৌদি আরবে বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর

সৌদি আরবে ১৮ বছরের কমবয়সী ছেলে-মেয়েদের বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। একই সাথে দেশটিতে প্রথমবারের মতো বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়। ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ দেশটির বিচারমন্ত্রী ও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ড. ওয়ালিদ বিন মুহাম্মদ আল-সামানির জারি করা এক পরিপত্রে এ ঘোষণা দেয়া হয়। তবে শর্তসাপেক্ষে ১৮ বছরের নিচে বিয়ে বৈধ হবে বলেও ঐ পরিপত্রে বলা হয়।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাঁচ বছরের পর্যটন ভিসা

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে নতুন করে পাঁচবছর মেয়াদি পর্যটন ভিসা চালুর ঘোষণা দেয় দেশটির প্রধানমন্ত্রী ও উপ-রাষ্ট্রপতি শেখ মোহাম্মদ বিন রাশেদ আল মাকতুম। ৬ জানুয়ারি ২০২০ টুইট বার্তার মাধ্যমে নতুন করে পাঁচ বছরের পর্যটন ভিসা চালুর ঘোষণা দেন তিনি। বিশ্বের সব দেশের পর্যটকদের বেলায় এটা প্রযোজ্য।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে বর্তমানে বার্ষিক পর্যটক সংখ্যা ২১ মিলিয়ন। পর্যটন ভিসার নতুন ঘোষণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্রের অন্যতম একটি হবে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

জর্ডানের প্রথম নারী পাইলট

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ জর্ডানের প্রথম নারী পাইলট হলেন রাজকুমারী সালমা বিনতে আবদুল্লাহ। জর্ডান সশস্ত্র বাহিনীতে পাইলট প্রশিক্ষণের তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক পরীক্ষায় পাসের পর তিনি দেশটির প্রথম নারী পাইলট হিসেবে যোগদান করেন। রাজকুমারী সালমা ২০১৮ সালের নভেম্বরে

রয়্যাল সামরিক একাডেমি থেকে সংক্ষিপ্ত কমিশনড কোর্স শেষে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর তার বাবা বাদশাহ আবদুল্লাহকে নিয়ে রাজধানী আম্মানের হুসেনিয়া প্যালেসে ৮ জানুয়ারি ২০২০ তারা বিমান চালানোর অভিজ্ঞতার সনদসহ যোগদান করেন। রাজকুমারী সালমা বিনতে আবদুল্লাহ'র পাইলট হিসেবে যোগদানের ঐ অনুষ্ঠানে তার মা রানি রানিয়া, ভাই যুবরাজ হুসেইন উপস্থিত ছিলেন।

তবে প্রিন্সেস সালমাই প্রথম যুক্তরাজ্যভিত্তিক ঐ সামরিক একাডেমি থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেননি। তার ফুফু প্রিন্সেস আসিয়া বিনতে হুসেইন প্রথম আরব নারী হিসেবে ১৯৮৭ সালে ঐ সামরিক একাডেমি থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। পরে তিনি জর্ডানের স্পেশাল ফোর্সে যোগ দেন। অপর ফুফু প্রিন্সেস ইমান স্নাতক হন ২০০৩ সালে।

ফিলিস্তিনে হত্যা মিশনের ঘোষণা ইসরাইলের

ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোর শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে আবারো পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড চালানোর ঘোষণা দেন ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরাইল কাটজ। ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ নিজ দেশের একটি রেডিওতে সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় এ কথা বলেন তিনি।

১৯৪৮ সালে রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মুসলিম বিশ্বকে হুমকি হিসেবে দেখে আসছে ইসরাইল। রাষ্ট্রটি নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় মুসলিমদের প্রধান বাধা মনে করে। এজন্য প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শুধু ফিলিস্তিনই নয়, বিশ্বজুড়ে মুসলিম নেতা ও বিজ্ঞানীদের গুপ্তহত্যা করে আসছে ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ। ১৯৫২ সালে মিসরীয় পরমাণু বিজ্ঞানী সামিরাহ মুসাকে হত্যার মধ্য দিয়ে শুরু হয় ইসরাইলের গুপ্তহত্যার এ মিশন। ২০১৯ সালে বেশ কয়েকজন মুসলিম বিজ্ঞানীকে হত্যা করে তারা। এর মধ্যে আছে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে কর্মরত ফিলিস্তিনি রকেট বিজ্ঞানী ফাদি মোহাম্মদ আল বাতস। এপ্রিল ২০১৯ মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে তাকে হত্যা করা হয়।

২৫০ কেজির IS নেতা

ইসলামিক স্টেটের (IS) অন্যতম 'গডফাদার' আবু আবদুল বারীকে সম্প্রতি ইরাকের মসুলের গোপন আস্তানা থেকে গ্রেপ্তার করে ইরাকের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। ২৫০ কেজি (৫৬০ পাউন্ড) ওজনের এ IS নেতাকে গ্রেপ্তারের পর পুলিশের জিপে ঢোকানো সম্ভব

না হওয়ায় পিকআপ ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি IS-এ 'শিফা আল-নিমাহ' নামেও পরিচিত। আবু-বকর আল বাগদাদি নিহত হওয়ার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে IS'র বার্তা ছড়িয়ে দেয়াই ছিল তার প্রধান কাজ। IS'র অনুগত না হলে আবু আবদুল বারী ইসলামিক নেতাদের হত্যার 'ফতোয়া' দিতেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ জঙ্গি নেতার নাম 'জাব্বা দ্য জিহাদি'। হলিউডের বিখ্যাত 'স্টার ওয়ার্স' সিরিজের চরিত্র 'জাব্বা দ্য হাট'-এর সাথে মিল রেখে তার এ নাম রাখা হয়।

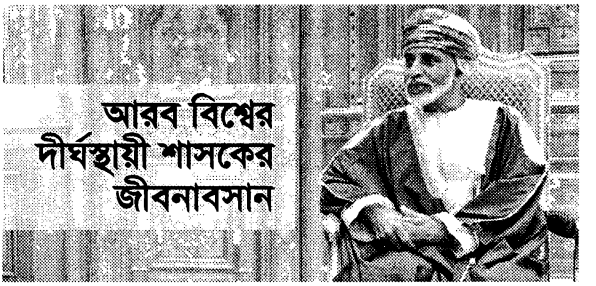

আরব বিশ্বের দীর্ঘস্থায়ী শাসকের জীবনাবসান

১০ জানুয়ারি ২০২০ মারা যান আরব বিশ্বের দীর্ঘমেয়াদী শাসক ওমানের সুলতান কাবুস বিন সাঈদ আল সাঈদ। ৭৯ বছর বয়স্ক সুলতান কাবুস কোলন ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ধরনের বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। টানা পাঁচ দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা কাবুসের মৃত্যুতে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক এবং টানা ৪০ দিন দেশটির জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার ঘোষণা দেয় ওমান সরকার। সুলতান কাবুস ছিলেন একাধারে ওমানের প্রধানমন্ত্রী, সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং অর্থ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তার মৃত্যুতে বাংলাদেশেও ১৩ জানুয়ারি ২০২০ রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হয়।

সুলতান কাবুস

২৩ জুলাই ১৯৭০ মাত্র ২৯ বছর বয়সে কাবুস বিন সাঈদ আল সাঈদ ব্রিটিশদের সহযোগিতা নিয়ে তার বাবা ওমানের তখনকার সুলতান সাঈদ বিন তৈমুরকে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এরপর দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে ওমান শাসন করেন তিনি। এ সময় তেল সম্পদকে ব্যবহার করে তিনি ওমানকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যান। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সুলতান কাবুস ছিলেন নিরপেক্ষ। চরম রক্ষণশীল শাসক কাবুস দেশে রেডিও শোনা, রোদচশমা পরা নিষিদ্ধ করেন। শুধু তাই নয়, নাগরিকদের বিয়ে এবং পড়াশোনা ও বিদেশ যাত্রার ব্যাপারেও তার হস্তক্ষেপ ছিল। যদিও পশ্চিমা গণমাধ্যমে তাকে 'প্রগতিশীল সুলতান' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

১০ জুন ১৭৪৯ থেকে ওমান শাসন করে আসছেন আল সাঈদ পরিবার। রাজবংশের ১৪তম প্রজন্ম কাবুস ছিলেন দেশটির নবম সুলতান। তিনিই ছিলেন ওমানের এ যাবৎকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় সুলতান।

নতুন সুলতান নির্বাচন প্রক্রিয়া

ওমানের সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, তিনদিনের মধ্যে পরবর্তী সুলতানকে বেছে নিতে হয়। সুলতান নির্বাচনের প্রাথমিক দায়িত্ব অর্পিত ৫০ জন পুরুষ সদস্যের রাজপরিবার পরিষদের ওপর। ঐক্যমতে পৌঁছাতে না পারলে বা মতবিরোধ দেখা দিলে বিকল্প পথে এগোতে হয় তাদের।

ওমানের নতুন সুলতান

ব্যক্তি জীবনে অবিবাহিত হওয়ায় নিঃসন্তান আর আপন কোনো ভাই না থাকায় ২০১১ সালে নিজের উত্তরাধিকার ঘোষণার জন্য উত্তরাধিকার প্রক্রিয়া সংশোধন করার

উদ্যোগ নিয়েছিলেন সুলতান কাবুস বিন সাঈদ আল সাঈদ। ঐ সময় একটি গোপন খামে তিনি উত্তরাধিকারের নাম লিখে যান। কাবুসের মৃত্যুর পর ১১ জানুয়ারি ২০২০ দেশটির শাসন কর্তৃপক্ষ তার রেখে যাওয়া গোপন খামটি খোলেন। রাজপ্রাসাদে সুরক্ষিত ঐ খামে সুলতান কাবুস নিজের পছন্দের উত্তরসূরী হিসেবে নাম লিখে যান তার চাচাতো ভাই হাইতাম বিন তারিক আল সাঈদের। সে মোতাবেক রাজপরিবারের ৫০ জন পুরুষ সদস্যবিশিষ্ট কাউন্সিল হাইতাম বিন তারিক আল সাঈদকে নতুন সুলতান নির্বাচন করেন। সুলতান হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর ১১ জানুয়ারি ২০২০ ওমানের দশম সুলতান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন তিনি।

নতুন সুলতান হাইতাম বিন তারিক আল সাঈদ সুলতান কাবুস বিন সাঈদের শাসনামলে ছিলেন ওমানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী। তার জন্ম ১৯৫৪ সালে।

নতুন জীবনে হ্যারি-মেগান
ব্রিটিশ রাজপরিবারে তোলপাড়

৮ জানুয়ারি ২০২০ আকস্মিক এক বিবৃতিতে রাজকীয় দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দেন ব্রিটিশ সিংহাসনের ষষ্ঠ উত্তরাধিকারী ডিউক অব সাসেক্স প্রিন্স হ্যারি ও তার স্ত্রী হলিউড অভিনেত্রী ডাচেস অব সাসেক্স মেগান মার্কেল। হ্যারি-মেগান দম্পতির এ ঘোষণায় ব্রিটিশ রাজপরিবারে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়। সাম্প্রতিক আলোচিত এ ঘটনার পূর্বাপর জানুন এ আয়োজনে।

নতুন জীবনে হ্যারি-মেগান

১৯ মে ২০১৮ বিয়ে হয় হ্যারি ও মেগানের। এর এক বছরের মাথায় ৬ মে ২০১৯ এ দম্পতির ঘরে ছেলে আর্চির জন্ম। বিয়ের পর থেকেই এ দম্পতিকে নিয়ে ব্রিটিশ গণমাধ্যমে প্রকাশ হতে থাকে নেতিবাচক। ভিন্ন দেশের ও শ্বেতাঙ্গ না হওয়ায় নানা ধরনের নেতিবাচক মন্তব্য শুনতে হয় মেগান মার্কেলকে। এ ব্যাপারে গণমাধ্যমের বাড়াবাড়ি নিয়েও বিরক্ত ছিলেন তারা। এমন অবস্থায় ৮ জানুয়ারি ২০২০ রাজকীয় দায়িত্ব থেকে সরে এসে নতুন জীবন শুরুর ঘোষণা দেন হ্যারি-মেগান দম্পতি। তারা উত্তর আমেরিকায় আরো বেশি সময় কাটানোর এবং আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। তাদের এ ঘোষণায় রানী এলিজাবেথ ও রাজপরিবারের সদস্যরা মর্মাহত হন।

হ্যারি-মেগান দম্পতিকে ঐ সিদ্ধান্ত থেকে ফেরাতে ১৩ জানুয়ারি ২০২০ পূর্ব ইংল্যান্ডের নরফোক কাউন্টির স্যান্ড্রিংহাম প্রাসাদে হ্যারির সাথে বৈঠক করেন রানি এলিজাবেথ ও তার উত্তরাধিকারী। বৈঠকে কানাডা থেকে টেলিফোনে অংশ নেন হ্যারির স্ত্রী মেগান। বৈঠক শেষে রানি, হ্যারি-মেগানের নতুন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তার 'পূর্ণ সমর্থন' থাকার কথা জানান। তবে রানি জানান, তিনি চাইছেন হ্যারি-মেগান রাজপরিবারের সদস্য হিসেবেই পুরো সময় দায়িত্ব পালন করুক।

রাজকীয় দায়িত্ব ও উপাধি ত্যাগ

রানির সাথে বৈঠকের পরও হ্যারি-মেগান দম্পতি তাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসায় ১৮ জানুয়ারি ২০২০ বাকিংহাম প্যালেস এক বিবৃতির মাধ্যমে জানায় যে, প্রিন্স হ্যারি ও তার স্ত্রী মেগান মার্কেল আর নিজেদের রাজকীয় উপাধি ব্যবহার করতে পারবেন না। একই সাথে রাজকীয় দায়িত্বের জন্য তারা আর পাবলিক তহবিলও গ্রহণ করবেন না। শুধু তাই নয়, এ দম্পতি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটেনের রানির প্রতিনিধিত্বও করবেন না।

প্রিন্স হ্যারি

ব্রিটিশ সিংহাসনের ষষ্ঠ উত্তরাধিকারী

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪
যুক্তরাজ্যের লন্ডনে জন্ম।
ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রিন্স চার্লস ও প্রিন্সেস ডায়ানার ছোট ছেলে

১৯৯৭
সড়ক দুর্ঘটনায় ডায়ানা নিহত

২০০৪
লেসোথো এতিমখানায় কাজ করেন

২০০৫-০৬
সামরিক প্রশিক্ষণ

জানুয়ারি, ২০০৫
নাৎসি পোশাক পরে তোপের মুখে

২০০৭, ২০১২
আফগানিস্তানে দায়িত্ব পালনে সফর।

২০১৪
যুদ্ধাহত সেনাসদস্যদের জন্য ইনভিকটাস গেমস স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপের প্রচলন করেন।

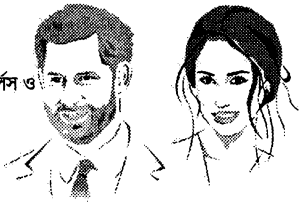

নভেম্বর ২০১৭
বাগ্‌দান। অভিনয় ছাড়েন মেগান

১৯ মে ২০১৮
উইন্ডসর ক্যাসেলে বিয়ে

৬ মে ২০১৯
ছেলে আর্চির জন্ম।
সিংহাসনের সপ্তম উত্তরাধিকারী

সেপ্টেম্বর ২০১৯
ট্যাবলয়েড পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা।

জানুয়ারি ২০২০
রাজকীয় দায়িত্ব থেকে সরে আসার ঘোষণা। রানির সাথে আলোচনা। রাজকীয় উপাধি ত্যাগ।

মেগান মার্কেল

ডাচেস অব সাসেক্স

৪ আগস্ট ১৯৮১
যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে জন্ম। বাবা টেলিভিশনের আলোক নির্দেশক, মা সমাজকর্মী ও যোগব্যায়ামের প্রশিক্ষক।

২০০০-১১
নাটক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পড়েছেন। মডেল ও রেস্তোরাঁর পরিচারিকা।

২০১১
হলিউড পরিচালক ট্রেভর এনগেলসনকে বিয়ে করেন। যুক্তরাষ্ট্রের টিভি সিরিয়াল *স্যুটস*-এর মূল চরিত্রে আবির্ভাব।

২০১৩
জীবনযাপন বিষয়ক ব্লগ পরিচালনা ও বিবাহ বিচ্ছেদ।

২০১৪
নারী ক্ষমতায়নে জাতিসংঘের দূত।

বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে শোক, শক্তি ও গৌরবের প্রতীক। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দাবি ওঠে, বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। যার ফলে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে সালাম-রফিক-জব্বার-বরকতসহ ছাত্র-জনতার বুকের তাজা রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়। সেই রক্ত রঞ্জিত বাংলা ভাষা এখন বিশ্বজুড়ে ব্যাপৃত।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানিয়ে ৯ জানুয়ারি ১৯৯৮ কানাডায় বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিক মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানকে একটি চিঠি দেন। ২৩ জানুয়ারি ১৯৯৮ জাতিসংঘ থেকে ঐ উত্তরে তাকে জানানো হয় যে, নিয়ম অনুযায়ী এ সংস্থা কোনো ব্যক্তির আবেদন বিবেচনায় নিতে পারে না। আবেদন আসতে হবে জাতিসংঘের যে কোনো সদস্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে। এমন পরিস্থিতিতে রফিকুল ইসলাম কানাডা প্রবাসী আরেক বাংলাদেশি নাগরিক আবদুস সালামসহ সাতটি ভিন্ন ভাষার ১০জন সদস্যকে নিয়ে গড়ে তোলেন The Mother Language Lovers of the World নামের একটি সংগঠন। ২৯ মার্চ ১৯৯৮ এ সংগঠনের পক্ষ থেকে ১০ সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত সেই একই প্রস্তাব জাতিসংঘে পাঠানো হয়। জাতিসংঘ মহাসচিবের অফিস থেকে জানানো হয় যে, এর জন্য যোগাযোগ করতে হবে প্যারিসে অবস্থিত সংস্থার শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক অঙ্গসংস্থা UNESCO'র সদর দপ্তরে। ৪ এপ্রিল ১৯৯৯ UNESCO পাঁচটি দেশের নাম এবং তাদের UNESCO অফিসের ঠিকানা দিয়ে ঐ সব দেশকে প্রস্তাবটি আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপনের অনুরোধ জানায়। দেশ পাঁচটি হচ্ছে— কানাডা, ভারত, ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরি এবং বাংলাদেশ। অবশেষে UNESCO'র দ্বিবার্ষিক ৩০তম সাধারণ সভার শেষ দিন, অর্থাৎ ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয় এবং সেদিনই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। ২০০০ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্বব্যাপী পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

তিন দেশের সরকারি ভাষা বাংলা

বর্তমান বিশ্বের বাংলাদেশসহ তিনটি দেশের সরকারি ভাষা বাংলা। অন্য দুটি দেশ হলো ভারত ও সিয়েরা লিওন।

ভারতে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত ভাষা রয়েছে ২২টি। এর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলা।

শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং দেশ গঠনে বাঙালি সৈনিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১২ ডিসেম্বর ২০০২ সিয়েরা লিওনের প্রেসিডেন্ট ড. আহমেদ তেজান কাব্বা বাংলা ভাষাকে সিয়েরা লিওনের সরকারি ভাষা (সম্মানসূচক) হিসেবে ঘোষণা দেন।

জাতিসংঘের স্বীকৃতি

UNESCO'র পর জাতিসংঘও একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ৫ ডিসেম্বর ২০০৮ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এ স্বীকৃতি দেয়া হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

বাংলা ভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখা এবং বাংলাসহ পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার গবেষণা, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (IMLI)। এটি ঢাকার সেগুনবাগিচায় অবস্থিত। ৭ নভেম্বর ২০১৫ UNESCO'র ৩৮তম সাধারণ অধিবেশনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে UNESCO'র দ্বিতীয় শ্রেণির (ক্যাটাগরি-২) প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান করে।

বাংলা ভাষা

■ **উইকিপিডিয়া** উইকিপিডিয়া একটি সম্মিলিতভাবে সম্পাদিত বিশ্বকোষ। ১৫ জানুয়ারি ২০০১ অনলাইন বিশ্বকোষটি যাত্রা শুরু করে। ২০০৪ সালে উইকিপিডিয়ায় বাংলা ভাষার সংস্করণ চালু হয়।

■ **ফেসবুক** ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৯ সালে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ বাংলা ভাষা যুক্ত করে।

১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পরপরই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম ও সার্থক গণআন্দোলন হলো ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৮-১৯৫২ সাল পর্যন্ত এ চার বছরের ভাষা আন্দোলনে রক্তক্ষয়ী পরিণতির মধ্য দিয়ে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মানুষের ভাষার অধিকার স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। এ আন্দোলনে আরও অনেকের সাথে অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আজন্ম মাতৃভাষাপ্রেমী এ মহান নেতা ১৯৪৭ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্ব এবং পরবর্তীতে আইনসভার সদস্য হিসেবে এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশে কাজ করে গেছেন এবং বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষীদের দাবির কথা বলে গেছেন।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সমকালীন রাজনীতিবিদসহ ১৪ জন ভাষাবীর সর্বপ্রথম ভাষা-আন্দোলনসহ অন্যান্য দাবি সংবলিত ২১ দফা দাবি নিয়ে একটি ইশতেহার প্রণয়ন করেছিলেন। ঐ ইশতেহারে ২১ দফা দাবির মধ্যে দ্বিতীয় দাবিটি ছিল রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত। ঐতিহাসিক এ ইশতেহারটি একটি ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, যার নাম 'রাষ্ট্রভাষা-২১ দফা ইস্তেহার-ঐতিহাসিক দলিল'। এ পুস্তিকা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত। এ ইশতেহার প্রণয়নে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ছিল অনস্বীকার্য এবং তিনি ছিলেন অন্যতম স্বাক্ষরদাতা।

৪ জানুয়ারি ১৯৪৮ গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এ সংগঠনটির ভূমিকা খুবই স্মরণীয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ছাত্রলীগের ১০ দফা দাবির মধ্যে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ছিল অন্যতম।

১১ মার্চ ১৯৪৮ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্য অবিস্মরণীয় দিন। এ দিন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। এটাই ছিল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সফল হরতাল। এ হরতালে শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়ে গ্রেপ্তার হন। স্বাধীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এটাই তার প্রথম গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনা।

১৫ মার্চ ১৯৪৮ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ-এর সাথে তদানীন্তন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে আট দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে জেলখানায় আটক ভাষা আন্দোলনের কর্মী রাজবন্দিদের চুক্তিপত্রটি দেখানো হয় এবং অনুমোদন নেয়া হয়, অনুমোদনের পর চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। কারাবন্দি অন্যদের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানও চুক্তির শর্ত দেখেন এবং অনুমোদন দেন। এ ঐতিহাসিক চুক্তির ফলে সর্বপ্রথম বাংলাভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল এবং চুক্তির শর্ত মোতাবেক শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য ভাষাসৈনিকরা কারামুক্ত হন।

১৬ মার্চ ১৯৪৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে এক সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন সদ্য কারামুক্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। সভা শেষে পূর্ববাংলা আইন পরিষদ ভবন অভিমুখে একটি মিছিল বের হয়।

ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে ১৯৪৯ সালে দুবার গ্রেপ্তার হন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে বন্দি ছিলেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই তিনি ৫২'র ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে ঐ সময়ে জেলে থেকেই নিয়মিত আন্দোলনকারীদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে কাজে লাগিয়ে ৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩ যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট প্রণীত ২১ দফার প্রথম দফা ছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।' ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান সমকালীন রাজনীতি এবং বাংলা ভাষার উন্নয়নে অবদান রাখেন।

১৭ জানুয়ারি ১৯৫৬ অনুষ্ঠিত আইন পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু সংসদের দৈনন্দিন কার্যসূচি বাংলা ভাষায় মুদ্রণ করার দাবি জানান। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ আইনসভার অধিবেশনে তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ মার্চ ১৯৫৬ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রথম সংবিধানে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বিবৃতি দেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর এ মত পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে তার সমর্থন আদায় করেন। বঙ্গবন্ধুর বাংলা ভাষার প্রতি গভীর দরদ অসীম রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে সমর্থন করে একটি বিবৃতি দেন। ঐ বিবৃতিটি ২৯ জুন ১৯৫২ সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'বাংলা ভাষার পক্ষে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত পরিবর্তনে মুজিব সক্ষম না হলে শুধু ভাষা আন্দোলন নয়, আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়তো।' বাংলা ভাষা এবং ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর এ অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

Literature is a reflection of the society. Literature and society both have remained inseparable from each other, for literature cannot sustain without society and likewise the society too cannot be unnoticed in literary pieces in one way or another.

Literature

Literature means something that is written for refreshing and inspiring the mind. It records the thoughts and feelings of great minds. It attracts in two ways— through its matter and through its manner. The matter must be such that those who read it are interested in some way. The manner must be such as will be pleasing to the reader and adds to his fund of knowledge.

Literature indeed reflects the society, its good values and its ills. In its corrective function, literature mirrors the ills of the society with a view to making the society realize its mistakes and make amends. It also projects the virtues or good values in the society for people to emulate.

Society

A society is a group of people related to each other through their continuous and uninterrupted relations. It is also a group of likeminded people largely governed by their own norms and values. Human society, it is observed, is characterized by the patterns of relationship between individuals who share cultures, traditions, beliefs and values etc.

With the passage of time, owing to changes taking place in environment and with emergence of new technologies, we observe that the societies have not remained stubborn with regards to their norms and values, the reflections of which can be found in different forms of literature.

Relationship between Literature and Society

Different societies have used and are still using different languages for the fulfillment of individuals and societies' aspirations. Sometimes it is noticed that many charges are labelled against literature as well as society. In every part of the world, literature has been more or less, mirror of society. Because it gives an image, but the image is not necessarily a true image. The image can be distorted in reality or perceived as distorted by society as a whole.

Literature can also be distorted by the perception of society looking into the mirror. For example, political commentary has always been a huge part of literature whether covert comments on life through drama or over attack on the political mechanism. These commentaries are often partisan in their attacks and represent a distorted view of society in the mirror, focusing on what the author perceives as a scar.

The mirror literature will continue to expose society to views not seen from our place within. We may see scars of political rhetoric, exposed to struggle, or only focus on the beauty of poetry highlighting the best of society.

Influence of Literature on Society

Literature reflects the good and bad aspects of society. It is basically a view of human action and behaviour in words. Literature of a particular period and era can be used to study the social state and structure of that era. The influence of literature on society is felt directly or indirectly. Thus Miss Stowe's 'Uncle Tom's Cabin' was directly responsible for a movement against slavery in literature and life in USA of those days. The novels of Dickens had an indirect influence in creating in society a feeling for regulating and removing social wrongs, calling for necessary reforms. Sarat Chandra's novels have gone a long way in breaking conservatism as regards women in our society. Literature is made out of the lore of life.

Role of Literature in Society

Literature plays a very important and strong role in the awareness of civilization. It is a way of expressing our thoughts through writing. Sometimes it may be a person who takes leadership to express what society thinks about something through his writing. It may be about government rules, or any other activities happening in this world.

Basically literature reflects human activity in that particular society. Literature helps to expose societal realities. Most of the works in literature deal with the social issues in detail which helps people to realize the truth and think it in a different view than the people who don't show their face to literature.

Literature carries the real events in the society and presents it as a mirror of the society so that people can view it and atone whatever it is necessary.

Literature makes us to deeply analyse societal issues and sometimes it provides us a solution to solve the problem. The poet, the dramatist, the novelist, the essayist all of them reflect society in their works.

Importance of Literature in Society

Literature is important to society because it reflects cultural values and serves as a tool for teaching those values to others. Through literature, people can learn about specific period in history and events that changed the world. Prose and poetry also provide a way to express emotions, raise questions and build critical thinking skills.

Literature has had a major impact on the development of society. It has shaped civilisations, changed political systems and exposed injustice. Literature gives us a detailed preview of human experiences, allowing us to connect on basic levels of desire and emotion. It teaches us to analyse a character, allows us to reach inside his or her mind so we see what drives a character, what shapes his or her beliefs and how one relates to others.

That literature is a reflection of the society is a fact that has been widely acknowledged. Literature is not only a reflection of the society but also serves as a corrective mirror in which members of the society can look at themselves and find the need for positive change. With the help of a pen, we can change the mentality of the society. It has evolved many different ideas which have brought social reforms. Today's youth realises the true depth of human emotion and behaviour. They understand that there is more to a person than what they display on the exterior. They see the intricacy of human experience, giving them an open mind and an open heart. ● **MD ALAL UDDIN**

Book Fair : Food for the Soul

Book fair is the mark of glory for a civilized and educated nation like Bangladesh. *Amar Ekushey Granthamela* is organized every year to commemorate the contribution of the golden sons of the soil. In the month of February the whole nation wakes up to the glory of the fair. It turns into a great festival for the book lovers and literature activists.

- Amar Ekushey Granthamela is the longest (one month) book fair of the world.
- The fair began informally in 1972 at Bangla Academy premises.
- Chittaranjan Saha of Muktodhara started a little sale in front of Bangla Academy in the 8 February 1972. Later, other book publishers joined unofficially.
- First National Literature Conference of Bangladesh took place in Bangla Academy premises in 1974.
- Bangla Academy officially took the responsibility of organizing the fair every year in 1978.
- The fair was named 'Amar Ekushey Granthamela' and a guideline was formulated in 1984.
- Only the Bangladeshi book publishers can join the fair who have totally 100 books or at least 25 books in last 2 years.
- The Ministry of Culture is in control of the fair while the academy does the groundwork.
- The fair starts usually on 1st February every year and continues throughout the month.
- The fair takes place in Bangla Academy premises and Suhrawardy Udyan.
- The fair venue was extended to Suhrawardy Udyan in 2014 to accommodate more participants.
- The total area for the fair is about 28,000 sqm (3 lac sqft).
- Every year several thousands of new books on different disciplines are being published.
- In 2019 more than five hundred publication houses, Govt. organizations, NGOs and research institutes participated in the fair.
- In 2019 its amount of sale reached nearly Tk 80 crore.
- Another book fair called Dhaka International Book Fair is organized at Dhaka usually in every December from 1995.

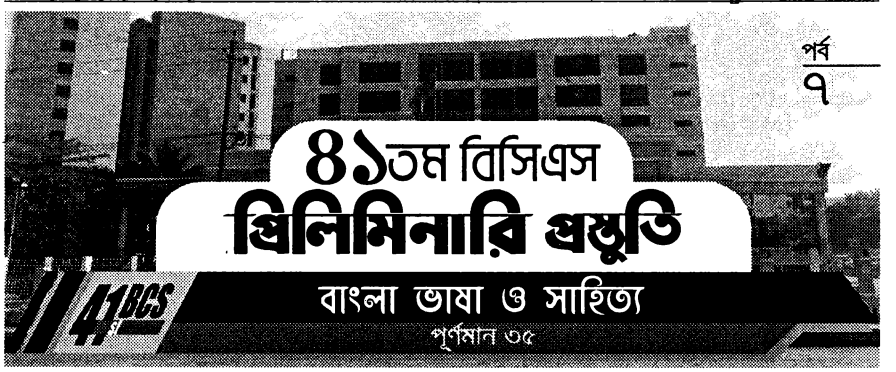

বাংলা ভাষা #১৫

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

- 'জন্মবার্ষিকী' যে কারণে অশুদ্ধ— অপপ্রয়োগজনিত।
- 'কতিপয় সিদ্ধান্তগুলো' যে কারণে অশুদ্ধ— বহুবচনজনিত।
- একটি গোপন কথা বলি। বাক্যটির শুদ্ধরূপ— একটা গোপনীয় কথা বলি।

বানান ও বাক্য শুদ্ধি

বানান শুদ্ধি

- জ্যেষ্ঠ। তত্ত্বাবধান। ত্বরণ। নৈর্ঋত। গোধূলি। ভ্রাম্যমাণ। বন্ধ্যা। মনঃকষ্ট। পৈতৃক। কৃত্তিবাস। বয়োজ্যেষ্ঠ।

বাক্য শুদ্ধি

অশুদ্ধ : বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।
শুদ্ধ : বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
অশুদ্ধ : অধ্যায়ন ছাত্রদের তপস্যা।
শুদ্ধ : অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।
অশুদ্ধ : দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।
শুদ্ধ : দশচক্রে ভগবান ভূত।

পারিভাষিক শব্দ

- Ultimatum— চরমপত্র। Vivid— প্রাণবন্ত। Inheritance— উত্তরাধিকার। Executive— নির্বাহী। Notification— প্রজ্ঞাপন। Revenue— রাজস্ব।

সমার্থক শব্দ

- ঢেউ— তরঙ্গ, কল্লোল, বীচি, ঊর্মি, হিল্লোল। পদ্ম— পঙ্কজ, কমল, উৎপল, অরবিন্দ। বিদ্যুৎ— বিজলি, সৌদামিনী, চপলা, তড়িৎ, শম্পা।

বিপরীতার্থক শব্দ

অলীক— বাস্তব। তিমির— আলো। নির্মল— পঙ্কিল। আকুঞ্চন— প্রসারণ। নৈসর্গিক— কৃত্রিম। ইতর— ভদ্র। মুখ্য— গৌণ। তাপ— শৈত্য।

■ পদসংখ্যা : ২,১৬৬ টি।
■ পরীক্ষার সম্ভাব্য সময় : মার্চ ২০২০।

ধ্বনি ও বর্ণ

- যে ধ্বনি উচ্চারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় না তাকে বলা হয়— স্বরধ্বনি।
- স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ— কার।
- বাংলা বর্ণমালায় দীর্ঘস্বর— ৭টি।
- ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে আবশ্যিকভাবেই আগমন ঘটে— স্বরধ্বনির।
- যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়, তাকে বলা হয়— ঘোষ ধ্বনি।

শব্দ ও পদ

- উৎপত্তি অনুসারে শব্দ— ৫ প্রকার।
- রাজপুত, জলধি যে শ্রেণির শব্দ— যোগরূঢ়।
- বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতু হলো— পদ।
- ইস্কাপন, টেকো, তুরুপ, রুইতন, হরতন প্রভৃতি যে ভাষার শব্দ— ওলন্দাজ।
- গঠনগত দিক দিয়ে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে ভাগ করা হয়েছে— দুই ভাগে।

বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণের সুশৃঙ্খল প্রস্তুতির সেরা সহায়িকা

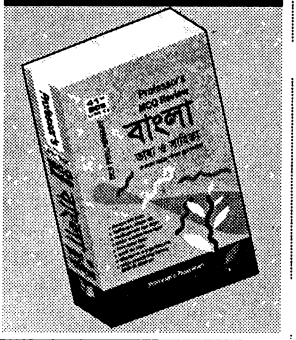

বাক্য

- 'বাংলাদেশ যেন জয়লাভ করে।' যে ধরনের বাক্য— প্রার্থনাসূচক।
  'যতই পরিশ্রম করবে ততই ফল পাবে।' যে ধরনের বাক্য— জটিল।
- 'পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এখন থেকে তোমার পড়া উচিত।' যে ধরনের বাক্য— সরল।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

- ঈশ্বর = √ঈশ্ + বর। কর্তব্য = √কৃ + তব্য। পাঠক = √পঠ্ + অক। গাড়োয়ান— গাড়ি + ওয়ান। ডিঙা = ডিঙি + আ। ডুবন্ত = √ডুব্ + অন্ত।

সন্ধি

- পদ্ধতি = পদ্ + হতি। পাবক = পৌ + অক। কুশাসন = কুশ + আসন। ঢাকেশ্বরী = ঢাকা + ঈশ্বরী। নিরাকার = নিঃ + আকার। রত্নাকার = রত্ন + আকর। পবিত্র = পো + ইত্র।

সমাস

- হাট-বাজার— দ্বন্দ্ব। টেকিছাঁটা—তৎপুরুষ। বেহুঁশ— নঞ বহুব্রীহি। তেপান্তর— দ্বিগু। গরমিল— অব্যয়ীভাব। প্রতিবিম্ব— অব্যয়ীভাব। রথদেখা— তৎপুরুষ।

সাহিত্য #২০

ক. প্রাচীন ও মধ্যযুগ ০৫

- মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি— কানা হরিদত্ত।
- বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা— চণ্ডীদাস।
- মালাধর বসু অনূদিত ভাগবতের নাম— শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

- ব্রজবুলি ভাষা হলো— একটি কৃত্রিম ভাষা (বাংলা ও মৈথিলি ভাষার মিশ্রণে)।
- মুসলমান হয়েও নাথ সাহিত্য রচনা করেছেন— শেখ ফয়জুল্লাহ।
- চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয়— নেপালের রাজদরবার থেকে, ১৯০৭ সালে।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, চর্যাপদে পদ রয়েছে— ৫০টি।
- ড. সুকুমার সেনের মতে, চর্যাপদে পদ রয়েছে— ৫১টি।

'শূন্যপুরাণ' কাব্যের রচয়িতা— রামাই পণ্ডিত।
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র— কৃষ্ণ, রাধা, বড়াই।

খ. আধুনিক যুগ (১৮০০-বর্তমান) ১৫

- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৮০০ সালে।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ব্যঙ্গ উপন্যাস— কল্পতরু; ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা' গ্রন্থের লেখক— মেজর মোহাম্মদ আব্দুল জলিল।

- আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের প্রথম ও প্রধান কবি— বিহারীলাল চক্রবর্তী।

'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যের রচয়িতা— হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

- A Pair of Sandal রোহিঙ্গাদের ওপর নির্মিত— স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র (নির্মাতা জসীম আহমেদ)।
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম-মৃত্যু সাল— ১৮৭৬-১৯৩৮।
- 'আমি বিজয় দেখেছি' গ্রন্থটির রচয়িতা— এম. আর. আখতার মুকুল।
- 'জোহরা', 'ইব্রাহিম কার্দি' চরিত্র দুটি— মুনীর চৌধুরীর রক্তাক্ত প্রান্তর নাটকের।
- 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি যে প্রেক্ষিতে রচিত— ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ছায়া অবলম্বনে।

'দেয়াল' যে প্রেক্ষিতে রচিত উপন্যাস— মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক।

- 'মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে' চরণটির রচয়িতা— মীর মশাররফ হোসেন।
- বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের ইংরেজি অনুবাদক— সৈয়দ আলী আহসান।
- বাংলা ভাষাবিষয়ক বৃহৎ গবেষণা প্রতিষ্ঠান— বাংলা একাডেমি।
- বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকী— দিগ্‌দর্শন; ১৮১৮।
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' যে প্রকৃতির উপন্যাস— রোমান্সমূলক।
- বাংলা ভাষার প্রথম আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে নাটক লেখেন— দীনবন্ধু মিত্র।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রসাহিত্য— লিপিমালা (১৮০২); রচয়িতা রামরাম বসু।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কাব্যের নামকরণ করে যেতে পারেননি— শেষলেখা।
- কাজী নজরুল ইসলাম 'সঞ্চিতা' কাব্যটি উৎসর্গ করেছিলেন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে কাব্যে গতিতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে— বলাকা।

Self Test

১. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে নিচের কোন শব্দজোড়ের বানান শুদ্ধ?
ক পিপীলিকা, নির্নিমেষ খ পিপিলিকা, নির্নিমেস
গ পিপীলিকা, নির্ণিমেষ ঘ পিপিলিকা, নির্নিমেশ

২. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?
ক এ কথা প্রমান হয়েছে খ এ কথা প্রমাণ হয়েছে
গ এ কথা প্রমানিত হয়েছে ঘ এ কথা প্রমাণিত হয়েছে

৩. সমার্থক শব্দগুচ্ছ সনাক্ত করুন—
ক দীর্ঘিকা, নদী, প্রণালী
খ শৈবলিনী, তরঙ্গিণী, সরিৎ
গ গাঙ, তটিনী, অর্ণব
ঘ স্রোতস্বিনী, নির্ঝরিণী, সিন্ধু

৪. 'সংশয়'-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক নির্ভয় খ বিস্ময়
গ প্রত্যয় ঘ দ্বিধা

৫. 'Autonomous' শব্দের অর্থ—
ক স্বাক্ষর খ স্বায়ত্তশাসিত
গ সত্যায়িত ঘ সংশোধিত

৬. নিচের কোনটি যোগরূঢ় শব্দ?
ক মহাযাত্রা খ বাঁশি
গ প্রবীণ ঘ সন্দেশ

৭. সমাসনিষ্পন্ন পদকে কী বলে?
ক সমস্যমান পদ খ সমস্ত পদ
গ ব্যাসবাক্য ঘ উত্তর পদ

৮. 'সৃষ্টি'-এর প্রকৃতি প্রত্যয়—
ক সৃষ + টি খ সৃশ + তি
গ √সৃজ্ + তি ঘ স্রী + টি

৯. 'যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।' – এটি কোন জাতীয় বাক্য?
ক সরল বাক্য খ যৌগিক বাক্য
গ মৌলিক বাক্য ঘ মিশ্র বাক্য

১০. মধ্যযুগের প্রথম কবি কে?
ক চণ্ডীদাস খ বিদ্যাপতি
গ দৌলত কাজী ঘ বড়ু চণ্ডীদাস

১১. 'শাহনামা' বাংলায় অনুবাদ করেন—
ক এয়াকুব আলী চৌধুরী খ মোজাম্মেল হক
গ সৈয়দ এমদাদ আলী ঘ বীরবল

১২. 'শেষের কবিতা' বইটি কোন ধরনের গ্রন্থ?
ক কাব্যগ্রন্থ খ উপন্যাস
গ নাটক ঘ মহাকাব্য

১৩. নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি?
ক রাজবন্দীর জবানবন্দী খ ব্যথার দান
গ অগ্নিবীণা ঘ নবযুগ

১৪. নিচের কোনটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস?
ক যাত্রাদল খ মৌরিফুল
গ মেঘমাল্লার ঘ আরণ্যক

১৫. 'কেন পান্থ ক্লান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ?'— কার লেখা?
ক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার খ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গ কামিনী রায় ঘ যতীন্দ্রমোহন বাগচী

১৬. 'ওরা এগারজন' চলচ্চিত্রের মুখ্য উপজীব্য ও পটভূমি হলো—
ক সিপাহী বিদ্রোহ খ '৫২ -এর ভাষা আন্দোলন
গ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ঘ ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

১৭. কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন?
ক গোবিন্দ দাস খ কায়কোবাদ
গ কাহ্নপা ঘ ভুসুকুপা

ANS.
১ ক
২ ঘ
৩ খ
৪ গ
৫ খ
৬ ক
৭ খ
৮ গ
৯ ঘ
১০ ঘ
১১ খ
১২ খ
১৩ খ
১৪ ঘ
১৫ ক
১৬ গ
১৭ ঘ

41 BCS English Language and Literature

Marks 35

Part-I : Language #20

A. Parts of Speech

- Honesty is an example of— Abstract noun.
- I have read the book— you lent me. — that.
- Do or die.— A conjunction.
- 'Oval' is the adjective of—. — Egg.
- The verb of beautiful is— Beautify.

B. Idioms & Phrases

- Achilles' heel— A weak point ❙ Dilly-dally— Waste time ❙ Pass the buck— To pass the blame to someone else ❙ To blow hot and cold— To be inconsistent ❙ Do away with— To get rid of.

C. Clauses (Underlined Words)

- I think that he is an honest man.— Noun clause.
- I took no notice of him, so he flew into rage. —Coordinate clause.
- You can see the sun where you go. — Adverbial clause.
- I don't like the people who are untidy. — Relative clause.

D. Corrections

- **Inc :** Good news are expected.
  Cor : Good news is expected.
- **Inc :** He just went there.
  Cor : He has just gone there.
- **Inc :** The boy spoke a lie.
  Cor : The boy told a lie.
- **Inc. :** Come on nine o'clock in Friday.
  Cor. : Come at nine o'clock on Friday.
- **Inc :** He knows to swim.
  Cor : He knows how to swim.

E. Transformation of Sentences

- **Complex :** Karim is a boy who is very good.
  Simple : Karim is a very good boy.
  Compound : Karim is a boy and he is very good.
- **Affir :** Man is mortal.
  Neg : Man is not immortal.
- **Active :** His conduct annoyed me.
  Passive : I was annoyed at his conduct.

F. Words

(i) Meanings (One word Substitution)

- A place where leather is tanned— Tannery.
- Study of celestial bodies— Astronomy.
- Practising several marriages— Polygamy.
- A paper written by hand— Manuscript.
- Study of problems of old age— Gerontology.

(ii) Synonyms

- Magnanimous— Generous ❙ Genesis— Beginning ❙ Ambiguous— Unclear ❙ Fantasy— Fancy ❙ Imbibe— Drink ❙ Castigate— Punish.

(iii) Antonyms

- Expel— Admit ❙ Sympathy— Cruelty ❙ Ennui— Excitement ❙ Nebulous— Clear ❙ Frigid— Cordial ❙ Apex— Nadir ❙ Bona-fide— Spurious.

(iv) Spellings

- Accelerate ❙ Pneumonia ❙ Voluntary ❙ Extension ❙ Miscellaneous ❙ Millennium ❙ Guerrilla ❙ Immense ❙ Supersede ❙ Obsession.

(v) Usage of words as various Parts of speech

- The noun form of the word 'waste' is— Wastage.
- The verb form of the word 'clean' is— Cleanse.
- The noun form of the word 'realize' is— Realization.
- The adverb form of the word 'heart' is— Heartily.

(vi) Formation of new words by adding Prefixes and Suffixes

- **Prefixes : Be**— Beset, Belittle, Behold ❙ **Un**— Uncivilized, Unanimous, Unburden ❙ **In**— Irresponsible, Irregular.
- **Suffixes : tion**— Calculation, Anticipation, Celebration ❙ **ment**— Fulfilment, Statement ❙ **ence**— Dependence, Difference.

G. Composition

- A paragraph must have—. — A single idea or topic.
- The difference between formal and informal letters is— Subject.
- Linkers are used in— Paragraph.
- A topic sentence can be put in the paragraph— At the beginning.

Part-II : Literature #15

Literary Periods, Terms and Writers

- Restoration period in English literature refers to— 1660-1700.
- The 'university wits' were emerged in the period of— Elizabethan age.
- The beginning of the Renaissance may be traced to the city of— Florence.
- The first epic of English literature is— Beowulf.
- Another name of Neo-classical period is— Pseudo Classical Age.
- Thomas Moore belongs to— Renaissance period.
- Geoffrey Chaucer is the representative poet of— 14th century.

Authors, Works and Types

- Bible is translated into English by— John Wycliffe.
- The author who was 'Attorney General' and 'Lord Chancellor' of England is— Francis Bacon.
- 'Animal Farm' was written by— George Orwell.

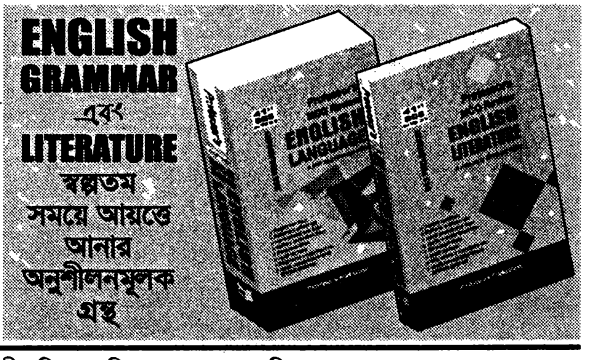

- 'T.S. Eliot' here T.S. stands for— Thomas Stearns.
- Father of English Tragedy— Christopher Marlowe.
- Great master of blank verse is— John Milton.
- Father of English short story is— Edgar Allen Poe.
- First English Dictionary compiled by — Samuel Johnson (1755).
- Heart of Darkness is a novel written by— Joseph Conrad.
- Ernest Hemingway started his career as a writer in — a newspaper.
- Nobel prize winner American woman novelist is— Pearl S. Buck.
- Famous Irish poet and dramatist is— W. B. Yeats.
- In the poem 'Ozymandias' who calls Ozymandias 'King of King'— Ozymandias himself.
- The first novel of D. H. Lawrence is— The White Peacock.
- The word 'Renaissance' means— The rebirth of learning or knowledge.
- Romanticism is mainly connected with— Love and Beauty.
- We find the utterance 'Frailty thy name is woman' in— Shakespeare's Hamlet.
- Pen name of 'Alexei Maximovich Peshkov' is— Maxim Gorky.
- 'Lady Chatterley's Lover' is a novel written by— D. H. Lawrence.
- 'Three Witches' are important characters in —Macbeth.
- John Keats was addicted to— Opium.
- 'The Solitary Reaper' is a— Romantic poem.
- The first comedy in English literature— Ralph Roister Doister.
- 'A Midsummer Night's Dream' is a drama written by— William Shakespeare.
- Comedy of Humours was introduced by— Ben Jonson.

Quotations

- 'Truth sits upon the lips of dying men.' — Matthew Arnold.
- 'Eat to please thyself, but dress to please others.' is saying by— Benjamin Franklin.
- 'Poverty is the parent of revolution and crime.' — Aristotle.
- Frailty, thy name is woman!— William Shakespeare.
- Beauty is truth, truth is beauty— John keats.
- He who has never hoped can never despair— George Bernard Shaw.
- One half of the world cannot understand the pleasures of the other— Jane Austen.
- Ten thousands saw I at a glance, Tossing their heads is sprightly dance— William Wordsworth.
- Good fences make good neighbours— Robert Frost.

Self Test

1. What is the adjective of the word 'Heart'?
ⓚ Heart ⓚh Hearten
ⓖ Heartening ⓖh Heartful

1. **What is the adjective of the word 'Heart'?**
(ক) Heart (খ) Hearten
(গ) Heartening (ঘ) Heartful

2. You have no <u>right</u> to do it. The underlined word is—
(ক) an adjective (খ) a noun
(গ) an adverb (ঘ) a verb

3. **'Duchess' is feminine of—**
(ক) Earl (খ) Dramatist
(গ) Dutchman (ঘ) Duke

4. The Arabian Nights — still a great favourite.
(ক) is (খ) are
(গ) was (ঘ) were

5. **No sooner —— than the students stand up.**
(ক) the teacher enter the class
(খ) do the teacher enter the class
(গ) does the teacher enter the class
(ঘ) had the teacher entered the class

6. Many people of our country live— hand to mouth.
(ক) on (খ) with
(গ) from (ঘ) by

7. **Don't make noise while your father —**
(ক) is being slept (খ) asleep
(গ) has slept (ঘ) is sleeping

8. **The antonym of 'indifference' is—**
(ক) Apathy (খ) Compassion
(গ) Anxiety (ঘ) Concern

9. **Choose the correct one :—**
(ক) He is caught of flattery. (খ) He is ill of flattery.
(গ) He is sick of flattery. (ঘ) He is angry of flattery.

10. **'Iron is the most useful metal'. The positive form of the sentence is—**
(ক) Very few metals are as useful as iron.
(খ) Iron is as useful as many other metals.
(গ) No metal is as useful as iron.
(ঘ) Iron is more useful than many other metals.

11. The most famous satirist in English literature is —
(ক) Jonathan Swift (খ) Alexander Pope
(গ) Joseph Addison (ঘ) Richard Steele

12. **'If winter comes, can spring be far behind' was written by—**
(ক) John Donne (খ) P.B. Shelley
(গ) Alfred Tennyson (ঘ) S.T. Coleridge

13. **Robert Browning was a — poet. Fill in the gap with appropriate word.**
(ক) Romantic (খ) Victorian (গ) Modern (ঘ) Elizathan

14. **'The Rainbow' is—**
(ক) a poem by William Wordsworth
(খ) a short story by Somerset Maugham
(গ) a novel by D. H. Lawrence
(ঘ) a verse by S.T. Coleridge

15. **'Imitation is Suicide' — who said this?**
(ক) Socrates (খ) Burtrand Russell
(গ) Francis Bacon (ঘ) Emerson

16. 'Corruption wins not more than honesty' stated by—
(ক) Gladstone (খ) Shakespeare
(গ) Disraeli (ঘ) Churchill

17. Which was the oldest period in English literature?
(ক) Anglo-Norman (খ) Anglo-Saxon
(গ) Chaucer's Period (ঘ) None of these

ANS.

1	গ
2	খ
3	ঘ
4	ক
5	গ
6	গ
7	ঘ
8	ঘ
9	গ
10	গ
11	ক
12	খ
13	খ
14	গ
15	ঘ
16	খ
17	খ

২১ ফেব্রুয়ারিকে আনুষ্ঠানিকভাবে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬

41 BCS বাংলাদেশ বিষয়াবলি

পূর্ণমান ৩০

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশকে যতটি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়— ৬৪টি।
- বাংলায় মোগল প্রদেশের রাজধানী স্থাপন করেন— ইসলাম খান।
- ঢাকার 'ছোট কাটরা' ও 'লালবাগের দূর্গ' নির্মাণ করেন— শায়েস্তা খান।
- অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়— ৭ মার্চ ভাষণে।
- 'বঙ্গভঙ্গ' রহিত করেন— লর্ড চার্লস হার্ডিঞ্জ।
- ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে ২১ দফার প্রথম দফা— বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি দেয়া।
- কাঁচা পাটের একটি গাইটের ওজন— সাড়ে তিন মন।
- বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত— ময়মনসিংহ।
- বাথান ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর জন্য বিখ্যাত জেলা— সিরাজগঞ্জ ও পাবনা।
- বাংলাদেশের প্রধান ধান— বোরো।
- চাকমা ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাসের নাম— ফেবো।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী— চাকমা।
- 'জীবনতরী' হলো— ভাসমান হাসপাতাল।
- বাংলাদেশের চামড়া শিল্পনগরী অবস্থিত— সাভার।
- বাংলাদেশে চীনামাটির সন্ধান পাওয়া গেছে— বিজয়পুর (নেত্রকোনা)।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস অবস্থিত— গাজীপুর।
- বাংলাদেশের সংবিধান শেষ হয়েছে— ৭টি তফসিল দিয়ে।
- অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে— ১৭ নং অনুচ্ছেদে।
- ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে— ১২ নং অনুচ্ছেদে।
- বাংলাদেশের সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল যে অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে— ১১৭ নং।
- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগ দেন— রাষ্ট্রপতি।
- বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়— মুজিবনগর, মেহেরপুর।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আসনসংখ্যা— ৩৫০টি।
- সংবিধানের যে অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে— ১১৮ নং।
- সংসদে কাস্টিং ভোট বলা হয়— স্পিকারের ভোটকে।
- বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা— অ্যাটর্নি জেনারেল।
- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ন্যূনতম বয়স— ২৫ বছর।
- বাংলাদেশ-ভারত পানি বণ্টন চুক্তির মেয়াদ— ৩০ বছর।
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়— ২ অক্টোবর ২০১৯।
- দেশের প্রথম হাইব্রিড বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হবে— সোনাগাজী, ফেনী।
- বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে ড্রিমলাইনারের সংখ্যা— ৬টি।
- দেশের সপ্তম ব্যাংক নোট হবে— ২০০ টাকা মূল্যমানের।
- শাসন বিভাগকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ সাহায্য করে— তথ্য দিয়ে।
- বাংলাদেশের জেলা পরিষদে প্রশাসক নেই— পার্বত্য তিন জেলায় (রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি)।
- বাংলাদেশ প্রথম যে সংস্থায় সদস্যপদ লাভ করে— কমনওয়েলথ; ১৯৭২ সালে।

২০১৮-১৯ চূড়ান্ত হিসাব

- মোট জনসংখ্যা— ১৬৫.৫৫ মিলিয়ন।
- মোট মাথাপিছু জাতীয় আয়— ১,৯০৯ মার্কিন ডলার।
- জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার— ৮.১৫%।

Self Test

১. **সতীদাহ প্রথা বিলোপ সাধন করেন কে এবং কত সালে?**
ⓚ লর্ড কর্নওয়ালিস; ১৮১৯ ⓚ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; ১৮৩৯
ⓖ রাজা রামমোহন রায়; ১৮২৯ ⓖ লর্ড বেন্টিংক; ১৮২৯

২. **আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন শেখ মুজিবুর রহমান নিচের কোন পদে ছিলেন?**
(ক) যুগ্ম সম্পাদক (খ) সম্পাদক
(গ) সহসভাপতি (ঘ) সভাপতি

৩. **বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করা হয় কোথায়?**
(ক) সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (খ) মুজিবনগর
(গ) পল্টন ময়দান (ঘ) প্রেস ক্লাব

৪. **মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌপথ কত নম্বর সেক্টরের অধীন ছিল?**
(ক) ৯নং সেক্টর (খ) ৪নং সেক্টর
(গ) ১০নং সেক্টর (ঘ) ১১নং সেক্টর

৫. **মহান মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী ব্যক্তি ওডারল্যান্ড কোন দেশের নাগরিক?**
(ক) ইতালি (খ) নেদারল্যান্ডস
(গ) যুক্তরাষ্ট্র (ঘ) সুইজারল্যান্ড

৬. **বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা কবে গৃহীত হয়?**
(ক) ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২ (খ) ২৬ মার্চ ১৯৭১
(গ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ (ঘ) ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

৭. **জাতীয় সংসদের ১নং আসনটি বাংলাদেশের কোন জেলায়?**
(ক) কক্সবাজার (খ) পঞ্চগড়
(গ) সিলেট (ঘ) বরগুনা

৮. **বাংলাদেশের সংবিধান এ পর্যন্ত কতবার সংশোধন করা হয়েছে?**
(ক) ১৩ বার (খ) ১৪ বার
(গ) ১৬ বার (ঘ) ১৭ বার

৯. **মানুষের মৌলিক অধিকার কয়টি?**
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

১০. **ট্যারিফ কমিশন কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?**
(ক) অর্থ মন্ত্রণালয় (খ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(গ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (ঘ) শিল্প মন্ত্রণালয়

১১. **বাংলাদেশে রোপা আমন ধান কাটা হয়—**
(ক) আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে (খ) ভাদ্র-আশ্বিন মাসে
(গ) অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে (ঘ) মাঘ-ফাল্গুন মাসে

১২. **বাংলাদেশ সংবিধানের অভিভাবক কে?**
(ক) রাষ্ট্রপতি (খ) স্পীকার
(গ) আইন মন্ত্রণালয় (ঘ) সুপ্রিম কোর্ট

ANS.

১	ঘ
২	ক
৩	গ
৪	গ
৫	খ
৬	ক
৭	খ
৮	ঘ
৯	ঘ
১০	খ
১১	গ
১২	ঘ

41 BCS

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

পূর্ণমান ২০

গ্রিসের আরেকটি নাম হলো— হেলাস।
- ফকল্যান্ড যুদ্ধে আর্জেন্টিনা ইংল্যান্ডের কাছে পরাজিত হয়— ১৯৮২ সালে।
- ইতিহাস বিখ্যাত ট্রয় নগরী অবস্থিত— তুরস্ক।
- পৃথিবীর প্রথম লিখিত আইনের প্রচলন হয়— ব্যাবিলনে।
- দীর্ঘ ১৫ বছর বিরতির পর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ পুনরায় ক্ষমতায় আসেন— ১০ মে ২০১৮।
- বর্তমান বিশ্বের যে দেশটির সংবিধানকে 'শান্তি সংবিধান' বলা হয়— জাপান।
- জাপানের গোয়েন্দা সংস্থার নাম— নাইচো (Naicho)।
- জেনেভা কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়— ১৯৪৯ সালে।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়— ১৯৭৮ সালে।
- গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন সংক্রান্ত একটি চুক্তি— কিয়োটো প্রটোকল।
- বেলজিয়ামের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী— সোফি উইলমস।

১১তম BRICS সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়— ব্রাসিলিয়া, ব্রাজিল।
- ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন কার্যকর হয়— ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৫।

জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক চা দিবস— ৪ ডিসেম্বর।
- ৩০তম NATO সম্মেলন (২০১৯) অনুষ্ঠিত হয়— ওয়াটফোর্ড; যুক্তরাজ্য।
- বর্তমানে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী— সানা মেরিন (ফিনল্যান্ড)।
- কিউবার নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম— ম্যানুয়েল মারেরো ক্রুজ।
- পরিবেশবাদী ফ্রিজ হলো— CFC বিহীন ফ্রিজ।
- জীবজগতের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর— গামা রশ্মি।
- ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়— রিও ডি জেনেরিওতে।
- জাতিসংঘের জৈব নিরাপত্তাবিষয়ক প্রটোকল হলো— কার্টাগেনা প্রটোকল।
- জাতিসংঘের যে মহাসচিব বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান— দ্যাগ হ্যামারশোল্ড।
- জাতিসংঘের পতাকায় যে দুটি রং রয়েছে— নীল ও সাদা।
- OIC'র অফিসিয়াল তিনটি ভাষা— আরবি, ইংরেজি ও ফরাসি।
- বিশ্বব্যাংকের Soft Loan Window হলো— IDA।
- উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা (GCC)-এর বর্তমান সদস্য— ৬টি।
- ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)-এর বর্তমান সদস্য— ১০টি।

SAARC (South Asian Association of Regional Co-operation)-এর বর্তমান সদস্য— ৮টি; সর্বশেষ আফগানিস্তান।
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)-এর বর্তমান সদস্য— ২৮টি; সর্বশেষ ক্রোয়েশিয়া।

আরব লীগ-এর বর্তমান সদস্য— ২২টি; সর্বশেষ কমোরস।
- কাতারের রাষ্ট্রীয় নাম— State of Qatar।

পাকিস্তান ও মার্কিন বাহিনী কর্তৃক তালেবান দমনের সামরিক অভিযানের নাম— অপারেশন ব্ল্যাক থান্ডারস্টর্ম।

১৯তম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হবে— ২০২২; হাংজু, চীন।
- জীবাশ্ম জ্বালানি দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলে যে গ্যাসের পরিমাণ সব চাইতে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে— কার্বন ডাই-অক্সাইড।

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভাস্কর্য— Statue of Unity; ভারত।

ITU'র পূর্ণরূপ— International Telecommunication Union।

মধ্যপ্রাচ্য প্রথম তেল অস্ত্র ব্যবহার করেছিল— ১৯৭৩ সালে।

বিশ্বের প্রথম লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়— ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

Self Test

১. ১৭৮৩ সালে প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল কোন দুটি দেশের মধ্যে?
ক ফ্রান্স ও জার্মানি খ ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য
গ জার্মানি-যুক্তরাজ্য ঘ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য

২. মদিনা সনদে কয়টি ধারা ছিল?
ক ৪৭টি খ ৪৮টি গ ৪৯টি ঘ ৫০টি

৩. মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র বিভক্তকারী সীমারেখা কোনটি?
ক সনোরা লাইন খ ম্যাকনামারা লাইন
গ ডুরান্ড লাইন ঘ হিন্টারবার্গ লাইন

৪. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র কত বছরের জন্য নির্বাচিত হয়?
ক ৫ বছর খ ৩ বছর গ ২ বছর ঘ ১ বছর

৫. ওআইসি (OIC) কোথায় এবং কখন গঠিত হয়?
ক ১৯৬০ সালে রিয়াদে খ ১৯৬৫ সালে ইস্তানবুলে
গ ১৯৬৯ সালে রাবাতে ঘ ১৯৭২ সালে আঙ্কারায়

৬. সর্বপ্রথম কোথায় OPEC'র সদর দপ্তর স্থাপিত হয়?
ক জেনেভা খ ভিয়েনা
গ জেদ্দা ঘ বাগদাদ

৭. প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের সদর দপ্তর অবস্থিত—
ক ইউকোসুক খ হাওয়াই
গ গুয়াম ঘ সুবিক বে

৮. ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কততম প্রেসিডেন্ট?
ক ৪০তম খ ৪১তম
গ ৪৪তম ঘ ৪৫তম

৯. বায়ুমণ্ডলের কোন উপাদান অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে?
ক অক্সিজেন খ নাইট্রোজেন
গ ওজোন ঘ হিলিয়াম

১০. হো চি মিন নগরের পূর্বনাম কী ছিল?
ক সায়গন খ ভিয়েতনাম
গ হ্যানয় ঘ ভিয়েনতিয়েন

১১. ব্রিটেনের রানি যুক্তরাজ্য ব্যতীত নিচের অন্য কোন দেশের রানি হিসেবে বিবেচিত হন?
ক ডেনমার্ক খ কানাডা
গ ফ্রান্স ঘ স্পেন

ANS.
১ ঘ
২ ক
৩ ক
৪ গ
৫ গ
৬ ক
৭ ক
৮ গ
৯ গ
১০ ক
১১ খ

১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানের ২১৪ অনুচ্ছেদে 'বাংলা' রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে

41 BCS

সাধারণ বিজ্ঞান

পূর্ণমান ১৫

- নিউক্লীয় ফিশন বিভাজন একটি— বিয়োজন প্রক্রিয়া।
- বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে গেলে শব্দের বেগ— বেড়ে যায়।
- পরমশূন্য তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন— শূন্য।
- পাহাড়ের উপর রান্না করতে বেশি সময় লাগে কারণ— বায়ুচাপ কম।
- সবচেয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ— গামা রশ্মি।
- সূর্য ও কাঠের আগুন থেকে নির্গত হয় যে রশ্মি— অবলোহিত রশ্মি।
- বিদ্যুৎ বিলের হিসাব করা হয়— কিলোওয়াট-ঘণ্টা হিসেবে।
- মানুষের শ্রাব্যতার সীমা— 20 Hz - 20,000 Hz।
- আকাশে রংধনু সৃষ্টির কারণ— বৃষ্টির কণা।
- যে তাপমাত্রায় একটি চুম্বকের চুম্বকত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় তাকে বলে— কুরি বিন্দু।
- ইলেক্ট্রনিক চক্ষু বলা হয়— রাডারকে।
- বাংলাদেশে তড়িৎ-এর কম্পাঙ্ক (frequency) প্রতি সেকেন্ডে ৫০ সাইকেল-এর তাৎপর্য— প্রতি সেকেন্ডে বিদ্যুৎ প্রবাহ ৫০ বার দিক বদলায়।
- তড়িৎ শক্তি শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যে যন্ত্রের মাধ্যমে তা হলো— লাউড স্পিকার।
- ডিজিটাল ঘড়ি বা ক্যালকুলেটরে কালচে অনুজ্জ্বল লেখা ফুটে ওঠে— সিলিকন চিপের মাধ্যমে।
- ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত গামা রশ্মি বিকিরণের উৎস হলো— আইসোটোপ।
- লোহাকে গ্যালভানাইজিং করতে ব্যবহৃত হয়— দস্তা (Zinc)।
- পেট্রোলের আগুন পানি দ্বারা নেভানো যায় না, কারণ— পেট্রোল পানির চেয়ে হালকা এবং পানির সাথে মিশে না।
- ড্রাই আইস (dry ice) হলো— কঠিন অবস্থায় কার্বন ডাই-অক্সাইড।
- মানুষের লালারসে যে এনজাইম থাকে— টায়ালিন।
- 'ডিম্বাণু থেকেই সকল জীবের সূত্রপাত হয়'- এ মতবাদের প্রবক্তা— উইলিয়াম হার্ভে।
- ছত্রাক হলো— এককোষী বা বহুকোষী, ক্লোরোফিলবিহীন মৃতজীবী বা পরভোজী।
- মানবদেহে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় লবণ— সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl)।
- প্রোটিনের মূল উপাদান— নাইট্রোজেন।
- 'এভিকালচার' বলতে বোঝায়— পাখি পালনবিষয়ক বিদ্যা।
- সবুজ ফল পাকলে রঙিন হয়— জ্যান্থোফিলের উপস্থিতির কারণে।
- কোষের প্রাণশক্তি (Power house) বলা হয়— মাইটোকন্ড্রিয়াকে।
- নিউক্লিওটাইডের পলিমারকে বলে— নিউক্লিক এসিড।
- ধানের ফুলে পরাগ সংযোগ ঘটে যেভাবে— বাতাসের সাহায্যে।
- সালোকসংশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি হয়— লাল আলোতে।
- ফোটন সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা দেন— ম্যাক্স প্লাঙ্ক।
- AC-কে DC-তে পরিণত করতে ব্যবহৃত হয়— ডায়োড।
- মানবদেহের সবচেয়ে লম্বা ও বৃহৎ অস্থি— ফিমার।
- ভয় পেলে আমাদের গায়ের লোম খাড়া হয় যে হরমোনের প্রভাবে— অ্যাড্রেনালিন।
- মানুষের স্পাইনাল কর্ডের দৈর্ঘ্য— ১৮ ইঞ্চি।
- যে সব অণুজীব রোগ সৃষ্টি করে তাদের বলা হয়— প্যাথোজেন।
- যে যন্ত্রের সাহায্যে হৃদপিণ্ডের গতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায়— পেসমেকার।
- শিশু জন্মের পর যে সময় পর্যন্ত কেবল মায়ের বুকের দুধই যথেষ্ট— ৬ মাস।
- আম, জলপাইসহ বিভিন্ন প্রকার আচার সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়— ভিনেগার বা এসিটিক এসিড (CH_3COOH)।

Self Test

ANS.

১ গ
২ ক
৩ গ
৪ ক
৫ গ
৬ খ
৭ গ
৮ গ
৯ ক
১০ গ
১১ ঘ
১২ খ

১. ফটোইলেকট্রিক কোষের উপর আলো পড়লে কী উৎপন্ন হয়?
ক তাপ খ চুম্বক
গ বিদ্যুৎ ঘ তাপ ও বিদ্যুৎ

২. মোটর, জেনারেটর ও ট্রান্সফরমার ইত্যাদিতে কী ধরনের চুম্বক ব্যবহৃত হয়?
ক অস্থায়ী চুম্বক খ স্থায়ী চুম্বক
গ প্রাকৃতিক চুম্বক ঘ সিরামিক চুম্বক

৩. উড়োজাহাজের গতি নির্ণায়ক যন্ত্র—
ক ক্রনোমিটার খ ওডোমিটার
গ ট্যাকোমিটার ঘ ক্রেসকোগ্রাফ

৪. কোন পাখি দীর্ঘতম পথ পাড়ি দিতে পারে?
ক গাঙচিল খ শকুন গ মাছরাঙা ঘ শঙ্খচিল

৫. কৃষি জমিতে প্রধানত চুন ব্যবহার করা হয়—
ক মাটির ক্ষয় রোধের জন্য খ মাটির অম্লতা বৃদ্ধির জন্য
গ মাটির অম্লতা হ্রাসের জন্য ঘ মাটির জৈব পদার্থ বৃদ্ধির জন্য

৬. ছায়াপথ তার নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরে আসতে যে সময় লাগে তাকে কী বলে?
ক সৌর বছর খ কসমিক ইয়ার
গ আলোক বর্ষ ঘ পলিসার

৭. মানবদেহে সাধারণভাবে ক্রোমোজোম থাকে—
ক ২৫ জোড়া খ ২৪ জোড়া
গ ২৩ জোড়া ঘ ২০ জোড়া

৮. আইনস্টাইনের ভর ও শক্তিসম্পর্ক বিষয়ক সূত্র হলো—
ক $E = mc$ খ $E = m^2c^2$
গ $E = mc^2$ ঘ $E = \frac{1}{2}mc^2$

৯. অতিরিক্ত খাদ্য থেকে লিভারে সঞ্চিত সুগার হলো—
ক গ্লাইকোজেন খ গ্লুকোজ
গ ফ্রুক্টোজ (Fructose) ঘ সুক্রোজ

১০. আইলেট অব ল্যাঙ্গারহেন্স কার কলাস্থানিক বৈশিষ্ট্য?
ক ক্ষুদ্রান্ত্র খ যকৃত
গ অগ্ন্যাশয় ঘ বৃক্ক

১১. কোন টিকার কার্যকর ব্যবহার নেই?
ক MMR vaccine খ Hepatitis B vaccine
গ Chiken pox Vaccine ঘ Cholera Vaccine

১২. নারভাস সিস্টেমের স্ট্রাকচারাল এবং ফাংশনাল ইউনিটকে কী বলে?
ক নেফ্রন খ নিউরন
গ থাইমাস ঘ মাস্ট সেল

২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণায় প্রস্তাব UNESCO'তে উত্থাপন করা হয় ২৯ মার্চ ১৯৯৮

41 BCS ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

পূর্ণমান ১০

'আফ্রিকার মুক্তভূমি' বলা হয়— লাইবেরিয়াকে।
- জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াকে পৃথক করেছে— কোরিয়া প্রণালী।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্য— ৫টি।
- বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে যে কাল্পনিক রেখা অতিক্রম করেছে— কর্কটক্রান্তি রেখা।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপের স্থানীয় নাম— নারিকেল জিঞ্জিরা।
- আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে— পানামা খাল।
- দুটি মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত দেশ হলো— তুরস্ক।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমানা— ৪,১৫৬ কিমি।
- জাপান ও রাশিয়ার মধ্যকার বিরোধপূর্ণ দ্বীপের নাম— কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ।
- ইউরোপের দীর্ঘতম নদী— ভলগা।
- জাফনা দ্বীপ অবস্থিত— শ্রীলংকায়।
- বিশ্বের বৃহত্তম প্রবাল দ্বীপ গ্রেট বেরিয়ার রিফ অবস্থিত— প্রশান্ত মহাসাগরে।
- হোয়াংহো নদীর উৎপত্তিস্থল— কুনলুন পর্বত।
- মরুভূমির জাহাজ বলা হয়— উটকে।
- লা-প্লাটা নদীর মোহনায় অবস্থিত— মন্টিভিডিও, উরুগুয়ে।
'নায়াগ্রা জলপ্রপাত' অবস্থিত যেখানে— যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা।
- ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী, বাংলাদেশকে ভাগ করা হয়েছে— ৩ ভাগে।
- বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় পরিবেশনীতি ঘোষিত হয়— ১৯৯২ সালে।
- উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়েছে— ১০টি জেলায়।
- চিরহরিৎ বৃক্ষের বন গড়ে ওঠে— নিরক্ষীয় অঞ্চলে।
- বাংলাদেশে বর্তমানে রাডার স্টেশন রয়েছে— ৫টি।
- বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর যে মন্ত্রণালয়ের অধীন— প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
- বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত— ২০৩ সে.মি.।
- মেরু অঞ্চলের বরফ যে কারণে গলে যাচ্ছে— বৈশ্বিক উষ্ণতা।
- সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরে ভূকম্পন সৃষ্টি হতে পারে— ৫-১১৫ কি.মি. পর্যন্ত।
- বাংলাদেশে পরিবেশ আদালত গঠন করা হয়— ১৬ অক্টোবর ২০০১।
- সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভক্ত— ৩টি স্তরে।
- চীন সাগরে উৎপন্ন ঘূর্ণিঝড়কে বলা হয়— টাইফুন।
- বাংলাদেশে কালবৈশাখি ঝড় হয়— প্রাক-মৌসুমী বায়ু ঋতুতে।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় সমভূমিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী যে ধরনের বন্যা কবলিত হয়— জলোচ্ছ্বাসজনিত বন্যা।
- লোহিত সাগরের প্রাচীন নাম— সাইনাস অ্যারাবিকাস।
- বাংলাদেশে সর্বশেষ আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়— বুলবুল; ৯ নভেম্বর ২০১৯।

Self Test

১. বাংলার প্রাচীনতম জনপদ কোনটি?
ক সোনারগাঁ খ বিক্রমপুর
গ পুণ্ড্র ঘ গোপালগঞ্জ

২. বৌদ্ধ সভ্যতার জন্য বিখ্যাত তক্ষশীলা অবস্থিত—
ক ভারতে খ নেপালে
গ পাকিস্তানে ঘ চীনে

৩. 'সাত পাহাড়ের দেশ' কোনটি?
ক টোকিও খ রোম
গ দিল্লি ঘ কায়রো

৪. বাংলাদেশের জলবায়ু কী ধরনের?
ক ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু খ ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু
গ উপক্রান্তীয় জলবায়ু ঘ আর্দ্র ক্রান্তীয় জলবায়ু

৫. পাহাড়ি এলাকায় কোন ধরনের বন্যা হয়?
ক মৌসুমী বন্যা খ প্রবল বর্ষাজনিত বন্যা
গ আকস্মিক বন্যা ঘ জোয়ার-ভাটাজনিত বন্যা

ANS.
১ গ
২ গ
৩ খ
৪ খ
৫ গ

41 BCS নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

পূর্ণমান ১০

- মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের প্রভাবে ত্বরান্বিত হয়— জাতীয় উন্নয়ন।
'আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান'-এ কথা বলেছেন— অধ্যাপক ডাইসি।
- ভোটদান ও নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার— রাজনৈতিক অধিকার।
- মূল্যবোধের শিক্ষার সূচনা হয় যেখান থেকে— পরিবার।
- মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে— মূল্যবোধ।
- স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব যে বিপ্লবের ভিত্তি ছিল— ফরাসি বিপ্লব।
- যে দেশের মূল্যবোধ সবচেয়ে পুরাতন— যুক্তরাজ্য।
- স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন— সুশাসন।
- সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা যার অন্যতম একটি লক্ষ্য— মূল্যবোধের।
'আইন হলো সার্বভৌমত্বের আদেশ'- উক্তিটি করেছেন— টমাস হবস।
- বাংলাদেশে স্বাধীন বিচার বিভাগ আত্মপ্রকাশ করে— ১ নভেম্বর ২০০৭।
- জাতিসংঘ সনদে যে কয়টি মানবাধিকারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে— ২৮টি।
- যোগ্য নেতার আবির্ভাবের জন্য পূর্বশর্ত— সুশাসন।
- বড়দের সম্মান করা, দানশীলতা, শ্রমের মর্যাদা ইত্যাদি যে ধরনের মূল্যবোধ— সামাজিক।
- মৌলিক অধিকারের উৎস— রাষ্ট্রের সংবিধান।

Self Test

১. মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নয় কোনটি?
ক জাতীয় সংসদ খ বিশ্ববিদ্যালয়
গ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ঘ স্কুল-কলেজ

২. জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে কোনটি?
ক ন্যায়বিচার খ দানশীলতা
গ সুশাসন ঘ ক ও গ উভয়ই

৩. সুশাসন হলো এমন এক শাসন ব্যবস্থা যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে—
ক সুসম্পর্ক গড়ে তোলে খ আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলে
গ শান্তির সম্পর্ক গড়ে তোলে ঘ কোনোটিই নয়

৪. সরকার ও জনগণের মধ্যে আয়নার মতো কাজ করে কোনটি?
ক রাজনীতি খ বিরোধী দল
গ মামলা ঘ মিডিয়া

ANS.
১ ক
২ গ
৩ খ
৪ ঘ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের জন্য UNESCO'তে প্রস্তাব উত্থাপন করে Mother Language Lovers of the World নামের সংগঠন

41 BCS

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি

পূর্ণমান ১৫

- মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কৃত হয়— ১৯৭১ সালে। মনিটর, প্রিন্টার, প্লটার, প্রজেক্টর ইত্যাদি— আউটপুট ডিভাইস।
- কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের মধ্যে যে কয়টি অংশ রয়েছে— তিনটি।
- কম্পিউটারকে হ্যাকিং থেকে রক্ষা করে— ফায়ারওয়াল।
- অচেনা ও অপ্রয়োজনীয় ই-মেইলকে বলা হয়— Spam।
- কম্পিউটারের ভাইরাস হলো— একধরনের বিশেষ প্রোগ্রাম।
- বাইনারি পদ্ধতিতে তথ্য প্রকাশের মৌলিক একক— বিট।
- $৫২_{(১৬)}$ এর বাইনারিরূপ— $01010010_{(2)}$। 10101111-এর 1's Complement হলো— 01010000।
- কম্পিউটার যুক্তি বর্তনী অংশের সাধারণ গেটগুলোর নাম— AND, OR এবং NOT।
- একটি রিলেশনাল ডাটাবেস মডেলের Relation প্রকাশ করা হয়ে থাকে— Tables দ্বারা।
- ডাটাবেজ টেবিলের রেকর্ডসমূহকে বিশেষ লজিক্যাল অর্ডারে সাজিয়ে রাখাকে বলে— ইনডেক্সিং।
- এমবেডেড সিস্টেম জনপ্রিয়তার কারণগুলো— দামে সস্তা, আকারে ছোট এবং বিদ্যুৎ খরচ কম।
- রোবটিক্স-এর জনক— যুক্তরাষ্ট্রের ট্রানজিশন রিসার্চ কর্পোরেশনের স্বত্বাধিকারী জোসেফ এফ অ্যাঞ্জেল বার্গার।
- বর্তমানে আধুনিক রোবটিক্সের পথ প্রদর্শক হিসেবে কৃতিত্ব দেয়া হয়— আইজ্যাক আশিমোকে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় অনুসন্ধানকারী Forensic Cyber Security কোম্পানির নাম— Mandiant।
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯৯০ সালে।
- চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়— Personal Computer।
- যে কাজের জন্য কম্পিউটার বেশি সুবিধাজনক— পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ।
- কম্পিউটারের যে অংশ ডেটা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে তাকে বলে— CPU।
- যে ডিভাইস কোনো সংকেতকে চিহ্নিত করতে পারে— সেন্সর।
- কম্পিউটার তৈরি করার সময় উহার মেমোরিতে যে সকল প্রোগ্রাম স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে দেয়া হয়, তাকে বলে— ফার্মওয়্যার।
- কম্পিউটার ভাইরাস নামকরণ করেন— ফ্রেডেরিক বি. কোহেন।
- পেশাজীবীদের সামাজিক যোগাযোগের বিশেষ ওয়েবসাইট— লিংকডইন (LinkedIn)।
- কম্পিউটারের মনিটরে তথ্য প্রদর্শনের ক্ষুদ্রতম একক— পিক্সেল।
- ইন্টারনেট থেকে কম্পিউটারে ফাইল ট্রান্সফার প্রক্রিয়াকে বলে— ডাউনলোডিং।
- জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যম Twitter প্রতিষ্ঠিত হয়— ২০০৬ সালে। 'ন্যানো প্রযুক্তির জনক' বলা হয়— রিচার্ড ফিলিপস ফাইম্যানকে।
- অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম প্রথম ব্যবহৃত হয়— ২০০৮ সালে। 12-কে বাইনারিতে প্রকাশ করলে হয়— 1100।
- Cookie হলো— Internet Information File।
- কম্পিউটারের ক্ষেত্রে তথ্য পরিবহনের জন্য পরিবাহী পথকে বলে— বাস (Bus)।

Self Test

১. **Backup প্রোগ্রাম বলতে কী বোঝানো হয়?**
ক নির্ধারিত ফাইল কপি করা
খ আগের প্রোগ্রামে ফিরে যাওয়া
গ সবশেষ পরিবর্তন Undo করা
ঘ কোনোটিই নয়

২. **ই-মেইল গ্রহণ করার অধিক ব্যবহৃত প্রোটোকল কোনটি?**
ক POP3 খ POP9
গ HTML ঘ SMTP

৩. **একটি প্রতিষ্ঠানের ডিভাইস ভাগাভাগি করে নেয়ার সুবিধা হলো—**
ক Money affordable খ Place affordable
গ Time affordable ঘ All of these

৪. **কম্পিউটারের জনক বলা হয় কাকে?**
ক চার্লস ব্যাবেজ খ স্টিফেন হকিন্স
গ আলফ্রেড নোবেল ঘ আইনস্টাইন

৫. **MS Word-এ কোনো কিছু কপি করতে হলে কী-বোর্ডের কমান্ড বাটন হচ্ছে—**
ক Shift + Copy খ Shift + Alter + C
গ Alt + G ঘ Ctrl + C

৬. **নিচের কোনটি Anti Virus সফটওয়্যার নয়?**
ক Kaspersky খ Win-Pro
গ AVG ঘ MC Afee

৭. **Android-এর উদ্ভাবক কারা?**
ক অ্যান্ডি রুবিন ও রিচ মিনার
খ স্টিভ জবস ও ওজনিয়াক
গ ল্যারি পেইজ ও সের্গেইব্রিন
ঘ বিল গেটস ও পল অ্যালেন

৮. **নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে চলমান ডেটার সে কাঠামো তার নাম কী?**
ক Packets খ token
গ circulating ঘ Rotating

৯. **ইন্টারনেট চালুর বছর—**
ক ১৯৫৯ খ ১৯৬৫
গ ১৯৬৯ ঘ ১৯৮১

১০. **A barcode reader emits—**
ক Sounds খ Commands
গ Lights ঘ Magetic field

১১. **কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরি করতে কোনটি দরকার?**
ক হাব খ মাউস
গ কীবোর্ড ঘ মনিটর

১২. **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় প্রধানত ব্যবহৃত হয় কোনটি?**
ক HTML খ PYTHON
গ COBOL ঘ PROLOG

ANS.
১ ক
২ ক
৩ ঘ
৪ ক
৫ ঘ
৬ খ
৭ ক
৮ ক
৯ গ
১০ গ
১১ ক
১২ ঘ

41 BCS

গাণিতিক যুক্তি

পূর্ণমান ১৫

সিলেবাস ও মানবণ্টন

১. বাস্তব সংখ্যা, ল. সা. গু., গ. সা. গু., শতকরা, সরল ও যৌগিক মুনাফা, অনুপাত ও সমানুপাত, লাভ ও ক্ষতি : ০৩
২. বীজগাণিতিক সূত্রাবলি, বহুপদী উৎপাদক, সরল ও দ্বিঘাত সমীকরণ, সরল ও দ্বিঘাত অসমতা, সরল সহসমীকরণ : ০৩
৩. সূচক ও লগারিদম, সমান্তর ও গুণোত্তর অনুক্রম ও ধারা : ০৩
৪. রেখা, কোণ, ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্য, পিথাগোরাসের উপপাদ্য, বৃত্ত সংক্রান্ত উপপাদ্য, পরিমিতি– সমতলীয় ক্ষেত্র ও ঘনবস্তু : ০৩
৫. সেট, বিন্যাস ও সমাবেশ, পরিসংখ্যান ও সম্ভাব্যতা : ০৩

Self Test

১. কোন সংখ্যার ০.১ ভাগ এবং ০.১ ভাগের মধ্যে পার্থক্য ১.০ হলে, সংখ্যাটি কত?
ⓚ ১০ ⓚⓗ ৯
ⓖ .৯০ ⓖⓗ ১০০

২. বার্ষিক $৪\frac{১}{২}\%$ সরল সুদে কত টাকা বিনিয়োগ করলে ৪ বছরে তা ৮২৬ টাকা হবে?
ⓚ ৪৫৮ টাকা ⓚⓗ ৬৫০ টাকা
ⓖ ৭০০ টাকা ⓖⓗ ৭২৫ টাকা

৩. $1+2+3+4+ \ldots\ldots\ldots\ldots +99 =$ কত?
ⓚ 4850 ⓚⓗ 4950 ⓖ 4650 ⓖⓗ 4750

৪. একটি আয়তক্ষেত্র ও একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা পরস্পর সমান। যদি আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ তার দৈর্ঘ্যের অর্ধেক হয় তবে বর্গক্ষেত্র ও আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত?
ⓚ ৩ : ২ ⓚⓗ ৬ : ৫ ⓖ ৪ : ৩ ⓖⓗ ৯ : ৮

৫. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ ২৫ মিটার। অপর বাহুদ্বয়ের একটি অপরটির $\frac{৩}{৪}$ অংশ হলে, অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যর অনুপাত—
ⓚ ৩ : ৪ ⓚⓗ ১ : ২
ⓖ ৩ : ৫ ⓖⓗ ২ : ১

৬. একটি প্রকৃত ভগ্নাংশের হর, লব অপেক্ষা ৪ বেশি। ভগ্নাংশটি বর্গ করলে যে ভগ্নাংশ পাওয়া যাবে তার হর, লব অপেক্ষা ৪০ বেশি। ভগ্নাংশটি কত?
ⓚ ৭/১১ ⓚⓗ ৩/৭
ⓖ ৯/১৩ ⓖⓗ ১/৫

ANS.

১	গ
২	গ
৩	খ
৪	ঘ
৫	ক
৬	খ

41 BCS

মানসিক দক্ষতা

পূর্ণমান ১৫

Self Test

১. মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করা আমাদের.....।
ⓚ ফ্যাশন ⓚⓗ ধর্ম
ⓖ কর্তব্য ⓖⓗ নিয়ম

২. মনোভাব : উদারচেতা :: শিক্ষা : ?
ⓚ সর্বজনীন ⓚⓗ উপানুষ্ঠানিক
ⓖ আনুষ্ঠানিক ⓖⓗ কুসংস্কার

৩. সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ঘড়ির মিনিটের কাঁটা ঘন্টার কাঁটাকে কতবার অতিক্রম করবে?
ⓚ ১ বার ⓚⓗ ২ বার
ⓖ ৩ বার ⓖⓗ ৪ বার

৪. The word 'precedence' means—
ⓚ example ⓚⓗ priority
ⓖ elderly ⓖⓗ case

৫. একটি বানর ১৩ মিটার উচু পিচ্ছিল বাঁশের উপর উঠতে প্রথম সেকেন্ডে ৩ মিটার উঠে এবং পরবর্তী সেকেন্ডে ১ মিটার নেমে আসে। বানরটি কত সেকেন্ডে উক্ত বাঁশের উপর উঠবে?
ⓚ ১১ সেকেন্ড ⓚⓗ ১০ সেকেন্ড
ⓖ ৯ সেকেন্ড ⓖⓗ ৮ সেকেন্ড

৬. আগামী পরশুর পরের দিন যদি বুধবার হয় তাহলে গতকাল কী বার ছিল?
ⓚ শনিবার ⓚⓗ রবিবার
ⓖ সোমবার ⓖⓗ মঙ্গলবার

৭. A farmer had 17 hens. All but 9 died. How many live hens were left?
ⓚ 0 ⓚⓗ 9
ⓖ 8 ⓖⓗ 16

৮. ঘ-এর মাতা গ। ঘ, গ-এর কন্যা নয়। অতএব ঘ ও গ-এর মধ্যকার সম্পর্ক কী?
ⓚ ঘ, গ-এর ছেলে ⓚⓗ ঘ ও গ ভাই
ⓖ ঘ, গ-এর দাদা ⓖⓗ কোনো সম্পর্ক নেই

৯. ০.০৩, ০.১২, ০.৪৮, ... শূন্যস্থানে সংখ্যাটি কত হবে?
ⓚ ০.৯৬ ⓚⓗ ১.৮৮
ⓖ ১.৯২ ⓖⓗ ১.৫০

১০. নিচের চিত্রে মোট কতটি ত্রিভুজ আছে?
ⓚ ৮টি
ⓚⓗ ১০টি
ⓖ ১৩টি
ⓖⓗ ১৬টি

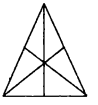

ANS.

১	গ
২	ক
৩	ক
৪	খ
৫	ক
৬	ক
৭	খ
৮	ক
৯	গ
১০	ঘ

৪০তম বিসিএস REAL ViVA

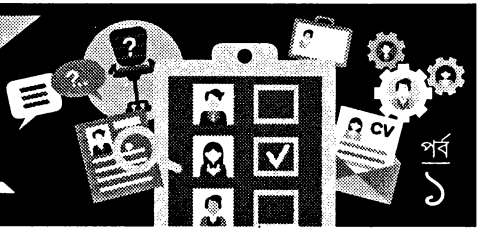

পর্ব ১

প্রার্থী	আস্সালামু আলাইকুম। আসতে পারি স্যার?
চেয়ারম্যান	ওয়ালাইকুমুস সালাম। আসুন, বসুন।
প্রার্থী	ধন্যবাদ, স্যার।
চেয়ারম্যান	বর্তমানে আপনি কি কোনো চাকরিতে কর্মরত আছেন?
প্রার্থী	না, স্যার।
চেয়ারম্যান	Please introduce yourself.
প্রার্থী	OK, sir. I am Ferhana Islam. My father's name is Md. Nazrul Islam. My father is a businessman. My mother's name is Saleha Begum. She is a housewife. I am from Khulna. I completed my Honours and Masters degrees from Khulna Govt. Girls College under National University in English.
চেয়ারম্যান	আপনার প্রথম পছন্দ প্রশাসন ক্যাডার, কেন?
প্রার্থী	স্যার, আমার প্রথম পছন্দ প্রশাসন ক্যাডার। কারণ এই ক্যাডারকে বলা হয় 'সকল ক্যাডারের জননী' এবং এখান থেকে জনসাধারণের সেবা করার সুযোগ বেশি থাকে।
চেয়ারম্যান	অধ্যাদেশ কী?
প্রার্থী	বিশেষ ক্ষমতাবলে প্রদত্ত নির্দেশ, আদেশ বা ডিক্রি হলো অধ্যাদেশ। বিভিন্ন দেশে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংবিধানসম্মত বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারি করেন।
পরীক্ষক-১	Concert for Bangladesh কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
প্রার্থী	ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন, নিউইয়র্ক।
পরীক্ষক-১	কনসার্ট ফর বাংলাদেশ-এর প্রধান শিল্পী কে ছিলেন?
প্রার্থী	জর্জ হ্যারিসন।
পরীক্ষক-১	তার গাওয়া গানটি গেয়ে শুনান?
প্রার্থী	দুঃখিত স্যার, আমি গানটি জানি না।
পরীক্ষক-১	সুশাসন বলতে কী বোঝায়? এর ইংরেজী প্রতিশব্দ কী?
প্রার্থী	সুশাসন বলতে প্রশাসন পরিচালনায় আমলা ও রাজনীতিবিদদের দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা প্রভৃতিকে বোঝায়। সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ Good Governance।
পরীক্ষক-১	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কী?
প্রার্থী	১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করে, যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে অভিহিত।
পরীক্ষক-১	বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস কত তারিখে? বঙ্গবন্ধু কবে বাংলাদেশের নামকরণ করেন?
প্রার্থী	বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ১০ জানুয়ারি। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের নামকরণ করেন ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯।
পরীক্ষক-২	What was the profession of Arthur Conan Doyle?
প্রার্থী	He was a physician.
পরীক্ষক-২	Name two famous historians of Elizabethan Age.
প্রার্থী	William Camden and John Knox.
পরীক্ষক-২	What do you mean by tragedy?
প্রার্থী	A tragedy is a serious play with a sad ending, especially one in which protagonist (Central character) dies.
পরীক্ষক-২	What are the great tragedies of Shakespeare?
প্রার্থী	Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear, Romeo and Juliet, Troilus and Cressida, Antony and Cleopatra and Titus Andronicus.
পরীক্ষক-২	Who was Coleridge? What is his full name?
প্রার্থী	Coleridge was a great poet, literary critic and philosopher of Romantic Period. His full name is Samuel Taylor Coleridge.
পরীক্ষক-২	What are the salient features of Romanticism?
প্রার্থী	Subjectivity, Love for nature primitivism, Love for the past, Interest in the remote etc.
পরীক্ষক-১	বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত প্রথম ভাস্কর্যের নাম কী এবং কোথায় অবস্থিত?
প্রার্থী	'অপরাজেয় বাংলা'; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে অবস্থিত।
পরীক্ষক-১	পলাশী যুদ্ধ কখন এবং কোথায় সংঘটিত হয়?
প্রার্থী	পলাশী যুদ্ধ ২৩ জুন ১৭৫৭ ভাগীরথী নদীর তীরে একটি আম্রকাননে সংঘটিত হয়।
চেয়ারম্যান	ক্যাবিনেট মিশন কী?
প্রার্থী	ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার একটি প্রতিনিধি দল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য তারা ১৯৪৬ সালে ভারতবর্ষে আসেন। এ মিশনের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩ জন।
চেয়ারম্যান	আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কি সম্পূর্ণ স্বাধীন?
প্রার্থী	না স্যার, আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়।
চেয়ারম্যান	কেন নয়?
প্রার্থী	স্থানীয় সরকারের বাজেট কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান করে তাই কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত স্থানীয় সরকারে প্রতিফলিত হয়।
চেয়ারম্যান	ধন্যবাদ, আপনি এবার আসুন।
প্রার্থী	ধন্যবাদ, স্যার। আস্সালামু আলাইকুম। *[সংগৃহীত]*

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর বিভিন্ন পদে নিয়োগ

Special Model Test

উপসহকারী পরিচালক ও কোর্ট পরিদর্শক পদে প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০; সকাল ১০টা-১১টা

১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, প্রাচীনতম চর্যাকার কে?
ক কাহ্নপা খ শবরপা গ সরহপা ঘ ভুসুকুপা

২. চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ কে আবিষ্কার করেন?
ক বিজয়চন্দ্র মজুমদার খ প্রবোধচন্দ্র বাগচী
গ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঘ সুকুমার রায়

৩. কুক্কুরী পা-এর পদ সংখ্যা কয়টি?
ক ৮টি খ ৪টি গ ২টি ঘ ৩টি

৪. কলকাতায় প্রথম রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয় কত সালে?
ক ১৮১৭ খ ১৮৫২ গ ১৮৩২ ঘ ১৭৫৩

৫. 'কবিকণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন—
ক তফাজ্জল হোসেন খ ফজল শাহাবুদ্দীন
গ আবদুল কাদির ঘ মোজাম্মেল হক

৬. 'সব পেয়েছির দেশে' ভ্রমণকাহিনির লেখক কে?
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ সৈয়দ মুজতবা আলী
গ হাসান হাফিজুর রহমান ঘ বুদ্ধদেব বসু

৭. কত সালে কাজী নজরুল ইসলাম 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ করেন?
ক ১৯৪০ খ ১৯৪৫ গ ১৯৭৪ ঘ ১৯৬০

৮. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদক কে?
ক সৈয়দ আলী আহসান খ কবীর চৌধুরী
গ ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯. 'শবপোড়া' শব্দটিতে কী দোষ দেখা যায়?
ক আকাঙ্ক্ষার ভুল প্রয়োগ খ উপমা প্রয়োগে ভুল
গ দুর্বোধ্যতা ঘ শুরুচণ্ডালী

১০. 'আনত' সমাসবদ্ধ শব্দ কোন সমাসের উদাহরণ?
ক বহুব্রীহি খ কর্মধারয় গ অব্যয়ীভাব ঘ দ্বিগু

১১. 'যেই তার দর্শন পেলাম সেই আমরা প্রস্থান করলাম।'— এটি কোন জাতীয় বাক্য?
ক মিশ্র বাক্য খ যৌগিক বাক্য
গ মৌলিক বাক্য ঘ সরল বাক্য

১২. 'Archetype' শব্দের অর্থ—
ক ধাতববর্ণ খ স্থপতি
গ স্থাপত্যকলা ঘ আদিরূপ

১৩. কোন পাঁচটি বর্ণ উচ্চারণকালে জিহ্বার অগ্রভাগ উল্টে গিয়ে মূর্ধাকে স্পর্শ করে?
ক ক খ গ ঘ ঙ খ ট ঠ ড ঢ ণ
গ চ ছ জ ঝ ঞ ঘ ত থ দ ধ ন

১৪. শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক পানিনি খ পাণিনি গ পানীনী ঘ পানিনী

১৫. Amnesty-এর অর্থ—
ক সাধারণ ক্ষমা খ রাষ্ট্রীয় ক্ষমা
গ শর্তযুক্ত ক্ষমা ঘ নিঃশর্ত ক্ষমা

১৬. 'কলম' শব্দটি এসেছে কোন ভাষা থেকে?
ক গ্রিক খ আরবি গ ফারসি ঘ ফরাসি

১৭. 'হাসেম কিংবা কাশেম এর জন্য দায়ী'—বাক্যে 'কিংবা' কোন শ্রেণীর অব্যয়?
ক অনন্বয়ী খ সমুচ্চয়ী গ অনুকার ঘ অনুসর্গ

১৮. 'আহব'-এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক নিধন খ সর্প গ নীর ঘ যুদ্ধ

১৯. 'আদিষ্ট'-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক অবশিষ্ট খ উচ্ছিষ্ট গ নিষিদ্ধ ঘ পরাজিত

২০. 'মহিমা' শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
ক মহি+ইমন খ মহা+ইমা
গ মহিম+আ ঘ মহৎ+ইমন

২১. Would that I could fly in the sky! (Assertive)
ক I could fly in the sky. খ I would fly in the sky.
গ I wish I could fly in the sky. ঘ I wish I fly in the sky.

২২. I know the boy who will win. The underlined clause is—
ক a noun clause খ an adjective clause
গ an adverbial clause ঘ a principal clause

২৩. Raihan stood in front of me.
ক Adverbial phrase খ Noun phrase
গ Prepositional phrase ঘ Adjective phrase

২৪. Which sentence has got qualitative adjective?
ক I ate some rice. খ Burhan is a good boy.
গ He is the first boy in the class. ঘ That girl sings well.

২৫. Father of English poetry is—
ক John Keats খ William Shakespeare
গ Geoffrey Chaucer ঘ William Wordsworth

২৬. An statesman but was awarded Nobel Prize in literature—
ক Winston Churchill খ Rozvelt
গ Truman ঘ King Richard

২৭. The synonym for 'Brazen'—
গ Shameless খ Quick গ Modest ঘ Pleasant

২৮. 'Help thyself and God will help thee'—who told it?
ক Edmund Spenser গ George Herbert
গ John Milton ঘ Alexander Pope

২৯. 'The Scholar Gipsy' is written by—
ক Matthew Arnold খ Ralph Hodgson
গ Oliver Goldsmith ঘ Alfred Tennyson

৩০. *To get along with* means—
ক To adjust খ Cause to hapen
গ Thoroughly ঘ Waste time

৩১. Select the correct sentence.
ক The cow is more useful than all other animals.
খ The cow is most useful than all other animals.
গ The cow is more useful of all animals.
ঘ The cow is useful than all other animals.

৩২. Find the word that is correctly spelt.
ক Curriculum খ Carreculum
গ Curricolum ঘ Curreculum

MCQ উত্তর

১	খ
২	খ
৩	ঘ
৪	ঘ
৫	খ
৬	ঘ
৭	খ
৮	ক
৯	ঘ
১০	গ
১১	ক
১২	ঘ
১৩	খ
১৪	খ
১৫	খ
১৬	খ
১৭	খ
১৮	ঘ
১৯	গ
২০	ঘ
২১	গ
২২	খ
২৩	গ
২৪	খ
২৫	গ
২৬	ক
২৭	ক
২৮	খ
২৯	ক
৩০	ক
৩১	ক
৩২	ক

MCQ

উত্তর
৩৩ খ
৩৪ গ
৩৫ ক
৩৬ ঘ
৩৭ ক
৩৮ গ
৩৯ গ
৪০ খ
৪১ ক
৪২ ঘ
৪৩ খ
৪৪ গ
৪৫ খ
৪৬ খ
৪৭ গ
৪৮ গ
৪৯ ঘ
৫০ ক
৫১ খ
৫২ গ
৫৩ গ
৫৪ ক
৫৫ ঘ
৫৬ ক
৫৭ গ
৫৮ গ
৫৯ ক
৬০ ঘ
৬১ খ
৬২ খ
৬৩ ঘ
৬৪ ক
৬৫ ঘ
৬৬ গ

৩৩. 'For God's sake hold your tongue and let me love'— quoted by—
ক John Keats খ John Donne
গ W. Shakespeare ঘ George Eliot

৩৪. What is known as Romantic Period of English literature?
ক 1550–1558 খ 1649–1660
গ 1798–1832 ঘ 1910–1936

৩৫. The phrasal verb 'Bring off' means —.
ক Rescue খ Reduce গ Produce ঘ Increase

৩৬. Find out the Collective Noun from the following.
ক Water খ Kindness গ Cow ঘ Army

৩৭. Which is the antonym of the word 'awkward'?
ক Graceful খ Normal গ Lively ঘ Ugly

৩৮. Apparently contradictory words appearing in conjunction is called—
ক hyperbole খ paradox
গ oxymoron ঘ antithesis

৩৯. In the word 'omnipotent', the prefix 'omni' refers to—
ক opposite খ single গ all ঘ none

৪০. Which one is in singular number?
ক Phenomena খ Criterion
গ Oases ঘ Ultimata

৪১. দুটি সংখ্যার ল.সা.গু. ৬০ এবং গ.সা.গু. ১০। একটি সংখ্যা অপর সংখ্যার $\frac{২}{৩}$ অংশ হলে ছোট সংখ্যাটি কত?
ক ২০ খ ৩০ গ ১০ ঘ কোনটিই নয়

৪২. যদি কোনো স্কুলের ছাত্রীদের $\frac{১}{৩}$ অংশ ঐ স্কুলের মোট ছাত্র-ছাত্রীদের $\frac{১}{৫}$ এর সমান হয় তাহলে স্কুলটিতে ছাত্র : ছাত্রী হবে—
ক ৫ : ৩ খ ৩ : ২ গ ২ : ৫ ঘ ২ : ৩

৪৩. যদি $x+\frac{1}{x}=5$ হয়, তবে $\frac{x}{x^2+x+1}$ এর মান কত?
ক $\frac{1}{5}$ খ $\frac{1}{6}$ গ $\frac{1}{7}$ ঘ $\frac{1}{4}$

৪৪. m সংখ্যক সংখ্যার গড় x এবং n সংখ্যক সংখ্যার গড় y হলে সব সংখ্যার গড় কত?
ক $\frac{x+y}{mn}$ খ $\frac{x+y}{m+n}$ গ $\frac{mx+ny}{m+n}$ ঘ $\frac{mx+ny}{mn}$

৪৫. $\log_x 324 = 4$ হলে x-এর মান কত?
ক $3\sqrt{3}$ খ $3\sqrt{2}$ গ $2\sqrt{3}$ ঘ $2\sqrt{2}$

৪৬. ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত ২ : ৩ : ৪ হলে বৃহত্তম কোণের পরিমাণ কত?
ক ৬০° খ ৮০° গ ৪০° ঘ ৯০°

৪৭. ৪ জন ছাত্রীসহ ১০ জন শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে ৫ জনের একটি কমিটি গঠন করতে হবে। যাতে কমপক্ষে একজন ছাত্রী থাকবে। কত উপায়ে কমিটি গঠন করা যাবে?
ক ১২০ খ ৩৬০ গ ২৪৬ ঘ ৪২০

৪৮. নিচের কোনটি দ্য মরগ্যানের সূত্র?
ক $A \cup B + B \cup A$ খ $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
গ $(A \cap B)' = A' \cup B'$ ঘ $A \cap B = A - B$

৪৯. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত লিখতে ৯ সংখ্যাটি কতবার ব্যবহৃত হয়?
ক ১১ খ ১৪ গ ১৫ ঘ ২০

৫০. একটি তালগাছ এর পাদবিন্দু হতে ১০ মিটার দূরবর্তী স্থানে গাছের শীর্ষের উন্নতি কোণ ৬০° হলে, গাছটির উচ্চতা কত?
ক ১৭.৩২ মি. খ ১৭.৭২ মি. গ ১৬.৬৫ মি. ঘ ১৭.৭৫ মি.

৫১. শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা হার সুদে ৯৫০ টাকার ৮ বছরে যত সুদ হয়, বার্ষিক ৭.৫% হার সুদে কত টাকার ১৯ বছরে তত সুদ হবে?
ক ২৮০ টাকা খ ৩২০ টাকা
গ ৩৮০ টাকা ঘ ৪৯০ টাকা

৫২. আপনার চাচার একমাত্র বড় ভাইয়ের মেয়ের ছোট ভাই আপনার সম্পর্কে কি হয়?
ক ভাগ্নে খ ভাতিজা গ ভাই ঘ মামা

৫৩. If PLAY is coded as 8123 and RHYME is coded as 49367, how is MALE
ক 6395 খ 6198 গ 6217 ঘ 6285

৫৪. সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ঘড়ির মিনিটের কাঁটা ঘণ্টার কাঁটাকে কতবার অতিক্রম করবে?
ক ১ বার খ ২ বার গ ৩ বার ঘ ৬০ বার

৫৫. ইংরেজি বর্ণমালায় ডানদিক থেকে দশম ও বাঁদিক থেকে অষ্টাদশ অক্ষরের মাঝের প্রথম অক্ষরটি কী?
ক Q খ R গ K ঘ কোনোটিই নয়

৫৬. $x^2 - 8x - 8y + 16 + y^2$ এর সঙ্গে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণ বর্গ হবে?
ক 2xy খ 4xy গ 6xy ঘ 8xy

৫৭. $x^2 + y^2 = 8$ এবং $xy = 7$ হলে $(x+y)^2$-এর মান কত?
ক ১৪ খ ১৬ গ ২২ ঘ ৩০

৫৮. 13 সে. মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের একটি জ্যা-এর দৈর্ঘ্য 24 সে.মি. হলে কেন্দ্র থেকে উক্ত জ্যা-এর লম্ব দূরত্ব কত সে.মি.?
ক 3 খ 4 গ 5 ঘ 6

৫৯. $2 + 6 + 18 + \ldots$ ধারাটির আটটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করুন।
ক 6560 খ 6550 গ 6540 ঘ 6530

৬০. পরমমান চিহ্ন ব্যবহার করে নিম্নের অসমতাটিকে প্রকাশ করুন : $-3 < x < 2$.
ক $|x+1| < 5$ খ $|x-1| < 5$
গ $|2x-1| < 5$ ঘ $|2x+1| < 5$

৬১. নীলনদের ওপর কোন দেশ 'মহা রেনেসাঁ বাঁধ' নির্মাণ করছে?
ক মিশর খ ইথিওপিয়া গ ইয়েমেন ঘ ইসরাইল

৬২. হেলসিংকি ঘোষণাপত্র (Helsinki Declaration) কোন সালে স্বাক্ষরিত হয়?
ক ১৯৬৫ সালে খ ১৯৭৫ সালে
গ ১৯৮৫ সালে ঘ ১৯৯৫ সালে

৬৩. ভারত মহাসাগরে ফ্রান্সের সামরিক ঘাঁটি কোথায়?
ক মাদাগাস্কার দ্বীপ খ রিইউনিয়ন দ্বীপ
গ মরিশাস দ্বীপ ঘ মাইয়ট দ্বীপ

৬৪. ফান্ড ফর ওয়াইল্ড ন্যাচার এর প্রতিষ্ঠা কবে?
ক ১৯৮২ সালে খ ১৯৮৫ সালে
গ ১৯৭৬ সালে ঘ ১৯৭৩ সালে

৬৫. যে প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতা হ্রাস করতে ঋণ দেয়—
ক বিশ্বব্যাংক খ এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক
গ আইএফসি ঘ আইএমএফ

৬৬. আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস পালিত হয়—
ক ৫ সেপ্টেম্বর খ ১৫ সেপ্টেম্বর
গ ৫ অক্টোবর ঘ ১৫ অক্টোবর

৬৭. বাংলাদেশের প্রথম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়—
ক জামালপুর খ মৌলভীবাজার
গ যশোর ঘ রংপুর

৬৮. বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠান মাইক্রোক্রেডিট সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা?
ক চার্টার্ড ব্যাংক খ ব্র্যাক ব্যাংক গ গ্রামীণ ব্যাংক ঘ এবি ব্যাংক

৬৯. চতুর্দশ সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?
ক সংসদীয় গণতন্ত্র খ রাষ্ট্রপতির শাসন
গ একদলীয় শাসন ঘ মহিলাদের সংরক্ষিত আসন

৭০. ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সাতগম্বুজ মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা—
ক ৩টি খ ৪টি গ ৬টি ঘ ৭টি

৭১. কোন সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক ১৯৭২ খ ১৯৭৪ গ ১৯৭৬ ঘ ১৯৭৭

৭২. বাংলাদেশের জিডিপি'তে কৃষি খাতের অবদান কত শতাংশ?
ক ২২.৫৩ শতাংশ খ ১৪.৭৯ শতাংশ
গ ১৩.৬৫ শতাংশ ঘ ১৮.৩৫ শতাংশ

৭৩. মুণ্ডা উপজাতি বাস করে কোন জেলায়?
ক সিলেট খ দিনাজপুর গ রংপুর ঘ খাগড়াছড়ি

৭৪. গণপরিষদ আদেশ কার্যকর হয় কবে থেকে?
ক ২৬ মার্চ ১৯৭১ খ ১০ এপ্রিল ১৯৭১
গ ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ ঘ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

৭৫. ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস পালন করা হয় কবে?
ক ৫ ফেব্রুয়ারি খ ৬ ফেব্রুয়ারি গ ৭ জুন ঘ ৬ এপ্রিল

৭৬. বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণীত হয় কবে?
ক ১৯৭৩ খ ১৯৭৪ গ ১৯৭৭ ঘ ১৯৮২

৭৭. জাতীয় সংসদের ইংরেজি নাম কি?
ক National Parliament খ National Assembly
গ House of the Nation ঘ National House

৭৮. 'মনপুরা-৭০' হলো—
ক একটি চলচ্চিত্র খ একটি সাহিত্যকর্ম
গ একটি চিত্রশিল্প ঘ একটি প্রামাণ্যচিত্র

৭৯. বিটকয়েন প্রচলন করেন কে?
ক রবার্ট মুন্ডেল খ সাতোশি নাকামোতো
গ এডাম স্মিথ ঘ জেমস মিল

৮০. 'Green House Effect' কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয় কত সালে?
ক ১৯৯৬ খ ১৮৯৬ গ ১৮৯০ ঘ ১৯৩০

৮১. কোন তরঙ্গ সবচেয়ে দ্রুত অগ্রসর হয়?
ক সমুদ্রের পানির তরঙ্গ খ ভূ-পৃষ্ঠের ভূ-কম্পন
গ বেহালা হতে নিঃসৃত সুরেলা শব্দ তরঙ্গ
ঘ সূর্য হতে আগত বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ

৮২. বাংলাদেশের বাসাবাড়িতে বিদ্যুতের সাপ্লাই ভোল্টেজ হলো—
ক ১১০ ভোল্ট এসি খ ১১০ ভোল্ট ডিসি
গ ২২০ ভোল্ট এসি ঘ ২২০ ভোল্ট ডিসি

৮৩. পারমাণবিক চুল্লিতে মডারেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয়—
ক বোরন বা ক্যাডমিয়াম দণ্ড খ স্টীল
গ কয়লা ঘ সীসা

৮৪. প্রডিউসার গ্যাসে কী কী থাকে?
ক হাইড্রোজেন ও কার্বন মনোঅক্সাইড
খ নাইট্রোজেন ও কার্বন মনোঅক্সাইড
গ অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড
ঘ নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড

৮৫. মেরুদণ্ডী প্রাণির হিমোগ্লোবিন থাকে—
ক লোহিত কণিকায় ও রক্তরসে খ রক্তরসে
গ লোহিত কণিকায় ঘ শ্বেত কণিকায়

৮৬. কিবোর্ড ব্যবহার করে এমএস ওয়ার্ডে কোনো ফাইল সেভ করতে হলে নিচের কোন কমান্ড ব্যবহৃত হয়?
ক Shift+Save ক Ctrl + S
গ Alt + S ঘ Shift + S

৮৭. কম্পিউটারের কোন যন্ত্রাংশের ক্ষমতার উপর মনিটরে দৃশ্যমান ছবির গুণগত মান নির্ভর করে?
ক মডেম খ অডিও কার্ড গ সিম কার্ড ঘ ভিজিএ কার্ড

৮৮. HP 3000 সিরিজের কম্পিউটার কোন প্রজন্মের কম্পিউটার?
ক চতুর্থ প্রজন্ম খ প্রথম প্রজন্ম
গ দ্বিতীয় প্রজন্ম ঘ তৃতীয় প্রজন্ম

৮৯. GSM-এর পূর্ণরূপ কী?
ক Global System for Mobile Telecommunication
খ Global System for Management
গ Global System for Mobile Communication
ঘ General System for Mobile Management

৯০. একজন লোক কোনো দেয়ালের থেকে কমপক্ষে কত দূরে দাঁড়ালে নিজের কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পারে?
ক ৫০ ফুট খ ৫৪ ফুট গ ৪৬ ফুট ঘ ৬০ ফুট

৯১. নিউট্রিনো কণা আধান নিরপেক্ষ-এর প্রথম প্রস্তাবক—
ক তাকাকি কাজিতা, জাপান খ উলফ্যাঙ পাউলি, ভিয়েনা
গ আর্থার বি. ম্যাকডোনাল্ড, কানাডা ঘ সাতোশি ওমুরা, জাপান

৯২. Artemisinin নামক ওষুধের আবিষ্কারক কে?
ক সাতোশি ওমুরা খ ইউইউ তু
গ থমাস লিন্ডাল ঘ উইলিয়াম সি ক্যাম্পবেল

৯৩. স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যকরী এককে বলে—
ক নিউরন খ নিউক্লিয়াস
গ স্নায়ুকোষ ঘ কোনোটিই নয়

৯৪. সাবমেরিন ক্যাবল প্রযুক্তিতে নিচের কোন ধরনের মাধ্যম ব্যবহৃত হয়?
ক VSAT খ শব্দ তরঙ্গ
গ চুম্বক তরঙ্গ ঘ অপটিক্যাল ফাইবার

৯৫. নিচের কোন প্রোগ্রামটি কম্পিউটারে সি-ড্রাইভে থাকে?
ক মাই ডকুমেন্ট খ উইন্ডোজ
গ ফ্লপি ডিস্ক ঘ কোনোটিই নয়

৯৬. 'A' এর আসকি (ASCII) কোড কত?
ক ৬০ খ ৮০ গ ৬৫ ঘ ১০০

৯৭. সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ইন্সট্রাকশনগুলোকে সংরক্ষণ করে—
ক ROM খ Cache Memory
গ RAM ঘ CD

৯৮. দ্রুত গতিসম্পন্ন কোন কণিকাটি ধাতুকে আঘাত করলে এক্স-রে উৎপন্ন হয়?
ক ইলেকট্রন খ নিউট্রন গ প্রোটন ঘ অণু

৯৯. রাডারে যে তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তার নাম কী?
ক গামা রশ্মি খ অবলোহিত বিকিরণ
গ মাইক্রোওয়েভ ঘ আলোক তরঙ্গ

১০০. নিচের কোনটি ডেটা (Data) সংরক্ষণ ও স্থানান্তরে ব্যবহৃত হয়?
ক পেন ড্রাইভ খ প্রসেসর
গ ভি. জি. এ ঘ পাওয়ার সাপ্লাই

MCQ

উত্তর

৬৭ খ
৬৮ গ
৬৯ ঘ
৭০ ঘ
৭১ ঘ
৭২ গ
৭৩ ক
৭৪ ক
৭৫ গ
৭৬ খ
৭৭ গ
৭৮ গ
৭৯ খ
৮০ খ
৮১ ঘ
৮২ গ
৮৩ ক
৮৪ ঘ
৮৫ গ
৮৬ খ
৮৭ ঘ
৮৮ ক
৮৯ গ
৯০ খ
৯১ খ
৯২ খ
৯৩ ক
৯৪ ঘ
৯৫ খ
৯৬ গ
৯৭ খ
৯৮ ক
৯৯ গ
১০০ ক

বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে প্রস্তাব পাস হয় ২০০৯ সালের এপ্রিলে

নিয়োগ টিপস

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি (BSC)সহ সকল

ব্যাংক-বিমা কর্মকর্তা

বাংলা ৬

ভাষা ও সাহিত্য

- রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য চর্চার মূল পৃষ্ঠপোষক— কোরেশী মাগন ঠাকুর।
- 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের রচয়িতা— মীর মশাররফ হোসেন।
- 'কমলাকান্তের দপ্তর' যে ধরনের রচনা— রম্যরচনা।
- 'একুশের গল্প' ছোটগল্পের রচয়িতা— জহির রায়হান। 'একাত্তরের চিঠি' যে ধরনের সংকলন— মুক্তিযোদ্ধাদের পত্র সংকলন।
- 'তপুকে আবার ফিরে পাব, একথা ভুলেও ভাবিনি কোন দিন' চরণটি যে ছোটগল্প থেকে নেয়া— একুশের গল্প।
- 'জাতির পতাকা আজ খামছে ধরেছে সেই পুরোনো শকুন'-উক্তিটি— রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর।
- চর্যাপদের পুঁথিগুলো বই আকারে প্রকাশ পায়— ১৯১৬ সালে। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের অপর নাম— পদ্মাপুরাণ।
- বাংলা সাহিত্যে আরাকানকে অভিহিত করা হয়েছে— রোসাঙ্গ নামে। 'কাঁকরমণি' নাটকটি লিখেছেন— শওকত ওসমান। 'কালকূট' ছদ্মনামে লিখতেন — সমরেশ বসু।

ব্যাকরণ ও বিরচন

- মালা, রাজি, রাশি, গুচ্ছ প্রভৃতি শব্দ যে ধরনের বহুবচন নির্দেশ করে— বস্তুবাচক।
- বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণ— ১০টি। 'অরণ্য' শব্দের বিশেষণ— আরণ্যক। 'মালা' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ— মালিকা। ক্রিয়া পদের মূল অংশকে বলা হয়— ধাতু।
- বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলে— প্রাতিপদিক। **সন্ধি** ➢ সম্ + বাদ = সংবাদ। শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক। মনস্ + ঈষা = মনীষা। অনু + এষণ = অন্বেষণ। পরি + ছদ = পরিচ্ছদ। দুঃ + স্থ = দুস্থ। সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত। নৌ + ইক = নাবিক।
- **কারক ও বিভক্তি** ➢ তিনি বাড়ি নেই— অধিকরণে শূন্য। ছেলেরা বল খেলে— করণে শূন্য। ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে— করণে সপ্তমী। রাতে তারা দেখা যায়— অধিকরণে সপ্তমী। আমার যাওয়া হয়নি— কর্তৃকারকে ষষ্ঠী।
- **সমাস** ➢ শতাব্দী = শত অব্দের সমাহার— দ্বিগু। নীলপদ্ম = নীল যে পদ্ম— কর্মধারয়। চিরসুখী = চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী— দ্বিতীয়া তৎপুরুষ। পঙ্কজ = পঙ্কে জন্মে যা— উপপদ তৎপুরুষ। নিরামিষ = আমিষের অভাব— অব্যয়ীভাব।
- **শুদ্ধ বানান** ➢ মন্ত্রিপরিষদ, সৌজন্য, দুর্বার, গোধূলি, নিস্পৃহ, নমস্কার, দুষ্কর, প্রণয়ন, নিস্পন্দ, কৃচ্ছ্রসাধন, একত্র, শশিভূষণ।
- **বিপরীত শব্দ** ➢ সংশয়— প্রত্যয়। চপল— রাশভারী। ঋজু— বক্র। ঐচ্ছিক— আবশ্যিক। অলীক— বাস্তব। আবির্ভাব— তিরোভাব। অনুগ্রহ— নিগ্রহ। তিমির— আলো। কুন্তলা— স্বামী। আসামি— ফরিয়াদি। ঔদার্য— কার্পণ্য। কৃশ— স্থূল। দ্যুলোক— ভূলোক।
- **পারিভাষিক শব্দ** ➢ Arrear— বকেয়া। Bankrupt— দেউলিয়া। Circular— পরিপত্র। Deed— দলিল। File— নথি। Issue— প্রচার। Notice— বিজ্ঞপ্তি।
- **সমার্থক শব্দ** ➢ পিতা— জনক, জন্মদাতা, বাপ, আব্বা, বাবা। তলোয়ার— অসি, তরবারি, খড়্গ, কৃপাণ। অঙ্গ— গা, শরীর, গাত্র, দেহ, বপু, তনু, কলেবর। আনন্দ— হর্ষ, পুলক, আহ্লাদ, সুখ, সন্তোষ, তৃপ্তি। কপাল— ললাট, ভাল, ভাগ্য, অলিক, অদৃষ্ট, নিয়তি।
- **বাগধারা** ➢ গাছপাথর— হিসাবনিকাশ। রাবণের চিতা— চির অশান্তি। যক্ষের ধন— কৃপণের কড়ি। গড্ডলিকা প্রবাহ— অন্ধ অনুকরণ। আকাশ কুসুম— অসম্ভব কল্পনা। এসপার ওসপার— মীমাংসা। বুদ্ধির ঢেঁকি— নিরেট মূর্খ।।
- **এক কথায় প্রকাশ** ➢ নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার— নশ্বর। উপকারীর অপকার করে যে— কৃতঘ্ন। নৌকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে— নাবিক। যার প্রকৃত বর্ণ চেনা যায় না— বর্ণচোরা। ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়— ওষধি।

ENGLISH ৬

Grammar

- The vice-president will be seated— the chairman at the banquet. — by.
- Onion prices have— too much this month. — risen.
- As I reached home, I saw my sister— for help. — shouting.
- The singular form of 'phenomena' is— phenomenon.
- The feminine gender of 'Nephew' is— Niece.
- A female tiger signals— ready to mate by leaving her scratch mark and scent on trees. — that she is.
- The .... of the office will be sold.— furniture.
- Tisha has a knack for playing— piano. — the.
- John Smith is good— Mathematics. — at.
- If cigarettes were banned, life— healthier.— would become.
- She needs to — heir for his property.—an.
- A good student does not hunt— traditional studies.—for

 দেশের বাইরে প্রথম স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয় সিডনি, অস্ট্রেলিয়া; উদ্বোধন ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

One-word Substitutions

- A den for small animals is called— Hutch.
- A person who died for a noble cause— Martyr.
- A feeling of anticipation over a future event— Presentiment.

The original inhabitant of a country is— Aboriginal.

Correct Spellings

- Profession, Blasphemy, Entrepreneur, Heritage, Jeopardise, Committee, Verbose, Abhorrence, Possession, Parliament, Quarantine, Numerous.

Synonyms

- Select— Pick I Reimburse— Refund I Propel— Drive I Tyranny— Dictatorship I Wrath— Anger I Limpid— Transparent I Waive— Permit I Submerge— Sink.

Antonyms

- Tragedy— Comedy I Hypocritical— Sincere I Humble— Proud I Nimble— Inattentive I Sombre— Bright I Lucid— Obscure I Infatuation— Apathy I Preamble— Postscript I Pride— Humility.

Analogy

- Needle : Thread :: Pin : Cushion I Pest Irksome Expert Proficient I Barter : Commodities :: Correspond Letters I Word Writer :: Batter : Baker.

Phrases and Idioms

- Out and out— Thoroughly I Sine die— For an uncertain period I In no time— Soon I Crocodile tears— Deceptive cry I Cock and bull story— A false story I Bill of fare— A list of dishes at a restaurant.

Sentence Completion

- The city of Montreal— over 70 square miles. — covers.
- I hope you are angry—her. — with.
- There must be some remedies— corruption. — for.
- He promised that he— come next Monday. — would.
- Money is not the solution— every problem. — to.
- How much did you— the book? — pay for.

Error Recognition

- The advantages of computerized <u>typing</u> (a) and <u>editing</u> (b) are now being <u>extending</u> (c) to all the <u>written</u> (d) languages of the world.— extending (extended).
- <u>That</u> (a) shirt <u>which</u> (b) he <u>bought</u> (c) is <u>blue in</u> (d) color.— That (The).
- <u>The food</u> (a) that Rita <u>is cooking</u> (b) in the kitchen <u>is smelling</u> (c) <u>delicious</u> (d). — is smelling (smells).

BANGLADESH

- The first independent Buddhist dynasty of Bengal is— Pala dynasty.
- The last emperor of Mughal Reign— Bahadur Shah.
- Rabindranath Tagore relinquished 'knighthood' as a protest against— Jallianwala Bagh Massacre.
- Only female member who was in the committee for drafting the constitution of Bangladesh— Begum Rajia Banu.
- An ordinance in Bangladesh is issued by— President.
- Anti-money Laundering Act was enacted in Bangladesh in— 2012.
- The number of present districts in Dhaka division is— 13.
- Highest authority for approving the economic policies and development plans Bangladesh is— ECNEC.
- Architect of the National Monument of Savar is— Mainul Hossain.
- First medicine park of Bangladesh has been established in— Gajaria, Munshiganj.

'International Mother Language Day' observed in— 21st February.

- 'Genocide Day' observed in Bangladesh on— 25 March.
- Prime minister of Mujibnagar Government was— Tajuddin Ahmad.
- During the liberation war of 1971, Dhaka district was placed under — sector 2.
- 'Tea Research Institute' of Bangladesh situated in— Srimangal, Moulavibazar.

INTERNATIONAL

- The most successful ruler in history of persian— Darius.
- 'Tipaimukh Dam' is located in— Manipur state, India.
- The name of currency of 'Indonesia' is— Rupiah.
- The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) was signed— 1979.
- IPCC stands for— Intergovernmental Panel on Climate Change.
- The city which covers its area by two continent is— Istanbul.
- The headquarters of Palestine Liberation Organization (PLO) is located at— Ramallah, Palestine.
- The countries Norway, Sweden, Denmark, Iceland and Finland known as— Scandinavian country.
- The place where the Queen of England live in— Buckingham Palace.
- The country known as 'Pearl of Africa' is— Uganda.
- The name of the border line between India and Pakistan is— Line of Control.
- Major contribution of Sumerian Civilization was— Invention of wheel.

In terms of population the smallest country in Asia is— Maldives.

- The capital city of Tajikistan is— Dushanbe.
- The countries Estonia, Latvia and Lithuania commonly known as— Baltic States.

Yellow Vest movement broke out in— France.

- 'Bangladesh Square' is situated in— Liberia.
- 'Boston Tea Party' is associated with— American Independence.
- The largest rain forest in the world is— Amazon rain forest.
- The name of country known as 'Pearl of Africa' is— Uganda.
- Name of the border line between Pakistan and Afghanistan is— Durand Line.
- Historical city 'Troy' is located in— Turkey.
- The total number of 'Electoral college' votes in USA is— 538.
- The Spanish Civil War began in the year of— 1936.

BANKING & ECONOMICS

'EFTS' refers to— Electronic Fund Transfer System.

A loan with an artificially low rate of interest is— Soft Loan.

- Bangladesh Bank was established in— 16 December, 1971.

A bank's 'fixed deposit' is also referred as a— Term deposit.

Profits of a firm that are distributed or given out to its investors are called— Dividends.

The method by which the central bank injects cash into the money market is called— Back door.

Real owner of a company is— Shareholder.

- The regulatory body of insurance companies in Bangladesh is— IDRA.

Bangladesh became a member of IMF in— 1972.

Father of Economics is called to— Adam Smith.

Number of schedule banks in Bangladesh is— 59.

SCIENCE & TECHNOLOGY

Atom bomb was invented on the basis of the principle of — Nuclear fission.

The Normal temperature of human body in celsius is— 36.9° C.

The acceptable safe limit of Arsenic per litre of water is— 0.01 mg.

Hygrometer is used for measuring— Humidity.

The science of forms and structure of animals and plants is known as— Morphology.

- The Steam engine was invented by— James Watt.
- Study of insects is called— Entomology.
- The existence of isotopes was discovered by— Frederick Soddy.
- The four blood groups were discovered by— Karl Landsteiner.
- Plants that flower only once in their life time are called— Monocarpic.
- The Crescograph is used to measure the— Rate of growth of a plant.
- The household line voltage is approximately— 220 volt.

BASIC COMPUTER

- The protocol used for resolving IP address from a domain name is— DNS protocol.
- A collection of unprocessed item is known as— Data.

The Network protocol that is used to send email is— SMTP.

- The OSI model has— 7 layers.
- The full form of HDMI— High Definition Multimedia Interface.
- Test case is written by— Developer.
- Radio Link is a tool of banking communication used in— Remote area.
- A computer that can process both digital and analog data is known as— Hybrid Computer.
- The Fifth Generation Computer are based on— Artificial Intelligence.

In MS Word the shortcut keys are used for aligning text to centre is— Ctrl + E.

The fastest data transmission media is — Fiber-optic cable.

- Submarine cable is the term used in— Information Technology.

INTELLIGENCE TEST

1. PROCTOR : SUPERVISE ::
   ⓐ Prophet : Rule ⓑ Profileer : Consume
   ⓒ Profligate : Demand ⓓ Prodigal : Squander
2. How many times in a day are the hands of a clock straight?
   ⓐ 24 ⓑ 22 ⓒ 48 ⓓ 44
3. $(2\sqrt{27} - \sqrt{75} + \sqrt{12})$ is equal to—
   ⓐ $4\sqrt{3}$ ⓑ $\sqrt{3}$ ⓒ $2\sqrt{3}$ ⓓ $3\sqrt{3}$
4. Insert the missing number : 16, 33, 67, 135, 271, (....)
   ⓐ 371 ⓑ 406 ⓒ 543 ⓓ 505
5. Rahim ranks seventh from the top and twenty-sixth form the bottom in the class. How many students are there in the class?
   ⓐ 32 ⓑ 33 ⓒ 34 ⓓ 31
6. Find the missing number :

   ⓐ 10 ⓑ 25 ⓒ 50 ⓓ 100
7. The sum of two numbers is 5, and their product is 4. Then the difference between the numbers is—
   ⓐ 1 ⓑ 2 ⓒ 3 ⓓ 4
8. He left no stones — to get the job.
   ⓐ turned ⓑ further
   ⓒ behind ⓓ unturned
9. Pick the word that is synonymous with 'authoritarian'.
   ⓐ autocratic ⓑ senior
   ⓒ elderly ⓓ potential
10. If A > B, B > C and C > D, then which of the following conclusions is definitely wrong?
    ⓐ A > C ⓑ D > A
    ⓒ A > D ⓓ B > D

Ans.					
	1 ⓓ	2 ⓑ	3 ⓓ	4 ⓒ	5 ⓐ
	6 ⓓ	7 ⓒ	8 ⓓ	9 ⓐ	10 ⓑ

নির্ভুল ও সহজবোধ্য আলোচনা যে কোনো জটিলতাকে সহজেই জয় করতে পারে

EDITION 2020

আর Bank Math!! এটা আর এমন কী? পড়ুন

MCQ

Professor's Bank Math

দেখুন, Math কত্তো সহজ!!

দ্রুততম সময়ে Math সমাধানের Technic সম্বলিত Self Coaching

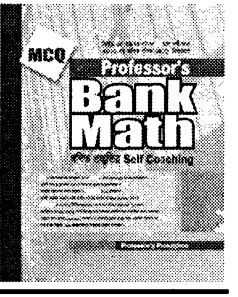

প্রফেসর'স প্রকাশন

✆ ৫৭১৬৫১২৯, ৯৫৩৩০২৯

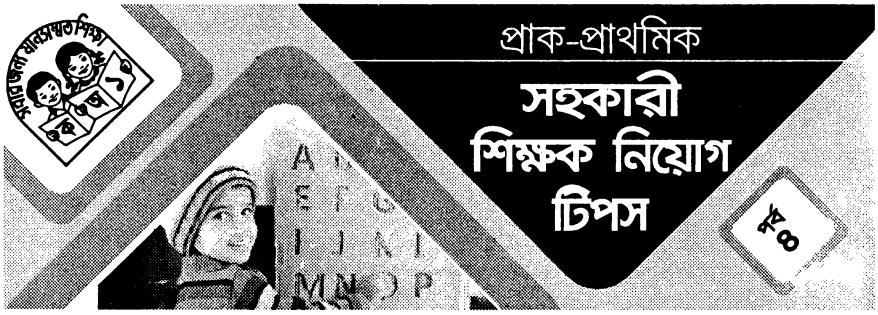

বাংলা

'কবর' (১৯৫৩) নাটকটির রচয়িতা— মুনীর চৌধুরী।

- বাংলায় টিএস ইলিয়টের কবিতা প্রথম অনুবাদ করেন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের সংকলিত প্রথম কবিতা— প্রলয়োল্লাস।
- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসটির মূল আলোচ্য বিষয়— ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।
'প্রাণের বান্ধব রে বুড়ি হইলাম তোর কারণে'- গানটির গীতিকার— শেখ ওয়াহিদ।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক— কৃষ্ণকুমারী।
'জজ সাহেব' যে সমাসের উদাহরণ— কর্মধারয়।
- 'পরশ্ব' শব্দটির অর্থ— পরশু।
'চৌরসন্ধি', 'ক্রীতদাসের হাসি' ও 'বনি আদম' উপন্যাসগুলোর রচয়িতা— শওকত ওসমান।
- 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি'- কবিতাটির রচয়িতা— আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ।
- এন্টনি ফিরিঙ্গি মূলত যে জন্য বিখ্যাত ছিলেন— কবিগানের রচয়িতা হিসেবে।
'প্রকর্ষ' শব্দের সমার্থক শব্দ— উৎকর্ষ।
'এ যে আমাদের চেনা লোক'-বাক্যে 'চেনা' শব্দটি-- বিশেষণ পদ।
- বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ— ৮টি।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন— ১৯১৩ সালে।
- কবি কায়কোবাদ রচিত 'মহাশ্মশান' মহাকাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি— পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১)।
'ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম' বাক্যটির রচয়িতা— মোতাহের হোসেন চৌধুরী।
'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের নাম— দীনেশরঞ্জন দাশ।
- Custom শব্দের পরিভাষা— প্রথা।
- মুক্তাক্ষর একমাত্রা এবং বদ্ধাক্ষর একমাত্রা গণনা করা হয় যে ছন্দে— স্বরবৃত্ত।
- 'গোরক্ষ বিজয়' কাব্য যে ধর্মমতের কাহিনি অবলম্বনে লেখা— নাথধর্ম।
- শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে যে রস বলে— মধুর রস।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অন্যতম গ্রন্থ— বাংলা সাহিত্যের কথা।
- 'চন্দ্রা' চরিত্রটি পাওয়া যায়— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শাস্তি' গল্পে।
- দৌলত উজির বাহরাম খান যে অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন— চট্টগ্রাম।
- 'সন্ধ্যা ভাষা' যে সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত— চর্যাপদ।
- 'সদ্যোজাত' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ— সদ্যঃ + জাত।
- 'শ্রদ্ধা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়— শ্রৎ + √ধা + অ + আ।
- গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত— নাট্যগীতি।
- দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন— মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- কথাসাহিত্যিক মাহমুদুল হক রচিত 'কালো বরফ' উপন্যাসের বিষয়বস্তু— ১৯৪৭ সালের দেশভাগ।
- বাংলা সাহিত্যে 'সাহিত্যসম্রাট' হিসেবে পরিচিত— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ENGLISH

- The word 'sibling' means— brother or sister.
'Please write to me at the above address.' The word 'above' in this sentence is a/an— adjective.
- You may go for a walk if you feel— it. — like.
- Someone who is capricious is— known for sudden changes in attitude or behaviour.
- 'We must not be late, else we will miss the trains.' This is a— compound sentence.
Verb of 'Number' is— Enumerate.
- In English grammar,— deals with formation of sentences. — Syntax.
- The correct passive form of 'You must shut these doors.' is— These doors must be shut.
- The film was directed in the director's usual— style. — idiosyncratic.
'Harm Damage' is the pair of words like— Injure : Incapacitate.
- In the 18th Century the Mughal Empire began to—. — disintegrate.
Being fat does not necessarily kill you, but it— the risk that you will suffer from nasty diseases. — increases.
- Education is enlightening. Here 'enlightening' is— A participle.
- The word 'omnivorous' means— eating all types of food.
- He worked with all sincerity. The underlined phrase is a/an— adverbial phrase.

Literature

- Othello is a Shakespeare's play about— A Moor.
- The play *'Arms and the Man'* is written by— George Bernard Shaw.
- *Riders to the Sea* is— a one-act play.
- David Copperfield is a/an— novel. — Victorian.
- Shakespeare's 'Measure for Measure' is a successful—. — comedy.
- The Romantic Age in English literature began with the publication of— Preface to Lyrical Ballads.
'The Sun Also Rises' is a novel written by— Ernest Hemingway.
- Restoration Period in English literature refers to— 1660.

Biographia Literaria was written by— S.T. Coleridge.
The repetition of consonant sounds at the beginning of words is known as— Alliteration.
The play 'Volpone' is written by— Ben Jonson.
'Gerontion' is a poem by— T.S. Eliot.

Synonyms

Precarious— Insecure | Castigate— Punish | Anecdote— Story | Exonerate— Acquit | Perturb— Worry | Incredulous— Unreliable | Assiduity— Steadfastness | Obstinate— Stubborn | Impermeable— Impenetrable.

Antonyms

Pure— Adulterated | Equivocal— Unambiguous | Embargo— Allow | Dormant— Dynamic | Vertex— Trough | Exonerate— Convict | Protract— Curtail | Enthusiasm— Indifference.

Idioms and Phrases

In black and white— In writing | Carry the day— To be victorious | Prima facie— At the first sight | Break the ice— Make someone feel comfortable.

Spellings

Dauber, Haughty, Beachcomber, Decisive, Ceaseless, Chauffeur, Apprentice, Guillotine, Humorous, Equanimity, Hindrance.

Translation

তাঁর কোনো জোরালো রাজনৈতিক আদর্শ নেই— He has no political axe to grind.
তাহারা আসিতে রাজী হইল না— They refused to come.
সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল— He found himself at his wit's end.
- টাকায় টাকা আনে— Money begets money.

সাধারণ জ্ঞান

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

- বাংলার প্রাচীন শহর মহাস্থানগড়-এর অবস্থান— বগুড়ায়।
- বাংলাদেশে বয়স্কভাতা চালু হয়— ১৯৯৮ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন— পিপীলিকা।
- বাংলাদেশের একমাত্র জেলা যার দুটি দেশের সাথে সীমানা সংযোগ রয়েছে— রাঙামাটি।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম উপজেলা— শ্যামনগর; সাতক্ষীরা।
- বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতি রয়েছে— চারটি।
- স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীর প্রতীক' উপাধি লাভ করেন— ৪২৬ জন।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়— ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
- বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা প্রণীত হয়েছে— ২০১১ সালে।
- বাংলাদেশের পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত— ঢাকা।
- চাকমাদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে বলা হয়— বিজু।
- বাংলাদেশে সরকারি EPZ মোট— ৮টি।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র— হালদা নদী।
- ২০১৯ সালে সার্ক সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন— অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যে সংস্থা পুরস্কৃত করে— আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ফেডারেশন (IFRC)।
- বাঙালি জাতির প্রধান অংশ যে মূল জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত— অস্ট্রিক।
- বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম— পুণ্ড্র।
- 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল'-এর অভিষেক হয়— ১৯৯৬ সালে।
- পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে নিয়োগ দেন— রাষ্ট্রপতি।
- শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত— নেত্রকোনা।
- 'সাত গম্বুজ মসজিদ' অবস্থিত— মোহাম্মদপুর; ঢাকা।
- মুক্তিযুদ্ধে সর্বশেষ শহীদ হন যে বীরশ্রেষ্ঠ— ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।
- একমাত্র খেতাবপ্রাপ্ত উপজাতি মুক্তিযোদ্ধার নাম— ইউ কে চিং।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপ করা হয়— পঞ্চদশ সংশোধনীতে।

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

- 'রেইডার' শব্দটি যে খেলার সাথে সম্পর্কযুক্ত— কাবাডি।
- জাফনা দ্বীপটি অবস্থিত— শ্রীলংকা।
- রক্তে হিমোগ্লোবিনের কাজ— অক্সিজেন পরিবহন করা।
- ভূ-কম্পনের তীব্রতা পরিমাপের যন্ত্রের নাম— সিসমোগ্রাফ।
- উরুগুয়ে রাউন্ড যে সংস্থাটির সাথে সম্পর্কিত— WTO।
- বিশ্বব্যাংক থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহারকারী দেশ— কিউবা।
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট গৃহীত হয়— ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫।
- বাণিজ্যিকভাবে মৌমাছি পালন করাকে বলে— এপিকালচার।
- প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় যে ধাতু— অ্যালুমিনিয়াম।
- বিগ অ্যাপেল বলা হয় যে শহরকে— নিউইয়র্ক।
- BREXIT'র নতুন তারিখ নির্ধারিত হয়— ৩১ জানুয়ারি ২০২০।
- মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যা নিয়ে ICJতে গাম্বিয়া মামলা করে— ১১ নভেম্বর ২০১৯।
- মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ উত্থাপন করেন— গাম্বিয়ার বিচারমন্ত্রী আবুবকর মারি তাম্বাদু।
- ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (CAB) আইনে পরিণত হয়— ১২ ডিসেম্বর ২০১৯।
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে অভিশংসিত হন— ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯।
- ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম গোলাপি বলে ক্রিকেট খেলা হয়— কলকাতার ইডেন গার্ডেনে।
- বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ সূচকে শীর্ষ দেশ— আফগানিস্তান।
- বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচকে ২০১৮ সালের শীর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত দেশ— জাপান।
- ২০১৮ সালে বিশ্বে অস্ত্র বিক্রয়কারী শীর্ষ প্রতিষ্ঠান— লকহিড; যুক্তরাষ্ট্র।
- বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা সূচকে শীর্ষ দেশ— সিঙ্গাপুর।
- মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে ২০১৯ অনুযায়ী, শীর্ষ দেশ— নরওয়ে।
- ২০১৯ সালে TIME Person of the year নির্বাচিত হন— সুইডিশ জলবায়ু কর্মী গ্রেটা থানবার্গ।
- বৈশ্বিক অভিবাসন প্রতিবেদন ২০২০ অনুসারে, উদ্বাস্তু মানুষকে আশ্রয়দাতার শীর্ষ দেশ— বাংলাদেশ; ৯,০৬,০০০ জন।
- বুগেনভিলের রাজধানীর নাম— বুকা (Buka)।
- বর্তমানে OPEC-এর সদস্যসংখ্যা— ১৩টি।

গণিত ও মানসিক দক্ষতা

বিস্তারিত প্রস্তুতির জন্য দেখুন প্রফেসর'স প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ গাইড, প্রফেসর'স গণিত স্পেশাল, Professor's MCQ Review : গাণিতিক যুক্তি ও Professor's MCQ Review : মানসিক দক্ষতা এবং প্রফেসর'স বিসিএস প্রিলিমিনারি ডাইজেস্ট।

Boighar.com

নিয়োগ টিপস

ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী

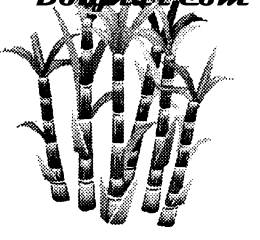

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন-এর অধীন মিল/প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রায় **তিন শতাধিক** শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান। এর মধ্যে ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী পদে শূন্যপদের সংখ্যা **৩০০**।

টেকনিক্যাল

- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (BSFIC) যে মন্ত্রণালয়ের অধীন— শিল্প মন্ত্রণালয়।
- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (BSFIC) প্রতিষ্ঠিত হয়— ১ জুলাই ১৯৭৬।
- BSFIC'র পূর্ণরূপ— Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation।
- বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI) প্রতিষ্ঠিত হয়— পাবনার ঈশ্বরদীতে ১৯৫১ সালে।
- বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের বর্তমান নাম— বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট।
- লবণাক্ত সহিষ্ণু আখের জাত— ঈশ্বরদী ৩৯ এবং ঈশ্বরধী ৪০।
- উচ্চমাত্রায় বন্যা সহিষ্ণু ঈশ্বরদী ৩২ ও ঈশ্বরদী ৮৮ জাতের হেক্টর প্রতি ফলন— ১০৪-১১৩ টন।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে মোট চিনি উৎপাদিত হয়েছে— ৬৬,১৬২.১০ মেট্রিক টন।
- BSFIC'র অধীনে চিনিকলের সংখ্যা— ১৫টি।
- বর্তমানে বাংলাদেশে আখ উৎপাদনের পরিমাণ— ৩৬ লাখ মেট্রিক টন
- বাংলাদেশে আখ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা— পাবনা।
- BADC প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৬ অক্টোবর ১৯৬১।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প— তিস্তা বাঁধ প্রকল্প।
- ইউরিয়া সারের কাঁচামাল— মিথেন গ্যাস।
- ঘোড়াশাল সার কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়— প্রাকৃতিক গ্যাস।
- 'বাংলাদেশের কুয়েত' বলে খ্যাত— খুলনা অঞ্চল (চিংড়ি চাষের মাধ্যমে প্রত্যেকেই সচ্ছল বলে)।
- ফসলের পরিপক্বতা বিলম্বিত হয় যার অভাবে— সালফার।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সেগুন বাগান করা হয়— ১৮৭৩ সালে।
- যে জারক রস আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক করে তা হলো— পেপসিন।
- রোপা-আমন ধান কাটা হয়— অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে।
- দোঁআশ মাটিতে বালি কণার পরিমাণ শতকরা— ৪০ ভাগ।
- গুদামজাতকরণে বীজের আর্দ্রতা রাখতে হয়— ১০-১২%।
- সালফারের অভাবে প্রথম যে লক্ষণ প্রকাশ পায়— গাছের উপরের পাতা হলদে হয়।
- অলটারনারিয়া বক্সাইট যে ফসলের ক্ষতিকর রোগ— সরিষা।
- বাংলাদেশে সর্বশেষ বা পঞ্চম কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়— ২০১৯ সালে।
- বাংলাদেশে উৎপাদিত চা— দুই প্রকার; কালো চা ও সবুজ চা।
- লবণাক্ত মাটি থেকে যে উপাদানটি সংগ্রহ করতে ফসলের অসুবিধা হয়— পানি।
- উদ্ভিদদেহে যে উপাদান বেশি থাকলে খরা প্রতিরোধে সাহায্য করে— প্রোটিন।
- প্রাকৃতিকভাবে মাছের উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য কমে যাওয়ার কারণ— জলবায়ুর পরিবর্তন।
- কলার চারাকে বলে— তেউড়।
- তোষাপাট কাটা হয়— শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে।
- শাক-সবজি যে ধরনের উদ্ভিদ— গুল্ম বা বিরুৎ জাতীয়।
- ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় যে উদ্ভিদ ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়— তেলাকুচা।
- বরেন্দ্র ও মধুপুর অঞ্চলের মাটির অম্লমান (p^H) মাত্রা— ৫.৫ – ৬.৫।
- সাইলোপিটে ঘাস রাখার সময় যে দ্রবণ ছিটিয়ে দিতে হয়— ঝোলাগুড়ের।
- সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ে যে জাতীয় গাছ— বাঁশ জাতীয় গাছ।
- বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার অবস্থিত— ফকিরহাট, বাগেরহাট।
- গবাদি পশুর মাংসে আমিষ থাকে— ১৫-২০%।
- যে রোগে পশু হঠাৎ লাফ দিয়ে বা ঝিঁচুনি দিয়ে মারা যায়— তড়কা।
- পলি দোআঁশ মাটিতে বালিকণার পরিমাণ শতকরা— ২৫-৭৪%।
- জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত— গাজীপুর।
- নদী ছাড়া 'যমুনা' হলো— উন্নত জাতের মরিচ।
- আমাদের দেশে শীত বেশি পড়লে এবং দীর্ঘস্থায়ী হলে যে ফসল ভালো হয়— গোল আলু ও গম।
- কলায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ— ভিটামিন ও খনিজ।
- প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে কৃষিকাজে ব্যবহারের সম্ভাবনাময় শক্তি— সৌরশক্তি।
- জাপানি উইডারের যে অংশে আগাছা দমন করে— স্পাইক।
- পুকুরে প্ল্যাংকটন উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়— সার।
- ম্যানগ্রোভ বনের বৈশিষ্ট্য— ঊর্ধ্বমুখী বায়বীয় শ্বাসমূল।
- মাছের পোনা পরিবহনে ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন— অক্সিজেনের।
- বাংলাদেশের একমাত্র হরিণ প্রজনন কেন্দ্রটি অবস্থিত— কক্সবাজার জেলার চকোরিয়ায়।
- প্রাণিজ আমিষ গ্রহণে মাছের অবদান— ৬০%।
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের নাম— BRRI।
- রেশম চাষকে বলা হয়— সেরিকালচার।
- তুলসী পাতার রস যে রোগে বেশ উপকারী— সর্দি-কাশিতে।
- মিষ্টি কুমড়ায় প্রচুর পরিমাণে আছে— ভিটামিন 'এ'।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি গম উৎপাদিত হয়— ঠাকুরগাঁও জেলায়।
- আলুর বীজ উৎপাদনের জন্য যত সে.মি. গভীর চাষ দিতে হবে— ১৫ সে.মি.।
- বাংলাদেশে মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রণীত হয়— ১৯৫০ সালে।
- পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক গাছ— ইউক্যালিপটাস।
- সূর্যকন্যা বলা হয়— তুলা গাছকে।
- সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯৮২ সালে।
- যে সার প্রয়োগে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ে— কম্পোস্ট সার।
- মাটির আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে— মালচিং।

অন্যান্য বিষয়ের প্রস্তুতির জন্য দেখুন বিসিএস প্রস্তুতি, নিয়োগ টিপস এবং দুদক-এর বিভিন্ন পদে নিয়োগ Model Test

ভাষা আন্দোলনের ওপর প্রথম সংকলন গ্রন্থ 'একুশে ফেব্রুয়ারি'-এর সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান
www.boighar.com

UCB প্রশ্ন সমাধান

United Commercial Bank Limited

Post : Probationary Officer

Exam : 3 January 2020 | SET-1

PART 1 : Multiple Choice Questions (MCQ)

Questions 1 to 6 : *The underlined portion of each question may contain error(s). Identify the option that best replaces the underlined portion. If there is no error then choose option E.*

1. The path winding through the flower gardens are peaceful and quiet on weekdays but crowded on weekends. — **D)** winding through the flower gardens is ।
2. After it was repaired it ran perfect again. — **B)** ran perfectly ।
3. When Shakib Khan's movie came to town, all the tickets had sold out far in advance. — **C)** were ।
4. If he would have revised his first draft, he would have received a better grade. — **B)** had revised ।
5. By next month Ms. Karim should have been the Mayor of Rupnagar for two years. — **D)** will have been ।
6. We spent Friday afternoon wandering aimless in the park. — **B)** aimlessly ।

Questions 7 to 12 : *Select the world(s) that appropriately fill(s) in the gap in each sentence.*

7. The two countries have begun talks on a landmark investment agreement, a positive move — between the two sides. — **B)** amid lingering trade tensions ।
8. — the Ready Made Garment industry back from the drastic fall shortly after the global economic downturn were innovative product design and very low cost of production. — **D)** What brought ।
9. — is a belief that all beliefs can be proven false; thus, to avoid the frustration of being wrong, it is best to believe nothing. — **C)** Skepticism ।
10. It is commonly thought that a tree standing alone is more frequently struck, though in some forest areas, lightning — can be seen on almost every tree. — **D)** Scars ।
11. Great earthquakes usually begin with slight tremors but rapidly take the form of one or more violent shocks, and end in vibrations of gradually — force called aftershocks. — **B)** Diminishing ।
12. The vast majority of Namibia's inhabitants live in the Rodent valley and delta, and the rest of the country is — populated. — **A)** Sparsely ।

Questions 13 to 18 : *In the following questions, choose the answer that best expresses the meaning of the underlined part of the sentence.*

13. The new trade policy of China is likely to run into rough weather. — **D)** encounter difficulties ।
14. Ms. Nusrat is an interesting speaker but tend to go off at a tangent. — **D)** change the subject immediately ।
15. Jahan just paid the waiter a left-handed compliment. — **B)** flattering ।
16. Very few people have the habit of wearing their on their sleeve. — **B)** exposing their innermost feelings to others ।
17. A movement for the world unity is in the offing. — **B)** about to start ।
18. Those persons who are ready to sail close to the wind can be successful in life. — **A)** to take risk ।

Questions 19 to 24 : *Find the odd word from each list.*

19. **E)** Intrepid ।
20. **D)** Pliable ।
21. **C)** Allegiance ।
22. **B)** Obscure ।
23. **E)** Aggravate ।
24. **C)** Nadir ।
25. The price of a brand A jacket is 18% less than that of a brand B jacket. If the total cost of 8 brand A and 5 brand B Jackets is Tk 48,400, what is the total price of 4 brand A and 3 brand B jackets?
    A) Tk 30,000 B) Tk 27,500
    C) Tk 35,750 D) Tk 25,840
    ● None ।
26. Alok's monthly salary is 5/2 times as much as Babul's and Babul's monthly salary is 60% less than that of Chumki. If their average monthly salary is Tk 54,000, what is the monthly salary of Chumki? — **A)** Tk 67,500 ।
27. 7 years ago, son's age was 1/5th of father's age. If the ratio of their present ages is 1:3, what will be the ratio of their ages after 7 years? — **D)** 3:7 ।
28. Jalil's base wage for a 40-hour week is Tk 480/hour. Overtime is paid for at 0.2% above the base rate. In a certain week, his total wage was Tk 18,240. In that week, he worked for —**A)** 38 hours ।
29. Zakir bought a car for Tk 32 Lakhs and rents it. He puts 20% of each month's rent aside as savings. pays 25% of the remaining amount to driver, and uses the remaining Tk 57,600 to repay his loan. The monthly rent for the car is—
    A) Tk 95,000 B) Tk 94,000
    C) Tk 88,800 D) Tk 85,000
    ● None ।

30. Two trains running in parallel line in the same direction at 40km/hour and 22 km/hour respectively completely pass one another in 75 seconds. If the length of the first train is 255 meters, how long will it take the second train to pass a platform that is 100 meters long? — C) 36 seconds।
31. Six times the average of six consecutive even integers is 18 more than the four times the largest integer. What is the average of the consecutive integers? — C) 19।
32. J can complete a job in 13.2 hours. and F can complete the same job in 11 hours. F starts the job at 6 AM and stops working at 12 PM of the same day. If J starts working at 2 PM to complete the job, at what time is the job finished? — B) 8.00 PM।
33. A basket of 1200 mangoes was bought for Tk 720. In the same day, 5/6th of the mangoes were sold, each at 25% above the cost per mango. The following day the rest were sold at a price per mango equal to 60% less than the price per mango sold for the day before. The gross profit is —
A) Tk 120 B) Tk 110
C) Tk 90 D) Tk 80
● None।
34. A laptop dealer sold 'M' used laptops and 'N' new laptops during November 2019. If the number of new laptops sold was 20 greater than the number of used laptops sold, which of the following expresses this relationship?
A) M > 20N B) M > N + 20
C) N > M + 20 D) M = N + 20
● None।
35. If 'a' is an integer, then which of the following must be divisible by 3?
A) $a^3 + 4$ B) $a^2 + 1$
C) $a^2 - 1$ D) $a^2 - 4$
● None।
36. The height of a rectangular box is three-fifth its length, and its length is twice its width. If the width of this box is 2.5 cm, what is its volume? — D) 37.5 cm^3।
37. Working 7 hours per day. 288 workers can build 2 bridges in 41 days. Working 9 hours per day, how many workers will be required to build 4 similar bridges in 82 days? — A) 224।
38. The ratio of diameters of two circles is 2:3. The circumference of the smaller circle is what percentage of the circumference of the larger circle? — C) 66.7%।
39. The diagonal of a square is 2 cm. If a circle is inscribed in that square, what will be the area of that circle? — D) $\pi/2$ cm^2।
40. A tap can fill a tank in 42 minutes and another tap can empty it is 56 minutes. If the tank is already 3/7th full and both the taps are opened together, the tank will be — B) filled in 96 minutes।
41. Where is 'Nafa-Khum waterfall' located? — D) Bandarban।
42. When did the last Agricultural Census take place in Bangladesh? — D) 2019।
43. Which city is known as 'Craft city of Jamdani'? — C) Narayanganj।
44. According to the Global Competitiveness Report 2019 published by World Economic Forum. What is the postion of Bangladesh in terms of business competitiveness? — B) 105।
45. The liberation war-based documentary film 'Let there be light' was directed by— B) Zahir Raihan।
46. What is the abbreviation of NFC? — D) Near-field communication।
47. The government of Bangladesh has officially launched which helpline number to provide citizens with information of procedures of receiving public services? — B) 333।
48. Which of the following countries has recently filed Rohingya genocide case against Myanmar at UN court? — D) Gambia।
49. Which country was the host of South Asian Games 2019? — B) Nepal।
50. Where is Bangladesh Tea Research Institute situated? — D) Moulvibazar।
51. The Bougainville Island is an autonomous region seeking independence from which country? — C) Papua New guinea।
52. Which of the following countries is a member of NAFTA? — C) Mexico।
53. Recently 'Bangla Bond' has been issued in which of the following country? — C) UK।
54. 'BCIM Economic Corridor' was an initiative to connect India and China through which countries? — B) Bangladesh & Myanmar।
55. Which country is the largest shareholder of Asian Infrastructure Investment Bank? — A) China।
56. What was the theme for 'COP-25 summit 2019' held in Spain?
A) Reduction of Nuclear weapon
B) World Peace C) Climate Change
D) World Trade ● None
57. Which of the following wetlands is known as 'Ramsar Site' in Bangladesh?
A) Tanguar Haor
B) Sundarbans Reserved Forest
C) Hail Haor
● A & B E) B & C
58. Where is 'Banglabandhu Sheikh Mujib Hi Tech Park' situated? — C) Gazipur।
59. Where is the famous "Greenwich Temple" located? — B) London।
60. World processing, Spreadsheet and Photo-editing are examples of— A) Application software.

১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা

চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

১৫ জানুয়ারি ২০২০ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA) দেশের এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার জন্য ১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করে।

পাসের হার	৮৩.৪০%
মোট পাসকৃত প্রার্থী	১১,১৩০ জন
স্কুল পর্যায়	৯,০৬৩ জন
স্কুল-২ পর্যায়	৬১১
কলেজ পর্যায়	১,৪৫৬ জন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) বিভিন্ন পদ

পরিসংখ্যান সহকারী ♦ পরীক্ষা : ১৭.০১.২০২০

সেট A

1) দ্বিপ অর্থ কি? — (B) হাতি।
2) সামাজিক নাটক কোনটি? — (B) সধবার একাদশী।
3) 'রেস্তোরাঁ' কোন ভাষার শব্দ? — (C) ফরাসি।
4) বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রার বর্ণ কয়টি? — (A) ৩২।
5) মোতাহার হোসেন রচিত গ্রন্থ কোনটি? — (D) সংস্কৃতি কথা।
6) অবলম্বনের 'অব' উপসর্গটি কি অর্থে ব্যবহৃত? — (A) নিম্নে।
7) 'শাহনামা' মৌলিক গ্রন্থটি কার? — (B) ফেরদৌসি।
8) কোনটি শুদ্ধ বানান? — (D) প্রোজ্জ্বল।
9) বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' কবে প্রকাশিত হয়? — (C) ১৮৫৮।
10) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক — (D) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়।
11) বিশেষ্য পদ নয় কোনটি? — (C) স্বয়ং।
12) 'সব কটা জানালা খুলে দাও না'-এর গীতিকার কে? — (B) নজরুল ইসলাম বাবু।
13) 'নান্দী' শব্দের অর্থ কি? — (A) স্তুতি।
14. 'চলচ্চিত্র'-এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ — (C) চলৎ + চিত্র।
15) কোন দু'টি অঘোষ ধ্বনি? — (A) চ ছ।
16) 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? — (B) ধ্বনিতত্ত্ব।
17) 'কিরণ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? — (A) ময়ূখ।
18) 'যার বসন আলগা'-এর বাক্য সংকোচন? — (B) অসংবৃত।
19) শ্রী চৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক প্রথম কাহিনী কাব্য রচনা করেন — (D) বৃন্দাবন দাস।
20) 'মৈনাক' ছদ্মনামে লিখতেন। — (A) শামসুর রাহমান।
21) Choose the correct one. — (B) Misspell।
22) Which correct meaning of the word 'deliberate' is— (C) intentional।
23) Which one is common noun? — (A) infant।
24) What is the appropriate meaning of the word 'Flout'— (B) Disobey।
25) I am desperate. All I need really is someone to — (C) give me a hand।
26) Would you mind.....? — (D) opening the door।
27) Which of the word is wrong in spelling? — (C) chalera।
28) Which pair is the simillar meaning of 'Distort : Twist'? — (A) Harmonize : Balance।
29) The passive form of 'He pleases us'— (B) We are pleased with him।
30) He parted his friends in tears. — (D) from।
31) Find out the plural form of 'Oasis'? — (A) Oases।
32) 'Devil copperfield' is a/an..... novel. — (B) Victorian।
33) 'আমার যদি পাখির মতো ডানা থাকতো'। এর ইংরেজি কি হবে? — (A) Had I the wings of bird!।
34) The phrase 'nouveau riche' means — (D) new rich।
35) The Headmaster and Security..... present at the last meeting. — (B) was।
36) The synonym of 'shun' is— (B) avoid।
37) which of the following is not an adjective? — (D) humor।
38) His speech was articulate and I ask him to..... his ideas. — (C) expand on।
39) Who wrote the book 'The Waste Land'? — (A) T. S Eliot।
40) Karim was angry..... his conduct. — (C) at।
41) ৩০ লিটার মিশ্রণে এসিড ও পানির অনুপাত ৭ : ৩। ঐ মিশ্রণে কি পরিমাণ পানি মেশালে এসিড ও পানির অনুপাত ৩ : ৭ হবে? — (A) ৪০ লিটার।
42) একজন দোকানদার কিছু পণ্য ক্রয় করলেন। পরিবহণের সময় ১৩% পণ্য নষ্ট হয়ে গেল এবং ৭% পণ্য চুরি হয়ে গেল। মোটের উপর ২০% লাভ করতে হলে তাকে অবশিষ্ট পণ্য শতকরা কত লাভে বিক্রয় করতে হবে? — (C) ৫০%।
43) বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা হারে ৫০০ টাকার ৩ বছরের সরল মুনাফা কত হবে? — (C) ৭৫ টাকা।
44) পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ৭ : ২ এবং ৫ বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত ৮ ৩ হবে। তাদের বর্তমান বয়স কত? — (B) ৩৫,১০।
45) পরপর ১০টি সংখ্যার প্রথম ৫টির যোগফল ৫৬০ হলে, শেষ ৫টির যোগফল কত? — (A) ৫৮৫।
46) $a + b = 9m$ এবং $ab = 18m^2$ হলে $a - b$ এর মান কত? — (C) $\pm 3m$।
47) যদি $x^3 - hx + 10 = 0$ এর একটি 2 সমাধান হয় তবে h মান কত? — (B) 9।
48) $x^2 - 11x + 30$ এবং $x^3 - 4x^2 - 2x - 15$ এর গ. সা. গু কত? — (A) $x - 5$।
49) $x + \frac{1}{x} = \sqrt{3}$ হলে $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কত? — (C) 0।
50) $3.2^n - 4.2^{n-2}$ কত? — (B) 2^{n+1}।
51) একটি সামান্তরিকের দুইটি সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৭ সেন্টিমিটার এবং ৫ সেন্টিমিটার হলে, এর পরিসীমা কত? — (A) ২৪।
52) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয় বর্ধিত করলে উৎপন্ন কোণদ্বয় কী হবে? — (B) স্থূলকোণ।
53) একটি সামান্তরিকের বিপরীত দুটি কোণের সমষ্টি ৬০° হলে, অপর একটি কোণের মান কত? — (C) ১৫০°।
54) PQRS রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য ৩ ইঞ্চি। PR এবং QS কর্ণ দুটি O বিন্দুতে ছেদ করলে $PO^2 + QO^2$ = কত? — (B) ৯।
55) একটি সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহু ১৬ মিটার হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত? — (C) $64\sqrt{3}$।
56) BIMSTEC ভুক্ত দেশ নয় — (C) পাকিস্তান।
57) ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কয় দফা দাবি পেশ করেন? — (B) ৪ দফা।
58) মহাকাশে স্যাটেলাইট প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান কত? — (A) ৫৭।
59) স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য কতজন মহিলাকে বীর প্রতীক উপাধি দেয়া হয়? — (C) ২ জন।
60) ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদরদপ্তর কোথায়? — (D) ব্রাসেলস।

61) সতীদাহ প্রথা কে বিলুপ্ত করেন? — (A) লর্ড বেন্টিঙ্ক।
62) ময়নামতিতে কোন সভ্যতার নির্দশন পাওয়া যায়? — (C) বৌদ্ধ সভ্যতা।
63) কোন তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল? — (B) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১।
64) নিচের কোনটি ইনপুট ডিভাইস? — (D) কিবোর্ড।
65) ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের 'Big One' বলতে বোঝায় — (A) চূড়ান্ত ভূমিকম্প।
66) 'বুজুমবুরা' কোন দেশের রাজধানী? — (B) বুরুন্ডি।
[Note : *বুরুন্ডির পূর্ব রাজধানীর নাম বুজুমবুরা এবং বর্তমান রাজধানী জিতেগা।*]
67) ২০২২ সালে ফিফা বিশ্বকাপ কোথায় হবে? — (D) দোহা।
68) পানামা খাল কোন কোন মহাসাগরকে যুক্ত করেছে? — (C) আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর।
69) চীন আবিষ্কার করেন — (B) মার্কোপোলো।
70) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বিশেষ উদ্যোগ কয়টি? — (D) ১০।

জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ♦ পরীক্ষা : ০৩.০১.২০২০ সেট A

1) ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী এর রচয়িতা কে? — (C) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
2) 'যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না' এক কথায় কী হবে? — (C) উষর।
3) 'সংবিধান'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? — (B) সম + বিধান।
4) 'যাযাবর' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? — (D) স্থায়ী।
5) 'কপোল' শব্দটির অর্থ কী? — (A) গাল।
6) সঠিক বানান কোনটি? — (A) পিপীলিকা।
7) মনিকাঞ্চনযোগ'-এর সমার্থক বাগধারা কোনটি? — (C) সোনায় সোহাগা।
8) 'সাপের খোলস' কে এক কথায় কী বলে? — (B) নির্মোক।
9) ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? — (D) ধ্বনি।
10) জসীম উদ্‌দীনের শ্রেষ্ঠ কাহিনী কাব্য কোনটি? — (A) নকশী কাঁথার মাঠ।
11) 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের লেখক কে? — (C) শওকত ওসমান।
12) বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি? — (C) ৩৯টি।
13) 'বিদ্রোহী' কবিতা নজরুলের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? — (C) অগ্নিবীণা।
14) 'জনৈক' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ — (B) জন + এক।
15) গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার? — (A) তিন প্রকার।
16) বেগম রোকেয়ার রচনা কোনটি? — (A) মতিচূর।
17) 'ব্যাঙের সর্দি' বাগধারাটির অর্থ কী? — (C) অসম্ভব ঘটনা।
18) উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার — (D) প্রত্যুৎপন্নমতি।
19) 'মাছের মা' বাগধারার অর্থ — (B) নিষ্ঠুর।
20) বাংলা লিপির উৎস কী? — (D) ব্রাহ্মী লিপি।
21) What is the adjective of the word 'Heart'? — (A) heartening।
22) Whic is the correct sentence? — (D) He is a perfect judge।
23) What kind of noun is 'girl'? — (D) common।
24) Fill in the blank : He is callous ..... his studies. — (B) to।
25) Which one is the correct spelling? — (C) accessible।
26) 'By and large' means — (B) mostly।
27) What is the verb form of word 'Habit'? — (D) habituate।
28) She told me his name after he..... — (B) had left।
29) The synonym of 'prohibit'? — (A) ban।
30) What you (to do) last night? — (B) did you do।
31) T.S. Eliot was born in .... — (D) USA।
32) The author of 'A Farewell to Arms' is— (D) Ernest Hemingway।
33) Which one is the reflexive pronoun? — (C) myself।
34) The man was accused..... murder. — (B) of।
35) The antonym of 'Scarcity' is— (A) Abundance।
36) Mamtaz was married..... Shahjahan. — (B) to।
37) Translate into English— 'সে সাঁতার দিয়ে নদী পার হলো'— (B) She swam across the river.।
38) Khadija prefers mutton..... beef. — (A) to।
39) Who is the author of 'India wins freedom'? — (C) Abul Kalam Azad।
40) 'Maiden speech' means— (A) first speech।
41) $x - \frac{1}{x} = 2$ হলে $x^4 + \frac{1}{x^4}$ = কত? — (D) 34।
42) নিচের ভগ্নাংশগুলোর মধ্যে কোনটি ক্ষুদ্রতম? — (B) $\frac{৫}{৯}$।
43) পিতা ও মাতার বয়সের গড় ৪৫ বছর। আবার পিতা, মাতা ও ১ পুত্রের বয়সের গড় ৩৬ বছর। পুত্রের বয়স কত? — (C) ১৮ বছর।
44) বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের একটি কোণ ৭০° হলে বিপরীত কোণটির মান কত? — (A) ১১০°।
45) একটি দ্রব্য ৫০০ টাকায় ক্রয় করে ১০% লাভে বিক্রয় করা হলো। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য ১০% কম হলে কত লাভ হত? — (C) ১০০ টাকা।
46) $(a - 2b)^3$ এর মান কত? — (A) $a^3 - 8b^3 - 6a^2b + 12ab^2$।
47) $2x = 3y + 5$ হলে $4x - 6y$ = কত? — (B) 10।
48) a : b = 4 : 7 এবং b : c = 5 : 6 হলে a : b : c = কত? — (D) 20 : 35 : 42।
49) ১ থেকে ৪৯ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলোর গড় কত? — (D) ২৫।
50) ১ ইঞ্চি = কত সেন্টিমিটার? — (A) ২.৫৪।
51) ৬০ জন ছাত্রের মধ্যে ৪২ জন ফেল করলে পাশের হার কত? — (C) ৩০%।
52) ত্রিভুজের বৃহত্তর বাহুসংলগ্ন কোণদ্বয় — (B) সূক্ষ্মকোণ।
53) একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ। ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল ৯৬ বর্গমিটার হলে ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য কত? — (C) ১২ মিটার।
54) বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হার সুদে কত সময়ে ৪৫০ টাকা সুদ-আসলে ৫৫৮ টাকা হবে? — (A) ৪ বছর।
55) দুইটি সংখ্যার বিয়োগফল তাদের যোগফলের $\frac{১}{৩}$ অংশ। সংখ্যা দুটির অনুপাত কত? — (D) ২ : ১।
56) কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয় কত বছর পর পর? — (C) ৪ বছর।
57) ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত? — (B) প্যারিস।
58) বাংলাদেশে কত বছর পর পর জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয়? — (C) ১০ বছর।
59) বাংলাদেশে বর্তমানে মানুষের গড় আয়ু কত? — (B) ৭২.৩ বছর। [*সূত্র : বাংলাদেশ জনসংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক সূচক*]
60) UNDP এর ইংরেজি পূর্ণরূপ কী? — (A) United Nations Development Programme।
61) জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে? — (A) সৈয়দ মাইনুল হোসেন।
62) সরকার কর্তৃক কোন বছরকে 'মুজিব বর্ষ' ঘোষণা করা হয়েছে? — (B) ২০২০।
63) SDG-এর Goal সংখ্যা কয়টি? — (A) ১৭টি।
64) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন তারিখে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন? — (C) ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি।
65) বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী কোন বছর উদ্‌যাপন করা হবে? — (B) ২০২১।
66) বাংলাদেশে খেতাবপ্রাপ্ত বীরবিক্রম কত জন? — (D) ১৭৫ জন।
67) বাংলাদেশে বর্তমানে বিভাগের সংখ্যা কয়টি? — (C) ৮টি।
68) বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? — (C) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
69) সৌদি আরবের রাজধানীর নাম কী — (B) রিয়াদ।
70) বাংলাদেশের সংবিধান কোন তারিখ হতে কার্যকর হয়? — (B) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২।

একুশের প্রথম গান 'ভুলব না, ভুলব না একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না'-এর রচয়িতা ভাষাসৈনিক আ ন ম গাজীউল হক

থানা পরিসংখ্যানবিদ ♦ পরীক্ষা : ১১.০১.২০২০ সেট A

1) শুদ্ধ বানানের শব্দগুচ্ছ কোনটি? — (A) স্বায়ত্তশাসন, আভ্যন্তর, জন্মবার্ষিক।
2) কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ? — (A) শেষলেখা।
3) তারাবাঈ নাটকের লেখক কে?— (D) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
4) সদ্যোজাত শব্দের সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? — (C) সদ্যঃ + জাত।
5) কোন বানানটি শুদ্ধ? — (B) বিভীষিকা।
6) রাত্রি এর সমার্থক কোনটি? — (D) A ও B উভয়ই [(A) নিশীথ, (B) অমানিশা]।
7) অপ্রাণিবাচক শব্দ কোনটি? — (C) কমলনিকর।
8) বাক্যের অপরিহার্য শব্দ কোনটি?— (B) ক্রিয়াপদ।
9) কোনটি ফারসি শব্দ? — (A) নামায।
10) শ, স, ষ, হ-এই চারটি বর্ণের নাম কি? — (B) উষ্মবর্ণ।
11) 'আফতাব' শব্দের অর্থ কি? — (C) অর্ক।
12) গৌড়ীয় ব্যাকরণ গ্রন্থটি রচনা করেছেন কে? — (D) রামমোহন রায়।
13) 'মৃতের মত অবস্থা যার' তাকে এক কথায় কি বলা হয়? — (B) মুমূর্ষু।
14) 'শ্রদ্ধা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি? — (A) শ্রৎ + √ধা + অ + আ।
15) নবনূর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? — (C) সৈয়দ এমদাদ আলী।
16) উর্ণনাভ শব্দটি দিয়ে কি বুঝায়? — (D) মাকড়সা।
17) কোনটি ইবরাহীম খাঁর গ্রন্থ নয়? — (C) কুঁচবরণ কন্যা।
18) কোন বাক্যে সমুচ্চয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে? — (D) লেখাপড়া কর, নতুবা ফেল করবে।
19) কোনটি সূর্যের প্রতিশব্দ? — (A) সবিতা।
20) অন্যের রচনা থেকে চুরি করাকে কি বলা হয়? — (D) কুম্ভিলকবৃত্তি।
21) What is the synonym of rehearse? — (D) practice.
22) Which word is closest in meaning to 'Franchise' — (C) privilege.
23) 'Once a blue moon' means — (B) very rarely.
24) Tag question of 'All's well that ends well'— (C) isn't it.
25) 'Hold water' means — (B) bear examination.
26) Which one is correct? — (A) I was a candidate for the post.
27) I am looking forward..... you. — (A) to seeing.
28) At least one of the students..... full marks every time. — (C) gets.
29) Compound sentence of 'I saw him going to market'. — (A) I saw him and he was going to market.
30) What does the idiom 'Tooth and nail' means? — (B) with utmost effort.
31) What is the comparative form of 'Alam is the best boy in the class'? — (A) Alam is better than any other boy in the class.
32) 'The Rainbow' is — (C) a novel by D.H. Lawrence.
33) What is the single word for 'A hater of mankind'? — (B) Misanthropist.
34) He has assured me..... safety. — (B) of.
35) What is the synonym of 'Incite'?— (C) instigate.
36) What is the antonym of 'Queer'? — (B) ordinary.
37) 'Pass away' means — (C) die.
38) This agent is acting..... Alico. — (B) for.
39) His father come to see him.... — (C) off.
40) What type of noun 'Kindness'? — (A) abstract.
41) দৈনিক ৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করে ১০ জন লোক একটি কাজ ৭ দিনে করতে পারে, দৈনিক কত ঘণ্টা পরিশ্রম করে ১৪ জনে ৬ দিনে ওই কাজটি করতে পারবেন? — (A) ৫ ঘণ্টা।
42) ১২ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৮ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট একটি কার্পেট দ্বারা একটি মেঝের ৬৫% মোড়ানো যায়। মেঝেটির আয়তন কত বর্গফুট?— (B) ১৬০ বর্গফুট।
43) ৮টি প্যান্টের বিক্রয়মূল্য ১০টি প্যান্টের ক্রয়মূল্যের সমান হলে শতকরা লাভ কত? — (A) ২৫%।
44) ৯, ৩৬, ৮১, ১৪৪, এর পরবর্তী সংখ্যা কত? — (B) ২২৫।
45) ১ পাউন্ড = কত আউন্স? — (D) ১৬ আউন্স।
46) $\sqrt{x+3} = \sqrt{x} + \sqrt{\beta}$ হলে x = কত? — (C) 0।
47) যদি Q/P = 1/4 হয় তবে p + q / p − q এর মান কত? — (A) 5/3।
48) P এর মান কত হলে, $4x^2 - px + 9$ একটি পূর্ণবর্গ হবে? — (B) 12।
49) সমাধান করুন : ax − cy = 0, ay − cx = $a^2 - c^2$. — (A) x = c, y = a।
50) ৪ কিমি/ঘণ্টা বেগে চললে কোন স্থানে পৌঁছাতে যে সময় লাগে ৫ কিমি/ঘণ্টা বেগে চললে তার চেয়ে ১/২ ঘণ্টা কম সময় লাগে। স্থানটির দূরত্ব কত? — (B) ১০ কিমি।
51) একটি বৃত্তের পরিধি ও ক্ষেত্রফল যথাক্রমে ১৩২ সেমি ও ১৩৮৬ বর্গ সেমি। বৃহত্তর জ্যা এর দৈর্ঘ্য কত? — (B) ৪২ সেমি।
52) ৭ সেমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? — (A) ৯৮ বর্গকিমি।
53) ঘড়িতে এখন ৮টা বাজে। ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যকার কোণটি হলো— (D) ১২০ ডিগ্রি।
54) বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয়ের যোগফল? — (D) ১৮০ ডিগ্রি।
55) সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য যদি m হয় তবে এর ক্ষেত্রফল কত? — (B) $\frac{\sqrt{3}}{4} m^2$।
56) আন্তর্জাতিক নারী দিবস? — (B) ৮ মার্চ।
57) ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া গৃহীত হয়?— (B) গণপরিষদে।
58) বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করা হয় ১৯৭১ এর? — (B) ৩ মার্চ, ১৯৭১ সালে, পল্টন ময়দানে।
59) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে কখন বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন? — (A) ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।
60) UNHCR-এর সদর দপ্তর কোথায়? — (C) জেনেভা।
61) ডেঙ্গু জ্বরের বাহক কোন মশা? — (B) এডিস মশা।
62) বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে? — (C) কামরুল হাসান।
63) মুক্তির গান চলচ্চিত্র কে পরিচালনা করেছেন? — (D) তারেক মাসুদ।
64) বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় কত? — (B) ১৯০৯ মার্কিন ডলার।
65) বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মহাকাশে কত তারিখে উৎক্ষেপণ করা হয়? — (A) ১২ মে ২০১৮।
66) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? — (B) ১৯৭৪ সালে।
67) অলিম্পিক ২০২০ এর স্বাগতিক দেশ কোনটি? — (C) জাপান।
68) সুন্দরবনকে World Heritage ঘোষণা করেছে? — (D) UNESCO।
69) গম্ভীরা কোন অঞ্চলের সঙ্গীত? — (C) রাজশাহী।
70) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৌ কমান্ডো সেক্টর? — (C) সেক্টর ১০।

ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর ♦ পরীক্ষা : ১৭.০১.২০২০ সেট C

1) The correct spelling is— (C) Humorous।
2) Find out the correct translation— 'সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে'— (D) It has been drizzling since morning।
3) 'A speech full of too many words" is— (D) a verbose speech।
4) I am not bad..... tennis. — (C) at।
5) Julia has been ill..... three months. — (D) for।
6) The team is..... eleven players.— (e) made up of।
7) 'Run into debt' is— (C) idiom।
8) Choose the antonym of 'myriad'— (C) limited।
9) Choose the correct sentence — (B) The train is running on time।
10) She told me her name after she—. — (B) had left।
11) The word 'precedence' means. — (B) Priority।
12) 'Arms & the Man' is written by— (D) G.B. Shaw।
13) 'If winter comes, can spring be far behind?' — these lines were written by— (B) P. B. Shelley।
14) If I rich, I would travel around the world. — (C) were।
15) You said to me, 'you are right'. Indirect forms is — (A) You told me that I was right।
16) The correct passive form of 'you must shut these doors' is— (D) These doors must be shut।
17) Verb of the word 'false' is— (A) falsify।
18) The correct translation of 'সে অংকে কাঁচা' is— (A) He is weak in mathematics।
19) He leads..... most unhappy life. — (C) a।
20) 'Do or die' is a— (A) Compound Sentence।
21) ৩ ঃ ৫ অনুপাত বিশিষ্ট দুটি সংখ্যার সমষ্টি ৫৬ হলে, সংখ্যা দুটির অন্তর কত? — (D) ১৪।
22) ০.১ x ০.০১ = কত? — (B) ০.০০১।
23) $(x^2)^3$ কে x^3 দ্বারা গুণ করলে কত হবে? — (A) x^{18}।
24) $a(a + b)$, $a^2(a - b)$ এর গ.সা. গু কত? — (B) a।
25) ৩ জন পুরুষ বা ৫ জন বালক একটি কাজ ২০ দিনে করতে পারে। তবে ৪ জন পুরুষ ও ১০ জন বালক ঐ কাজটি কত দিনে করতে পারবে? — (D) ৬ দিন।
26) একটি সংখ্যার তিনগুণের সাথে দ্বিগুণ যোগ করলে ৯০ হয় সংখ্যাটি কত? — (A) ১৮।
27) যদি $x^3 - 2x^2 + 1 = 0$ হয়, তবে x এর মান কত? — (A) 1।
28) $(a + b) = 3, (a - b) = 2$ হলে, $ab = ?$ — (D) $\frac{5}{4}$।
29) একটি সমকোণী ত্রিভুজের ২টি কোণের সমষ্টি ১৭০° হলে অপর কোণটির মান কত? — (C) ১০°।
30) $(a + b) = 2$ এবং $ab - 10$ হলে $(a - b) = ?$ — (B) 3।
31) একটি সরলরেখার উপর অঙ্কিত বর্গ ঐ সরলরেখার অর্ধেকের উপর অঙ্কিত বর্গের কত গুণ? — (A) ৪ গুণ।
32) ২৫৩° কোণকে কী বলে? — (D) প্রবৃদ্ধকোণ।
33) ৫০০ টাকার ৪ বছরের সুদ এবং ৬০০ টাকার ৫ বছরের সুদ একত্রে ৫০০ টাকা হলে, সুদের হার কত? — (D) ১০%।
34) ABCD সামান্তরিকের B কোণ ১০০° হলে C কোণের মান কত? — (C) ৮০°।
35) একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল x বর্গ একক। এক কর্ণের দৈর্ঘ্য হবে? — (C) $\sqrt{2}x$।
36) ইন্টারনেট প্রথম চালু হয় — (A) ১৯৬৯ সালে।
37) 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্যটি কে নির্মাণ করেন? —. (C) সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ।
38) ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু কোথায় ভাষণ দিয়েছিলেন? — (D) রেসকোর্স ময়দানে।
39) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয় কোন সালে? — (C) ১৯৯৯।
40) Oracle Corporation এর প্রতিষ্ঠাতা কে? — (D) Lawrence J. Ellison।
41) সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট Twitter কত সালে চাল হয়? — (C) ২০০৬।
42) নিচের কোনটি সঠিক? — (A) ১ KB = ১০২৪ বাইট।
43) বাংলাদেশের সর্বশেষ বিভাগের নাম কী? — (A) ময়মনসিংহ।
44) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির শপথ বাক্য পাঠ করান কে? — (B) স্পিকার।
45) ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম কী? — (D) সিসমোগ্রাফ।
46) ইয়ং বেঙ্গল কী? — (B) ইংরেজি ভাবধারাপুষ্ট বাঙালি যুবক।
47) লাল আলোতে নীল রঙের বস্তু কেমন দেখায়? — (D) কালো।
48) বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৮ এর চ্যাম্পিয়ন কোন দেশ? — (B) ফ্রান্স।
49) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল কত? — (B) ৪ বছর।
50) প্রোগ্রাম থেকে কপি করা ডাটা কোথায় থাকে? — (D) Clip board
51) 'চাক্ষুস' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? — (C) অগোচর।
52) নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়নি? — (B) শুভেচ্ছা।
53) বাংলা একাডেমি রবীন্দ্র পুরস্কার প্রবর্তন করে — (A) ২০১০ সালে।
54) কোনটি তৎসম শব্দ? — (D) চন্দন।
55) কোনগুলো স্পর্শ ধ্বনি? — (D) ক-ম।
56) মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে? — (A) দাশু রায়।
57) কোন গ্রন্থটি শরৎচন্দ্র রচিত নয়? — (C) মৃত্যুক্ষুধা।
58) 'আপন' শব্দের অর্থ কোনটি? — (D) আত্মীয়।
59) 'বৈরাগ্য সাধনে..... সে আমার নয়' — (B) মুক্তি।
60) 'অটবি' এর প্রতিশব্দ কোনটি? — (D) বন।
61) 'নৈসর্গিক' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? — (B) কৃত্রিম।
62) নিচের কোনটি রূপক সমাসের উদাহরণ নয়? — (C) মোমবাতি।
63) 'যা কষ্টে নির্বারণ করা যায়' এক বাক্যে সংকোচন কোনটি? — (A) দুর্নিবার।
64) 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। চরণ দুটি কোন কবিতার অংশ? — (B) পরার্থে।
65) 'পাঠক' শব্দটি কোন শ্রেণীর ধাতু থেকে গঠিত? — (B) সংস্কৃত মূল।
66) 'আবিল' শব্দের অর্থ কী? — (A) কলুষিত।
67) 'মুজিব-লেনিন-ইন্দিরা' কাব্যগ্রন্থের লেখক কে? — (D) নির্মলেন্দু গুণ।
68) Corrigendum শব্দের অর্থ কী? — (A) শুদ্ধিপত্র।
69) নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? — (C) নিশীথিনী।
70) 'জজ সাহেব' কোন সমাসের উদাহরণ? — (D) কর্মধারয়।

মেঘনা নিয়ে যত কিছু

- **মেঘনা :** কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত একটি গ্যাসক্ষেত্র। ১৯৯০ সালে গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়।
- **মেঘনা :** কুমিল্লা জেলার একটি উপজেলা।
- **মেঘনা :** চীন থেকে আমদানিকৃত একটি হাইব্রিড ধানের জাত।
- **মেঘনা নদী :** বাংলাদেশের দীর্ঘতম, প্রশস্ততম ও গভীরতম নদী।
- **মেঘনাঘাট :** নারায়ণগঞ্জের একটি নদী বন্দর।
- **মেঘনার ঢল :** হুমায়ুন কবির রচিত একটি কবিতা।
- **ধীরে বহে মেঘনা :** ১৯৭৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলাদেশি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র। পরিচালক আলমগীর কবির।
- **রেডিও মেঘনা :** বাংলাদেশের ১৫তম কমিউনিটি রেডিও।
- **মেঘনা এক্সপ্রেস :** চাঁদপুর-চট্টগ্রাম রেলপথে চলাচলকারী আন্তঃনগর ট্রেন।
- **মেঘনাদবধ কাব্য :** মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা একটি মহাকাব্য।
- **পদ্মা মেঘনা যমুনা :** আবু জাফর শামসুদ্দীন রচিত উপন্যাস।
- **এই পদ্মা এই মেঘনা :** আবু জাফর রচিত দেশাত্মবোধক গান। গানটির শিল্পী ফরিদা পারভীন।

Red নিয়ে যা কিছু

- **Red :** একটি রঙ বা বর্ণ। বাংলা অর্থ লাল। দৃশ্যমান আলোর সবচেয়ে দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো চোখে আপতিত হলে যে রঙ দর্শনের অনুভূতি জন্মায়, তাই হলো লাল।
- **Red Square :** রাশিয়ার মস্কোতে অবস্থিত বিখ্যাত নগর চত্বর। এর পাশেই রুশ প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন ক্রেমলিন-এর অবস্থান। এটি মস্কোর চতুর্দিকের সকল রাস্তার মিলনস্থলরূপে বিবেচিত।
- **Red Sea :** বাংলা অর্থ লোহিত সাগর। এটি ভারত মহাসাগরের একটি বর্ধিত অংশ। এই সাগর আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশকে পৃথক করেছে।
- **Red Party :** নরওয়ের একটি রাজনৈতিক দলের নাম। ১১ মার্চ ২০০৭ দলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- **Red Army :** ১৯৭১ সালে জাপানের ফুসাকো শিগেনোবু লেবাননে বসে বামপন্থী মিলিশিয়া দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। জাপানিজ রেড আর্মির উদ্দেশ্য ছিল জাপানের সম্রাটতন্ত্র উচ্ছেদ এবং বিশ্ব বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটানো। বিমান ছিনতাইয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে জাপানি রেড আর্মি ছিল বেশ আলোচিত।
- **Red Planet :** মঙ্গলকে বলা হয় লাল গ্রহ (Red Planet)। এ গ্রহের পৃষ্ঠতলে আয়রন অক্সাইডের আধিক্যের জন্য গ্রহটিকে লালচে রঙের দেখায়, যা খালি চোখে দৃশ্যমান মহাজাগতিক বস্তুগুলির মধ্যে এই গ্রহটিকে স্বতন্ত্রভাবে দর্শনীয় করে তোলে।
- **Red Indian :** উত্তর আমেরিকার একটি আদিবাসী জাতি।
- **Red Cross/Crescent :** বিশ্বের দুঃস্থ মানবতার সেবার লক্ষ্যে পরিচালিত সংস্থা। সুইজারল্যান্ডের নাগরিক জাঁ হেনরি ডুনান্ট ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩ এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

ভৌগোলিক উপনামের সাদৃশ্য

দেশ

ভাটির দেশ	Low-lying Country	বাংলাদেশ
সোনালী আঁশের দেশ	Land of Golden Fibre	বাংলাদেশ
শ্বেতহস্তীর দেশ/সাদা হাতির দেশ	Land of White Elephants	থাইল্যান্ড
হাসির দেশ	Land of Smiles	থাইল্যান্ড
সকাল বেলার শান্তি শান্ত সকালের দেশ	Land of the Morning Calm	দক্ষিণ কোরিয়া
সোনালী প্যাগোডার দেশ	Land of the Golden Pagodas	মিয়ানমার
নীল আকাশের দেশ	Land of the Blue Sky	মঙ্গোলিয়া
ভূমিকম্পের দেশ	Land of Earthquakes	জাপান
সূর্যোদয়ের দেশ	Land of the Rising Sun	জাপান
মহাপ্রাচীরের দেশ	Land of Great Wall	চীন
লাল ড্রাগনের দেশ	Land of the Red Dragon	চীন
তামার দেশ	Country of Copper	জাম্বিয়া
পিরামিডের দেশ	Land of Pyramids	মিসর
ফারাও'র দেশ	Land of the Pharaohs	মিসর
ন্যায়পরায়ণ মানুষের দেশ	Land of the Upright Men	বুরকিনা ফাসো
সৎ মানুষের দেশ	Land of Honest Men	বুরকিনা ফাসো
আগুনের দেশ	Land of Fire	আইসল্যান্ড
বরফের দেশ	Land of Ice	আইসল্যান্ড
মার্বেলের দেশ	Land of Marbles	ইতালি
দুধ ও মধুর দেশ	Land of Milk & Honey	সুইজারল্যান্ড
ঈগলের দেশ	Land of the Eagles	আলবেনিয়া
ধীবরের দেশ	Land of Fishermen	নরওয়ে
নিশীথ সূর্যের দেশ	Land of the Midnight Sun	নরওয়ে
ম্যাপল পাতার দেশ	Land of the Maple Leaf	কানাডা
লিলি ফুলের দেশ	Land of the Lilies	কানাডা
ইনকা সভ্যতার দেশ	Land of the Incas	পেরু
মুক্তভূমি/স্বাধীনচেতার দেশ	Land of the Free	যুক্তরাষ্ট্র
লম্বা সাদা মেঘের দেশ	Land of the Long White Cloud	নিউজিল্যান্ড
সোনালী পশমের দেশ	Land of Golden Fleece	অস্ট্রেলিয়া
ক্যাঙ্গারুর দেশ	Land of The Kangaroos	অস্ট্রেলিয়া
পঞ্চনদের দেশ	Land of Five Rivers	পাঞ্জাব (পাকিস্তান)
চির সবুজের দেশ	Land of Evergreen	নাটাল (দ. আফ্রিকা)

রাজধানী

শান্তির রাজধানী	Capital of Peace	জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)
বিশ্বের রাজধানী	Capital of the World	নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র)

নগর/নগরী

স্বর্ণ নগরী	City of Gold	জোহানেসবার্গ (দক্ষিণ আফ্রিকা)
হীরক নগরী	City of Diamonds	কিম্বার্লি (দক্ষিণ আফ্রিকা)
অভিশপ্ত নগরী	Sin City	লাস ভেগাস (যুক্তরাষ্ট্র)
নিমজ্জমান নগরী	Sinking City	ভেনিস (ইতালি)
চির বসন্তের নগরী	City of Eternal Spring	কিটো (ইকুয়েডর)

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ... ভুলিতে পারি?' গানটির বর্তমান সুরকার আলতাফ মাহমুদ; প্রথম সুরকার আব্দুল লতিফ

সঠিক তথ্যের সন্ধানে

পর্ব ৭৬

পেট্রোবাংলা কবে গঠিত হয়?

✗ ভুল ➤ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ ✓ সঠিক ➤ ২৬ মার্চ ১৯৭২

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এটি বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন।

২৬ মার্চ ১৯৭২ রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ এর মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ খনিজ, তেল ও গ্যাস করপোরেশন (BMOGC) গঠিত হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২০ এর মাধ্যমে দেশের খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে 'বাংলাদেশ খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন করপোরেশন' (BMEDC) নামে অপর একটি সংস্থা গঠন করা হয়। বাংলাদেশ খনিজ, তেল ও গ্যাস করপোরেশন (BMOGC)-কে বাংলাদেশ তেল ও গ্যাস করপোরেশন (BOGC) নামে পুনর্গঠন করা হয় এবং ২২ আগস্ট ১৯৭৪ রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫-এর মাধ্যমে BOGC কে 'পেট্রোবাংলা' নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের ১৭ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১'কে বাতিল করে অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (OGDC) বিলুপ্ত করা হয় এবং এর সম্পদ ও দায় পেট্রোবাংলা'র উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৩ নভেম্বর ১৯৭৬ জারিকৃত অধ্যাদেশ নং ৮৮-এর মাধ্যমে নবগঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি আমদানি, পরিশোধন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

১১ এপ্রিল ১৯৮৫ জারিকৃত ২১ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে BOGC (পেট্রোবাংলা) ও BMEDC-কে একীভূত করে বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (BOGMC) গঠন করা হয়। অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশের আংশিক সংশোধনক্রমে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ জারিকৃত ১১ নং আইন এর মাধ্যমে এই করপোরেশনকে আবার 'পেট্রোবাংলা' নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয় এবং তেল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত কোম্পানিসমূহের শেয়ার ধারণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

বর্তমানে জাতীয় আয়কর দিবস কবে?

✗ ভুল ➤ ১৫ সেপ্টেম্বর ✓ সঠিক ➤ ৩০ নভেম্বর

আয়কর হচ্ছে ব্যক্তি বা সত্ত্বার আয় বা লভ্যাংশের উপর প্রদেয় কর। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর আওতায় কর বলতে অধ্যাদেশ অনুযায়ী, প্রদেয় আয়কর, অতিরিক্ত কর, বাড়তি লাভের কর, এতদসংক্রান্ত জরিমানা, সুদ বা আদায়যোগ্য অর্থকে বোঝায়।

অন্যভাবে বলা যায় যে, কর হচ্ছে রাষ্ট্রের সকল জনসাধারণের স্বার্থে রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে প্রদত্ত বাধ্যতামূলক অর্থ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) আয়কর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৮ সাল থেকে জাতীয় আয়কর দিবস উদ্‌যাপন শুরু করে। ২০১৬ সাল থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর এর পরিবর্তে ৩০ নভেম্বর আয়কর দিবস পালন করছে NBR।

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুযায়ী, সরকারের আয়ের খাতসমূহ নিম্নরূপ— বেতনাদি ❁ নিরাপত্তা জামানতের উপর সুদ ❁ গৃহ সম্পত্তির আয় ❁ কৃষি আয় ❁ ব্যবসা বা পেশার আয় ❁ মূলধনী মুনাফা ❁ অন্যান্য উৎস হতে আয়। তবে রিটার্ন জমা দেয়ার সময় নিম্নলিখিত আয়ের খাতগুলি সম্পৃক্ত হবে ❁ ফার্মের আয়ের অংশ ❁ স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের আয়।

UNESCO'র বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?

✗ ভুল ➤ ১৯৫টি ✓ সঠিক ➤ ১৯৩টি

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO) জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা। বিশ্বব্যাপী শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রসার এবং উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটানোই এই সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। ১-১৬ নভেম্বর ১৯৪৫ লন্ডন সম্মেলনে UNESCO প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। এ লক্ষ্যে ১৬ নভেম্বর ১৯৪৫ Constitution of UNESCO স্বাক্ষরিত হয়। ৪ নভেম্বর ১৯৪৬ বিশটি দেশ কর্তৃক সনদটি অনুমোদনের পর কার্যকর হয়। দেশগুলো হলো— অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, তৎকালীন চেকোস্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, মিশর, ফ্রান্স, গ্রিস, ভারত, লেবানন, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র। ১৪ নভেম্বর ১৯৪৬ জাতিসংঘের সহায়ক সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সর্বশেষ ২৩ নভেম্বর ২০১১ UNESCO'র ১৯৫তম সদস্যপদ লাভ করেছিল ফিলিস্তিন।

'ইসরাইল বিরোধী অবস্থানের প্রতি পক্ষপাত দেখানোর' অভিযোগ তুলে ১২ অক্টোবর ২০১৭ জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা UNESCO থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র পরস্পর সঙ্গী হওয়ার ঘোষণা দেয়। তাদের এ ঘোষণা কার্যকর হয় ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮। ফলে সংস্থাটির সদস্য দেশ হয় ১৯৩টি।

UNESCO'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ যুক্তরাষ্ট্র সংস্থাটি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা এবারই প্রথম নয়। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৪ প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানের অধীনে আর্থিক অব্যবস্থাপনা ও মার্কিনবিরোধী অবস্থানের অভিযোগ তুলে সংস্থাটি থেকে বেরিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র। ১ অক্টোবর ২০০৩ প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ জুনিয়রের আমলে আবারও UNESCO-তে ফিরে এসেছিল যুক্তরাষ্ট্র।

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা ২০২০
সংশোধিত সময়সূচি

বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিশেষ প্রয়োজনে এ সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবেন

তারিখ	দিন	এসএসসি (সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)	দাখিল (সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)
০৩.০২.২০২০	সোমবার	১. বাংলা (আবশ্যিক)-১ম পত্র ২. সহজ বাংলা-১ম পত্র	১. কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ
০৪.০২.২০২০	মঙ্গলবার	১. বাংলা (আবশ্যিক)-২য় পত্র ২. সহজ বাংলা-২য় পত্র	১. হাদিস শরিফ
০৬.০২.২০২০	বৃহস্পতিবার	১. ইংরেজি (আবশ্যিক)-১ম পত্র	১. আরবি প্রথম পত্র
০৯.০২.২০২০	রবিবার	১. ইংরেজি (আবশ্যিক)-২য় পত্র	১. আরবি দ্বিতীয় পত্র
১১.০২.২০২০	মঙ্গলবার	১. গণিত (আবশ্যিক)	১. গণিত
১২.০২.২০২০	বুধবার	১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	—
১৩.০২.২০২০	বৃহস্পতিবার	১. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২. কৃষি শিক্ষা (তত্ত্বীয়) ৩. সঙ্গীত (তত্ত্বীয়) ৪. আরবি ৫. সংস্কৃত ৬. পালি ৭. শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া (তত্ত্বীয়) ৮. চারু ও কারুকলা (তত্ত্বীয়)	১. ইংরেজি প্রথম পত্র
১৫.০২.২০২০	শনিবার	১. ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা ২. হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ৩. বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ৪. খ্রিস্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	১. ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র
১৬.০২.২০২০	রবিবার	—	১. আকাইদ ও ফিকহ্
১৭.০২.২০২০	সোমবার	১. পদার্থ বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২. বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা ৩. ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং	১. বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়
১৮.০২.২০২০	মঙ্গলবার	১. ভূগোল ও পরিবেশ	—
১৯.০২.২০২০	বুধবার	—	১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
২০.০২.২০২০	বৃহস্পতিবার	১. রসায়ন (তত্ত্বীয়) ২. পৌরনীতি ও নাগরিকতা ৩. ব্যবসায় উদ্যোগ	১. বাংলা প্রথম পত্র
২২.০২.২০২০	শনিবার	১. হিসাববিজ্ঞান	১. বাংলা দ্বিতীয় পত্র
২৩.০২.২০২০	রবিবার	১. বিজ্ঞান ২. উচ্চতর গণিত (তত্ত্বীয়)	১. পৌরনীতি ও নাগরিকতা, ২. কৃষিশিক্ষা (তত্ত্বীয়) ৩. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়), ৪. মানতিক, ৫. উর্দু, ৬. ফার্সি
২৫.০২.২০২০	মঙ্গলবার	১. জীববিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২. অর্থনীতি	১. ইসলামের ইতিহাস ২. পদার্থ বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়)
২৭.০২.২০২০	বৃহস্পতিবার	১. বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়	১. রসায়ন (তত্ত্বীয়), ২. তাজবিদ নসর ও নযম (মুজাব্বিদ গ্রুপ) ৩. তাজবিদ (হিফযুল কুরআন গ্রুপ)
২৯.০২.২০২০	শনিবার	—	১. উচ্চতর গণিত (তত্ত্বীয়)
০১.০৩.২০২০	রবিবার	—	১. জীববিজ্ঞান (তত্ত্বীয়)

সকল বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা ➢ এসএসসি : ২৯.০২.২০২০-০৫.০৩.২০২০ ■ দাখিল : ০৮.০৩.২০২০ তারিখের মধ্যে

বিস্তারিত জানতে দেখো

➢ এসএসসি : dhakaeducationboard.gov.bd ➢ দাখিল : www.bmeb.gov.bd

একুশে পদক প্রবর্তন করেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান

www.Boighar.com

শিক্ষাবার্তা

সমাবর্তন

- **শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি)**
  আয়োজন : তৃতীয় ▮ সমাবর্তনকাল : ৮ জানুয়ারি ২০২০ ▮ সমাবর্তন বক্তা : কথাসাহিত্যিক মনজুরুল ইসলাম।
- **বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (BUP)**
  আয়োজন : পঞ্চম ▮ সমাবর্তনকাল : ৬ জানুয়ারি ২০২০।
- **কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি)**
  আয়োজন : প্রথম ▮ সমাবর্তনকাল ২৭ জানুয়ারি ২০২০ ▮ সমাবর্তন বক্তা : আ হ ম মুস্তফা কামাল।
- **জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি)**
  আয়োজন : প্রথম ▮ সমাবর্তনকাল : ১১ জানুয়ারি ২০২০ ▮ সমাবর্তন বক্তা : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ইমেরিটাস ড. অরুণ কুমার বসাক।
  - সমাবর্তনে অংশ নেন ১৮,৩১৭ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে স্নাতক ১১,৮৭৭ জন; স্নাতকোত্তর ৪,৮২৯ জন; এমফিল ১১ জন; পিএইচডি ৬ জন এবং সান্ধ্য প্রোগ্রামের ১,৫৭৪ জন শিক্ষার্থী।

- **পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পবিপ্রবি)**
  আয়োজন : দ্বিতীয় ▮ সমাবর্তনকাল : ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

আরও দুই বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন

৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১৯ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৯-এর খসড়া অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা। দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে কিশোরগঞ্জ জেলা শহরে। দেশে বর্তমানে কার্যক্রম চলছে এমন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৬টি।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় শিশু শিক্ষার্থীদের বহিষ্কার সংক্রান্ত বিধানটি সম্প্রতি হাইকোর্টের নির্দেশনায় বাতিল করে সরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভূতবিদ্যা'

ভূত দেখে ভয় পাওয়া, ভূতের আছর বা ভূতে ধরা—বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক মানুষ এসবে বিশ্বাস না করলেও অনেকেই তা মানেন। দীর্ঘদিন ধরে তন্তমন্ত্র বা ঝাড়ফুঁকই ভূত-সংক্রান্ত রোগ থেকে মুক্তির প্রধান উপায় হিসেবে বিবেচিত হতো। তবে এসব রোগী চিকিৎসকদের কাছেও আসেন। অর্থাৎ সামাজিকভাবে 'ভূত'-সংক্রান্ত রোগকে স্বীকার করা হয়। আর এ বিষয়কে মাথায় রেখে চিকিৎসকদের জন্য উচ্চতর কোর্স চালু করেছে ভারতের একটি বিশ্ববিদ্যালয়। দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় শহর বারানসির বানারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে (BHU) জানুয়ারি ২০২০ শুরু হয় এ কোর্স। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, ভূতবিদ্যা কোর্সে শারীরিক ও মানসিকবিষয়ক রোগ বা সাইকোসোম্যাটিক ডিজঅর্ডার সম্পর্কে পড়ানো হবে। এ রোগকে প্রায়ই অলৌকিক ঘটনা বা ভৌতিক ঘটনার সাথে যুক্ত করে ভূত-সংক্রান্ত রোগ বলে ভুল করা হয়। কোর্সটি পরিচালনা করছে আয়ুর্বেদ অনুষদ। আয়ুর্বেদকে ওষুধ এবং আরোগ্য লাভের প্রাচীন ব্যবস্থা বলে মনে করা হয়।

১৭২ শিক্ষার্থীর প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক লাভ

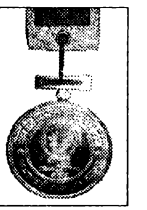

উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে ২০০৫ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক' প্রদান করে আসছে। ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি-৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকাশিত ফলাফলের ভিত্তিতে **প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক-২০১৮** লাভ করেন দেশের সরকারি ও বেসরকারি ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭২ জন শিক্ষার্থী।

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কত জন

ঢাবি ১১	বাকৃবি ৬	BSMMU ৫	কুয়েট ৩
রাবি ৯	জাবি ৬	মাভাবিপ্রবি ৫	রুয়েট ৩
চবি ৮	যবিপ্রবি ৬	বুটেক্স ৪	ডুয়েট ৩
ইবি ৮	বশেমুরবিপ্রবি ৬	জাককানইবি ৪	সিভাসু ২
শাবিপ্রবি ৭	বেরোবি ৬	নোবিপ্রবি ৪	বিইউপি ১
হাবিপ্রবি ৭	বুয়েট ৫	চুয়েট ৪	জাতীবি ১
পবিপ্রবি ৭	সিকৃবি ৫	পাবিপ্রবি ৪	বাউবি ১
জবি ৬	কুবি ৫	বশেমুরকৃবি ৪	এইউএসটি ১
খুবি ৬	ববি ৫	শেকৃবি ৩	ইডব্লিউইউ ১

চার পরীক্ষার ফলাফল

প্রকাশ : ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার্থী	পাস	জিপিএ-৫	পাসের হার
জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি)	২২,২১,৫৯১ জন	১৯,৪৫,৭১৮ জন	৭৬,৭৪৭ জন	৮৭.৫৮%
জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি)	৩,৮২,২০৮ জন	৩,৪১,৫৫৩ জন	১,৬৮২ জন	৮৯.৭৭%
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি)	২৪,৫৪,১৫১ জন	২৩,৪৩,৭৪৩ জন	৩,২৬,০৮৮ জন	৯৫.৫০%
ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী (ইইসি)	৩,০৪,১৭৮ জন	২,৯১,৮৭৫ জন	১১,৮৭৭ জন	৯৫.৫০%

শিক্ষায় প্রথম একুশে পদক লাভ করেন ড. মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা

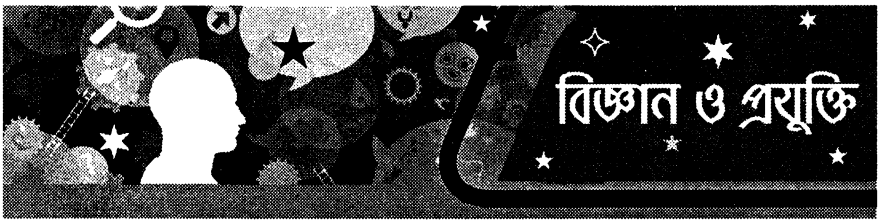

স্তন ক্যান্সার শনাক্তে AI

বিশ্বে কয়েক লাখ নারী স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত। প্রাথমিক অবস্থায় কোনো লক্ষণ দেখা যায় না বলে এ ধরনের ক্যান্সার শনাক্তের ক্ষেত্রে ম্যামোগ্রাম (লো এনার্জি এক্সরে রিপোর্ট) বিশ্লেষণই একমাত্র উপায়। তবে এ পদ্ধতিতে প্রথম ধাপেই স্তন ক্যান্সার চিহ্নিত করা এখনও বেশ চ্যালেঞ্জিং। এ ম্যামোগ্রামে টিস্যুর ফাঁকে লুকিয়ে থাকা ক্যান্সারের টিউমার খুঁজে বের করা রেডিওলজিস্টদের জন্য বেশ কঠিন। তবে এবার এ ক্ষেত্রে সুসংবাদ নিয়ে আসেন গবেষকরা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Inteligence-AI) ব্যবহার করে এমন একটি পদ্ধতি গড়ে তুলেছেন তারা, যা রেডিওলজিস্টদের চেয়ে দ্রুত ও বেশি দক্ষতার সঙ্গে স্তন ক্যান্সার শনাক্ত করতে পারে। গুগল হেলথ, লন্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজ, ডিপমাইন্ড, নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি এবং রয়্যাল সারে কাউন্টি হাসপাতালের গবেষকরা এ AI সিস্টেমটি গড়ে তুলেছেন। ১ জানুয়ারি ২০২০ International Evaluation of an AI System for Breast Cancer Screening শিরোনামে এ সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটি *নেচার* বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশ করা হয়।

জেনোবট : প্রথম জীবন্ত রোবট

প্রথমবারের মতো অতি ক্ষুদে জীবন্ত রোবট তৈরিতে সফল হন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা। তারা

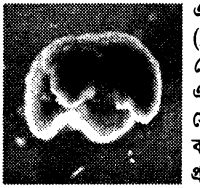

এর নাম দেন 'জেনোবট' (Xenobot)। *জেনোপাস লেভিস* নামের আফ্রিকার এক প্রজাতির ব্যাঙের স্টেম সেল দিয়ে রোবটটি তৈরি করা হয়। এ রোবটের প্রস্থ ১ মিলিমিটারেরও কম। জেনোবট কোনো গতানুগতিক রোবট নয়, আবার কোনো সাধারণ প্রাণীও নয়। এরা হলো 'জীবন্ত যন্ত্র'। জীবন্ত এ রোবটগুলো হাঁটতে পারে, সাঁতার কাটতে পারে। আবার বাড়তি খাবার সরবরাহ ছাড়াই টানা কয়েক সপ্তাহ টিকে থাকতে পারে।

বীজহীন লিচুর জাত উদ্ভাবন

অস্ট্রেলিয়ার টিবি ডিকসন নামের এক কৃষক প্রায় ২০ বছরের গবেষণায় বিচিবিহীন লিচুর জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। যাকে তিনি 'খুব সুস্বাদু' বলেছেন। ক্রস পরাগায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট এর স্বাদ অনেকটা আনারসের মতো। চীন থেকে একটি লিচুর গাছ নিয়ে এসে শুরু হয়েছিল টিবি ডিকসনের গবেষণা। এ গবেষণা প্রকল্পে তার ব্যয় হয় ৫,০০০ ডলার।

বায়ু থেকে খাদ্য

বাতাস দিয়ে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য তৈরি করেন ফিনল্যান্ডের একদল বিজ্ঞানী। বাতাস থেকে খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা জানান, প্রথমে ইলেক্ট্রোলাইসিস ব্যবহার করে পানি থেকে হাইড্রোজেন আলাদা করা হয়। তারপর এ হাইড্রোজেন, বাতাস থেকে নেয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ও খনিজ পদার্থকে একসাথে মিশিয়ে এক প্রকার ব্যাকটেরিয়াকে খাওয়ানো হয়। আর এসব উপাদানকে প্রোটিনে পরিণত করে ঐ ব্যাকটেরিয়া। এ জাতের ব্যাটেরিয়া মাটিতেই পাওয়া যায়। ফিনল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'সোলেন', যা খেতে একদম স্বাদহীন। এ প্রোটিন ব্যবহার করে বিস্কুট, পাস্তা, নুডলস বা রুটি এমনকি কৃত্রিম মাংস বা মাছ তৈরি সম্ভব। এ প্রোটিন গবাদিপশুর খাবারও হতে পারে। ফিনল্যান্ডের হেলসিংকি শহরের পাশেই সোলেন উৎপাদনের গবেষণাগার অবস্থিত।

বিশ্বের প্রথম স্মার্ট 'স্মৃতিকাঠি'

আমরা প্রায়ই দেয়ালে পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর চকের রেখা টেনে উচ্চতা পরিমাপ করি। এবার এ প্রক্রিয়াটিকে অত্যাধুনিক রূপ দিয়েছেন বৈচিত্র্যপ্রয়াসী একদল উদ্ভাবক, যার নাম দেয়া হয় 'পিলার মেমোরি'। বাংলায় রূপান্তর করলে এর অর্থ দাঁড়ায় 'স্মৃতিকাঠি'। বিশ্বে এ প্রথম ইলেকট্রনিক সুবিধাযুক্ত পাতলা আবরণীতে মোড়ানো এ কাঠের দণ্ড তৈরি করা হলো। ডিজিটাল কলম বা একটি টাচ পেন্সিল দিয়ে কিছু লিখলে এর গায়ে ফুটে ওঠে বিন্দু বিন্দু আলো, সেই উজ্জ্বল বিন্দুগুলো ফুটিয়ে তোলে লেখাটিকে। কেউ যখন কাঠিটির গায়ে কিছু লিখবে, তখন এটি ঐ ব্যক্তির উচ্চতার রেকর্ড ক্লাউড মেমোরিতে জমা করে রাখবে। কাঠির গায়ে জুড়ে দেয়া আছে একটি ওয়াই-ফাই রিসিভার। এর মাধ্যমেই স্মৃতি সংরক্ষণ সম্ভব হয়। জাপানের উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান 'মুই ল্যাব ইনকরপোরেশন' এবং গ্রাফিক ডিজাইন সাপ্লায়ার প্রতিষ্ঠান 'ওয়াকম' যৌথভাবে এ স্মার্ট স্মৃতিকাঠি তৈরি করেছে। স্মৃতিকাঠির গায়ে লেখার জন্য তিন ধরনের ডিজিটাল কলম তৈরি করা হয়েছে।

কমেছে মানবদেহের তাপমাত্রা

মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা (৯৮.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট) উত্তরোত্তর কমে যাচ্ছে। ফলে জ্বর মাপার সময় থার্মোমিটারে যে তাপমাত্রাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া হয়, তা এখন অস্বাভাবিক। গত প্রায় ১৫০ বছরে মানবদেহের তাপমাত্রার স্বাভাবিকতা ১ ডিগ্রি ফারেনহাইটেরও বেশি কমে পৌঁছেছে ৯৭.৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটে। কমেছে নারীর শরীরের তাপমাত্রাও। নারীর শরীরের গড় স্বাভাবিক তাপমাত্রা এখন ৯৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এ সংক্রান্ত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী *ইলাইফ*-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায়। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতি এক দশকে মানুষের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ০.০৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যাচ্ছে।

নারী নেতৃত্বে ২০২০ সালের প্রথম মহাকাশ অভিযান

২০২০ সালের প্রথম মহাকাশ অভিযানে নেতৃত্ব দেন ক্রিস্টিনা কচ ও জেসিকা মেয়ার। ১৪-১৫ জানুয়ারি ২০২০ তারা আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের (ISS) বাইরে সৌর অ্যারেতে বেশ কয়েকটি ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের জন্য মহাকাশে হেঁটে বেড়ান (Spacewalk)। এটা ISS'র পরিচালিত ২২৫তম Spacewalk। এর আগে ১৮ অক্টোবর ২০১৯ তারা প্রথমবারের মতো কোনো পুরুষ সঙ্গী ছাড়াই মহাকাশে হেঁটে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। ক্রিস্টিনা কচ একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আর জেসিকা মেয়ার মেরিন বায়োলজিতে ডক্টরেট করেছেন।

২০২০ সালে গ্রহণ

২০২০ সালে দেখা যাবে মোট ৬টি গ্রহণ— চারটি চন্দ্রগ্রহণ ও দুইটি সূর্যগ্রহণ। ১০ জানুয়ারি ২০২০ চন্দ্রগ্রহণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ২০২০ সালের গ্রহণ। এ চন্দ্রগ্রহণের কেন্দ্রীয় গতিপথ ছিল চীনের ইউনান প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। এছাড়া সর্বোচ্চ চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায় ভারতের দোহার ও উত্তর-পশ্চিমে এবং এটি শেষ হয় সৌদি আরবের আলহাফিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকে।

দুই সূর্যের গ্রহ

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসায় ইন্টার্নশিপ করতে যাওয়া ১৭ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থী পৃথিবী থেকে ১৩০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এমন এক গ্রহের খোঁজ দিয়েছে, যে গ্রহটি দুটি সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। নাসার গ্রহ অনুসন্ধানকারী কৃত্রিম উপগ্রহ 'ট্রানজিটিং এক্সোপ্ল্যানেট সার্ভে স্যাটেলাইট' (TESS) মিশনে শিক্ষানবিশি করতে এসে উলফ কুকিয়ার নামের ঐ শিক্ষার্থী এ গ্রহটি আবিষ্কার করেন। কুকিয়ারের আবিষ্কৃত এ গ্রহটির নামকরণ করা হয় TOI 1388 b। আকারের দিক থেকে এটি নেপচুন ও শনির মাঝামাঝি। যে দুটি সূর্যকে এ গ্রহ প্রদক্ষিণ করছে, তার একটি আমাদের সূর্যের চেয়ে ১৫ শতাংশ বড়। TOI 1388 b গ্রহের অপর সূর্যটি তুলনামূলকভাবে কিছুটা ছোট।

পৃথিবীর অদূরেই 'বাসযোগ্য' গ্রহ

৬ জানুয়ারি ২০২০ মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা বলেছে, পৃথিবীর অদূরেই একটি 'বাসযোগ্য' গ্রহের খোঁজ পাওয়া গেছে। নতুন এ গ্রহ পৃথিবী থেকে মাত্র ১০১.৫ আলোকবর্ষ দূরে। যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই অঙ্গরাজ্যের হনুলুলুতে আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক বৈঠকে নাসার জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরি নতুন গ্রহটির সন্ধান পাওয়ার ঘোষণা দেয়। নাসার স্পিৎসার (Spitzer) স্পেস টেলিস্কোপ কর্তৃপক্ষ এ আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নাসার গ্রহ অনুসন্ধানকারী কৃত্রিম উপগ্রহ 'ট্রানসিটিং এক্সোপ্ল্যানেট সার্ভে স্যাটেলাইট' (TESS) নতুন এ গ্রহ আবিষ্কার করে। পৃথিবীর আকৃতির ঐ গ্রহের নাম দেয়া হয় TOI 700 d। এটি TOI 700 নামের একটি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে। TOI 700 নামের ঐ নক্ষত্র ও তাকে প্রদক্ষিণরত তিনটি গ্রহ আবিষ্কার করেছে TESS। এর মধ্যে TOI 700 d নক্ষত্রটিকে এমন দূরত্ব থেকে প্রদক্ষিণ করছে, যা ঐ সৌরমণ্ডলের বাসযোগ্য অঞ্চল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সূর্যের সাথে পৃথিবীর দূরত্বের বিবেচনায় এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন বিজ্ঞানীরা। এ দূরত্বে তরল পানির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব বলে দাবি করেছে নাসা। TOI 700 সূর্যের চেয়ে আকারে ৪০ শতাংশ ছোট। এর উত্তাপও সূর্যের তুলনায় অর্ধেক। TOI 700 d গ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে ২০ শতাংশ বড় এবং ৩৭ দিনে TOI 700 নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে। এছাড়া পৃথিবী সূর্য থেকে যে শক্তি পায়, তার ৮৬ শতাংশ শক্তি ঐ গ্রহ তার নক্ষত্র থেকে পায়।

প্রথমবারের মতো মঙ্গলে মানুষ

২০৩০ সালে প্রথমবারের মতো ১৩ নভোচারীকে নিয়ে মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার নভোযান। সম্প্রতি সংস্থাটির টেক্সাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ঐ নভোচারীদের নাম ঘোষণা করা হয়। প্রায় ১৮,০০০ আবেদনের মধ্য থেকে ৬ জন নারী ও ৭ জন পুরুষকে বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত ১৩ জনের মধ্যে ১১ জন যুক্তরাষ্ট্রের ও দুইজন কানাডার। ১৯৫৯ সালে তৈরি করা নাসার প্রথম নভোচারী দলের নাম অনুসারে এ নভোচারী দলকে 'মারকুরি ৭' সিলভার পিন দেয়া হয়। সফলতার সাথে প্রথম স্পেস ফ্লাইট সম্পন্ন করার পর নভোচারীরা পাবেন স্বর্ণের পিন।

গ্রহাণুরও রয়েছে চাঁদ!

শুধুই গ্রহ নয়, গ্রহাণুরও থাকে চাঁদ। সম্প্রতি মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝামাঝি থাকা 'অ্যাস্টারয়েড বেল্ট' বা গ্রহাণুপুঞ্জে অবস্থিত 'ইউরিবেটস' নামের গ্রহাণুতে একটি চাঁদ আবিষ্কার করে নাসার 'লুসি মিশন'। সদ্য আবিষ্কৃত চাঁদটির ঔজ্জ্বল্য গ্রহাণু ইউরিবেটসের ৬,০০০ ভাগ। ফলে, বোঝাই যাচ্ছে আকারে খুবই ছোট সেই চাঁদ। তার ব্যাস হতে পারে বড়জোর ১ কিলোমিটার।

পৃথিবীতে ফিরল শক্তিশালী ইঁদুর

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (ISS) থেকে ৩৮০০ পাউন্ড ওজনের কার্গো বহন করে ৭ জানুয়ারি ২০২০ পৃথিবীতে নিরাপদে অবতরণ করে Space X'র তৈরি মহাকাশযান 'ড্রাগন'। এ কার্গো মহাকাশযানটির মধ্যে ছিল ৪০টি ইঁদুর, যার মধ্যে বিজ্ঞানীদের জিনগতভাবে পরিবর্তন করা অত্যন্ত পেশীবহুল আটটি ইঁদুরও ছিল। এ ইঁদুরগুলো আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা শক্তিশালী পেশীর এ ইঁদুরগুলো পর্যবেক্ষণ করে নভোচারীদের মহাকাশে সুস্থ রাখার বিষয়টি বিজ্ঞানীরা উদঘাটন করতে পারবেন বলে প্রত্যাশা করছেন। 'রোডেন্ট রিসার্চ-১৯' প্রকল্পের অংশ হিসেবে এ ৪০টি ইঁদুর স্পেসএক্সের মহাকাশযানে চড়ে ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছেছিল। মহাকাশে মাইক্রোগ্রাভিটি কীভাবে পেশী ও হাড়ের ক্ষয়কে প্রভাবিত করে তা পরীক্ষা করার জন্যই এ গবেষণা প্রকল্পের উদ্যোগ নেন বিজ্ঞানীরা।

নারী নভোচারীর বিশ্বরেকর্ড

নারী নভোচারী হিসেবে ক্রিস্টিনা কচ আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে (ISS) সবচেয়ে বেশি সময় থাকার রেকর্ড গড়েছেন। ১২ জানুয়ারি ২০২০ গ্রীনিচ মান সময় রাত ১২টা ১৬ মিনিটে তিনি রেকর্ডটি গড়েন। এ সময় তার মহাকাশে থাকার মেয়াদ হয় ২৮৯ দিন ৫ ঘণ্টা ১ মিনিট।

এর মধ্য দিয়ে তিনি তার আগে গড়া পেগি হুইটসনের রেকর্ডটি ভেঙ্গে দেন। পেগি রেকর্ডটি করেছিলেন ২০১৭ সালে। কচ ১৪ মার্চ ২০১৯ থেকে ISS-এ আছেন।

চাঁদ-মঙ্গলে ছত্রাকের তৈরি বাড়ি

চাঁদ কিংবা মঙ্গলে ঘরবাড়ি বানানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। তবে সেসব বাড়ি ইট, সিমেন্ট, বালু, চুন-সুরকি দিয়ে নয়, তৈরি হবে ছত্রাক দিয়ে। চাঁদ আর মঙ্গলে আমাদের নতুন বসতির সেসব ঘরে মানুষের সঙ্গে থাকবে অন্য প্রাণীও। ছত্রাকের যে অংশটিকে আমরা দেখতে পাই না সাধারণত সেই 'মাইসেলিয়া' দিয়েই তৈরি হবে বাড়ি। ছত্রাকের মধ্যে থাকা মাইসেলিয়ায় আছে অণুজীব, যারা বাঁচার প্রয়োজনে শুষে নেয় সৌরশক্তি। আর তা দিয়ে জল ও বিষাক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে বদলে দেয় অক্সিজেনে। কার্যত বায়ুমণ্ডলহীন চাঁদ-মঙ্গলে আমাদের নিঃশ্বাস হয়ে উঠবে সেই অক্সিজেনই।

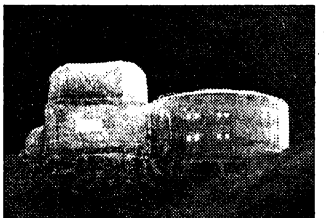

জল ও বিষাক্ত কার্বন ডাই-আক্সাইড গ্যাসকে ভেঙে সেই অণুজীবরা বানাতে পারে আরও কিছু পদার্থ, যা খেয়েদেয়ে তারা বেঁচে থাকবে। মাইসেলিয়া মাশরুম তৈরি করে। ঠিকমতো তাপমাত্রা ও পরিবেশ পেলে তারা আরও বড় কাঠামোও তৈরি করতে পারে। চাঁদ আর মঙ্গলে মাইসেলিয়া দিয়ে যে নতুন বসতি হবে, সেগুলো একই সাথে বাস্তুতন্ত্রকেও রক্ষা করবে।

দিনে ১৯১ কোটি সূর্য!

বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতিবছর আমাদের ছায়াপথে সাতটি সূর্যের সমান নতুন ভরের নক্ষত্র সৃষ্টি হয়। ধারণা করা হয়, আমাদের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বে ১০,০০০ কোটি ছায়াপথ আছে। বছরে গড়ে প্রতিটাতেই সাতটা করে সূর্য জন্ম নিলে সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০,০০০ কোটি। তা হলে একদিনে গড়ে ১৯১ কোটি সূর্য জন্ম নেয় এ মহাবিশ্বে।

মহাকাশ থেকে তিমি গণনা!

এবার মহাকাশ থেকে নজরদারি করা হবে তিমির ওপর। তিমি রক্ষায় এমনই এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে আমেরিকার একটি অ্যাকুরিয়াম কোম্পানি ও একটি প্রকৌশল সংস্থা। মহাসাগরে কত তিমি আছে, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানার জন্য স্যাটেলাইট সোনার এবং রাডার ব্যবহার করা হবে। অ্যালগরিদমভিত্তিক এ প্রযুক্তিতে বিশ্বের যে কোনো স্থানের তিমির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যাবে। বোস্টনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নিউ ইংল্যান্ড অ্যাকুরিয়াম ও পার্শ্ববর্তী কেমব্রিজভিত্তিক সংস্থা ড্রাপার বলেছে, তিমিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য নতুন উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার ছাড়া উপায় নেই। তাদের এ প্রকল্পের নাম 'মহাকাশ থেকে তিমি গণনা'। তিমি গণনার জন্য সাধারণত বিমান থেকে সমীক্ষা চালানো হয়। তবে এটা ব্যয়বহুল এবং খারাপ আবহাওয়ায় তা বিপজ্জনক হয়ে থাকে।

মহাবিশ্বের জন্মরহস্যের খোঁজে
বিশ্বের বৃহত্তম টেলিস্কোপ

মহাবিশ্বের গভীরতম ও অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানগুলোতে অনুসন্ধান চালাচ্ছে Sky Eye নামে পরিচিত চীনে নির্মিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ টেলিস্কোপ Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST)। এটা জানার চেষ্টা করছে কীভাবে এ বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। মহাকাশের সৌরজগতের বাইরে আরো কোনো গ্রহে মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণী তথা অ্যালিয়েন আছে কি-না তাও সন্ধান করছে এটি। Sky Eye বর্তমানে চালু থাকা বিশ্বের যে কোনো রেডিও টেলিস্কোপের চেয়ে ২.৫ গুণ বেশি সুবেদি। চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় গুইজো প্রদেশের পিংখাং পাহাড়ি এলাকায় কয়েকটি পাহাড়ের মাঝখানে স্থাপিত ৩০টি ফুটবল মাঠের সমান এ টেলিস্কোপটির পরীক্ষামূলকভাবে কার্যক্রম শুরু হয় ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬। আর পুরোপুরি কার্যক্রম শুরু করে ১১ জানুয়ারি ২০২০।

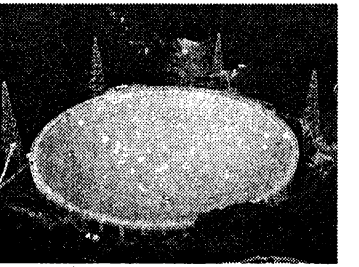

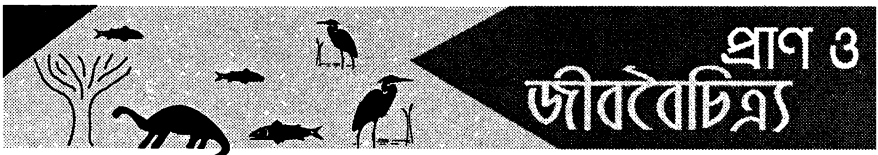

প্রশান্ত মহাসাগরে অতল অন্ধকারে প্রাণের হদিস

গভীরতম প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে অতল অন্ধকারের জায়গা 'পয়েন্ট নেমো'তে মিলেছে প্রাণের হদিস। ভূমি থেকে এত দূরে আর কোনো জায়গা নেই প্রশান্ত মহাসাগরে। দূরত্বটা ২,৬৮৮ কিলোমিটার। জার্মানির 'ম্যাক্স প্লাংক ইনস্টিটিউট ফর মেরিন বায়োলজি'র তত্ত্বাবধানে পাঠানো জাহাজ 'এফএস-সোনে'র অভিযানে সেই অজানা প্রাণীদের সন্ধান পাওয়া যায়। অভিযান চালানো হয়েছিল ২০১৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১৬-এর জানুয়ারি পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের তিন কোটি ৭০ লাখ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে—চিলি থেকে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত। গবেষকদল দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ঐ গভীরতম এলাকার ২০-৫,০০০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত এ প্রাণীগুলোর দেখা পায়। তবে খুবই সামান্য পরিমাণে। আর হাতে গোনা কয়েকটি সামুদ্রিক প্রজাতির। এ অঞ্চলে 'এসএআর-১১', এসএআর-১১৬' ও 'প্রক্লোরোকক্কাস'সহ ২০টি প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে 'এইজিইএএন-১৬৯' প্রজাতিও রয়েছে।

এর আগে গভীরতম প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে সেই গভীরতম এলাকার অতল অন্ধকারে কোনো প্রাণীর বেঁচে থাকার কোনো প্রমাণ মেলেনি। সে জন্যই জায়গাটির অন্য নাম Oceanic pole of inaccessibility বা লাতিন শব্দে Point Nemo। এর অর্থ 'যেখানে কেউ নেই'। কোনো প্রাণ নেই ভেবে এত দিন প্রশান্ত মহাসাগরের ঐ এলাকাটিকে বলা হতো 'মরুভূমি'।

৮৬০ ভোল্টের মাছ!

নিজের শরীরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারা ভয়ানক ইলেকট্রিক ইল বা শোল জাতীয় মাছের কথা অনেকেই শুনেছেন। সাধারণত দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন নদী-নালাতেই এদের বেশি দেখা যায়। তবে এবার আমাজন

জঙ্গলের নদীতে সন্ধান মিলেছে এমন এক ইলেকট্রিক ইলের, যাকে বলা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মাছ। নতুন প্রজাতির এ *ইলেকট্রোফোরাস ভোল্টাই* মাছ নিজের শরীরে একবারে অন্তত ৮৬০ ভোল্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। পানিতে এদের স্পর্শে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ ১০-২০ সেকেন্ডের মধ্যেই বৈদ্যুতিক শকে মারা যায়।

৫০ বছর ধরে এ প্রজাতির ইল আমাজন অববাহিকায় বাস করছে। ইলেকট্রিক ইল সাধারণত ৬-৭ ফুট লম্বা হয় এবং ওজন হয় ১৫-২০ কেজি।

বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক মাছ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের নদী বা সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে অনেক সময় উঠে আসে কুমির কিংবা বড় সাপ। এবার এক ব্যক্তি সেখানে মাছ ধরতে গিয়ে পেয়ে যান বিশ্বের সবচেয়ে প্রবীণ গ্রুপার মাছ। ২৯ ডিসেম্বর ২০১৯ ফ্লোরিডার সমুদ্র থেকে মাছটি শিকার করেন স্থানীয় মৎস্যজীবী জেসন বয়েল। মাছটির ওজন ৩৫০ পাউন্ড বা প্রায় ১৫৮ কেজি। মাছটির বয়স প্রায় ৫০ বছর। এটিই এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া সব থেকে বয়স্ক 'ওয়ারশ গ্রুপার' মাছ। বিজ্ঞানীরা জানান, কম বয়সি ওয়ারশ গ্রুপার মাছ সৈকতের কাছাকাছি কম পানিতে পাওয়া গেলেও বেশি বয়সের মাছগুলো ১৮০ থেকে প্রায় পৌনে দুই হাজার ফুট গভীরেই বসবাস করে। তাই এগুলোকে সহজে ধরা যায় না। সাধারণত ওয়ারশ গ্রুপার মাছ ৫৭০ পাউন্ড বা ২৫৮ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

সহস্রবর্ষী গাছের রহস্য উদ্‌ঘাটন

বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘজীবী গাছ *গিঙ্কগো বাইলোবা*। বিশ্বজুড়ে কিছু কিছু উদ্যান ও বাগানে গাছটির দেখা পাওয়া যায়। শরতে এর পাতাগুলো আকর্ষণীয় হলুদ বর্ণ ধারণ করে। গাছগুলোর আয়ুষ্কাল ১,০০০ বছরের বেশি সময়। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের একদল বিজ্ঞানী গাছটির এ দীর্ঘায়ু রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাদের গবেষণায় জানা যায়, রোগবালাই এবং খরার কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে এক ধরনের কেমিক্যাল সংরক্ষণ করে গাছটি। আর এ কারণেই গাছটির এ লম্বা আয়ু। গবেষণার সময় গিঙ্কগো বাইলোবা গাছের (Ginkgo biloba tree) ১৫-৬৬৭ বছর বয়সী কয়েকটি সদস্যের কোষ, বাকল, পাতা ও বীজ বিশ্লেষণ করেন বিজ্ঞানীরা। তারা দেখেন, তরুণ ও বয়স্ক—

সব গাছেই খরা বা কোনো জীবাণুর আক্রমণ হলে যে চাপ তৈরি হয়, তা মোকাবিলায় এদের শরীরে এক ধরনের রাসায়নিক উপাদান তৈরি হয়। জিন বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বয়স হলেও অন্য গাছের মতো এ গাছে বার্ধক্যজনিত কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। এ ধরনের ব্যবস্থাই নেই গাছটিতে। বজ্রপাত বা অন্য কোনো কারণে শরীরের কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে এ প্রজাতির গাছ যেকোনো বয়সেই সেই ক্ষতি পূরণ করতে পারে।

উদ্ভিদজগতের গিঙ্কগোলস বর্গের সদস্য *গিঙ্কগো বাইলোবা*। এ বর্গের বাকি প্রজাতিগুলো এরই মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। গাছটির আদি নিবাস চীনে। এখনো দেশটির ঝেঝিয়াং এলাকার সিতিয়ানমু পার্বত্য এলাকায় *গিঙ্কগো বাইলোবার* দেখা পাওয়া যায়। বন উজাড়সহ নানা কারণে বিশ্বের আর কোনো বনে এ গাছ অবশিষ্ট নেই। তবে বিভিন্ন উদ্যান ও বাগানে তার দেখা মিলবে। *গিঙ্কগো বাইলোবা* প্রজাতির আদিতম যে সদস্যের জীবাশ্মের খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা, তাও সেই ডাইনোসরদের যুগের।

বিশ্ব রেকর্ড

সবচেয়ে লম্বা কেক

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় রাজ্য কেরালার ত্রিশূর এলাকার একটি বেকারি ১৫ জানুয়ারি ২০২০ তৈরি করে ৬.৫ কিলোমিটার লম্বা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কেক। বিশাল আকারের কেকটি বানানোর জন্য বেকারি কর্তৃপক্ষ বেছে নেন ত্রিশূরের রাস্তা। সেখানে হাজার হাজার টেবিলের ওপর বসানো হয় চকলেটের প্রতিটি স্তর। কেকটির ওজন হয় ২৭,০০০ কিলোগ্রাম (৫৯,৫০০ পাউন্ড)। পুরো কেকটি চার ইঞ্চি (১০ সেন্টিমিটার) প্রশস্ত ও পুরু করা হয়। পুরো কেকটিতে ভ্যানিলার স্বাদ দেয়া হয়। ১,৫০০ শেফ চার ঘণ্টা এক সঙ্গে কাজ করে তৈরি করেন কেকটি। এতে চিনি ও ময়দা লাগে ১২,০০০ কিলোগ্রামের মতো। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুযায়ী, এর আগে বিশ্বের বৃহত্তম কেকের দৈর্ঘ্য ছিল ৩.২ কিলোমিটার, যা তৈরি করেছিল চীনের জিসে বেকারি।

সবচেয়ে বড় ফুল

ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম সুমাত্রার একটি জঙ্গলে সম্প্রতি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুলের সন্ধান পান একদল বিজ্ঞানী। বৃহদাকৃতির লাল রঙের সাদা ছোপ ছোপ দাগযুক্ত ফুলটি রীতিমতো ১১ বর্গফুটের বেশি জায়গা দখল করেছে। রাফ্লেশিয়া পরিবারভুক্ত এ ফুলের নাম রাফ্লেশিয়া তুয়ান-মৌদায়ে। কয়েক বছর আগে এর কাছাকাছি আকারের একটি ফুল ঐ এলাকাতেই পাওয়া গিয়েছিল। এত দিন সেটিকেই বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুল মনে করা হতো। এবার সে জায়গা দখল করল নতুন ফুলটি।

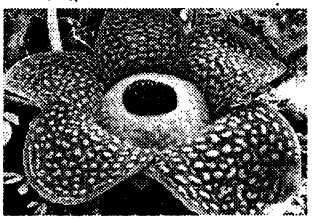

রাফ্লেশিয়া নামের পেছনে একটি ইতিহাস আছে। উনিশ শতকের শুরুর দিকে যুক্তরাজ্যের উপনিবেশ বিস্তারের জন্য স্যার স্ট্যামফোর্ড রাফেল ইন্দোনেশিয়ায় গিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম এ ফুল আবিষ্কার করেছিলেন। তাই তার নামানুসারে এ প্রজাতির ফুলের নামকরণ করা হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এ প্রজাতির ফুল পাওয়া যায়।

বিশ্বের উঁচুতম সেতু

৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে অবস্থিত বিশ্বের উঁচুতম সেতু আনুষ্ঠানিকভাবে যান চলালের জন্য খুলে দেয় দেয়া হয়। 'ডাগ বেইপানজিয়াং' নামের এ সেতুটি নিচের খাদ থেকে ৫৬৫ মিটার বা ১,৮৫০ ফুট ওপরে অবস্থিত। সেতুটির দৈর্ঘ্য ১,৩৪০ মিটার। সেতুটি তৈরি করতে চীন সরকারের খরচ হয় প্রায় ১,১৯০ কোটি টাকা। চীনের গুইঝু প্রদেশের লিউপানসু ও ইউনান প্রদেশের জুয়ানউইর মধ্যে পাঁচ ঘণ্টার সড়ককে প্রায় দুই ঘণ্টা কমিয়ে দিয়েছে নতুন এ সেতু। এর আগে বিশ্বের সর্বোচ্চ সেতুর রেকর্ড ছিল চীনের সিডু নদীর ওপর নির্মিত ব্রিজের দখলে। ঐ সেতুটি নিচের নদী থেকে প্রায় ৫০০ মিটার ওপরে অবস্থিত।

বিশ্বের খর্বকায় মানুষের মৃত্যু

হাঁটাচলায় সক্ষম ও অক্ষম— এ দুটি বিভাগে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ খর্বাকৃতির মানুষ নির্বাচন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে হাঁটাচলায় সক্ষম বিভাগে বিশ্বের সবচেয়ে খর্বাকৃতির মানুষ ছিলেন নেপালের খগেন্দ্র থাপা মগার। ২৭ বছর বয়সে ১৭ জানুয়ারি ২০২০ মারা যান তিনি। খগেন্দ্র থাপার উচ্চতা ছিল ৬৭.০৮ সেন্টিমিটার বা ২ ফুট ২.৪১ ইঞ্চি। ২০১০ সালে ১৮ বছর বয়সে খগেন্দ্রকে বিশ্বের সবচেয়ে খর্বকার মানুষের স্বীকৃতি দেয় গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ। স্বদেশি চন্দ্র বাহাদুর দাঙ্গির কাছে কিছু সময়ের জন্য খেতাবটি হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। দাঙ্গির উচ্চতা ছিল ১ ফুট ৯.৫ ইঞ্চি বা ৫৪.৬ সেন্টিমিটার। ২০১৫ সালে দাঙ্গির মৃত্যুর পর খগেন্দ্র পুনরায় হাঁটাচলায় সক্ষম ক্যাটাগরিতে বিশ্বের সবচেয়ে খর্বাকৃতির মানুষের স্বীকৃতি ফিরে পান। খগেন্দ্র'র মৃত্যুর পর এ ক্যাটাগরিতে এখন কলম্বিয়ার এডওয়ার্ড হার্নান্দেজই খর্বাকৃতি মানুষের স্বীকৃতি পাবেন। এদিকে ফিলিপাইনের নাগরিক জুনরে বালাউইং অক্ষম বিভাগে বিশ্বের সবচেয়ে খর্বাকৃতির মানুষ। তার উচ্চতা ২ ফুটের সামান্য নিচে।

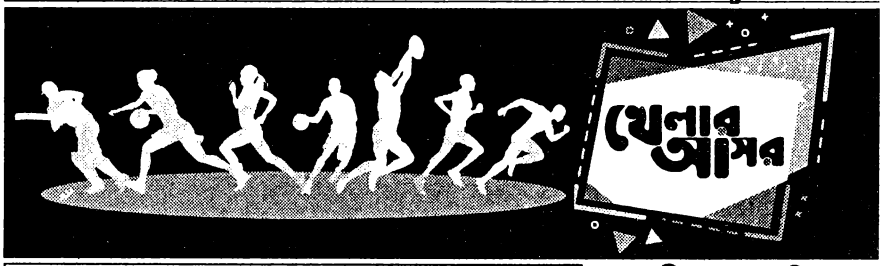

ক্রিকেটের অস্কার : আইসিসি বর্ষসেরা ২০১৯

১৫ জানুয়ারি ২০২০ ক্রিকেটের বৈশ্বিক কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) ঘোষণা করে ২০১৮-১৯ মৌসুমে ক্রিকেটের বিভিন্ন বিভাগে সেরা ক্রিকেটারদের নাম।

বর্ষসেরা যারা

ক্রিকেটার ➢ পুরুষ (স্যার গারফিল্ড সোবার্স ট্রফি) : বেন স্টোকস (ইংল্যান্ড) ● **নারী** (র‍্যাচেল হেহো-ফ্লিন্ট অ্যাওয়ার্ড) : অ্যালিস পেরি (অস্ট্রেলিয়া)। **টেস্ট ক্রিকেটার** : প্যাট কামিন্স (অস্ট্রেলিয়া)। **ওয়ানডে ক্রিকেটার ➢ পুরুষ** : রোহিত শর্মা (ভারত) ● **নারী** : অ্যালিস পেরি (অস্ট্রেলিয়া)। **টি-টোয়েন্টি পারফরম্যান্স অব দ্য ইয়ার** : দীপক চাহার (ভারত); ৬/৭; বিপক্ষ বাংলাদেশ। **নারী টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার** : অ্যালিসা হিলি (অস্ট্রেলিয়া)। **উদীয়মান ক্রিকেটার ➢ পুরুষ** : মারনাস ল্যাবুশেন (অস্ট্রেলিয়া) ● **নারী** চানিদা সুথিরুয়াং (থাইল্যান্ড)। **সহযোগী দেশের সেরা ক্রিকেটার** : কাইল কোয়েতজার (স্কটল্যান্ড)। **স্পিরিট অব ক্রিকেট অ্যাওয়ার্ড** : বিরাট কোহলি (ভারত)। **আম্পায়ার (ডেভিড শেফার্ড ট্রফি)** : রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ (ইংল্যান্ড)।

বর্ষসেরা দল *[ব্যাটিং ক্রমানুসারে]*

টেস্ট
- মায়াঙ্ক আগারওয়াল (ভারত)
- টম ল্যাথাম (নিউজিল্যান্ড)
- মারনাস ল্যাবুশেন (অস্ট্রেলিয়া)
- বিরাট কোহলি, অধিনায়ক (ভারত)
- স্টিভ স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া)
- বেন স্টোকস (ইংল্যান্ড)
- বিজে ওয়াটলিং, উইকেটকিপার (নিউজিল্যান্ড)
- প্যাট কামিন্স (অস্ট্রেলিয়া)
- মিচেল স্টার্ক (অস্ট্রেলিয়া)
- নিল ওয়াগনার (নিউজিল্যান্ড)
- নাথান লায়ন (অস্ট্রেলিয়া)

ওয়ানডে
- রোহিত শর্মা (ভারত)
- শাই হোপ (উইন্ডিজ)
- বিরাট কোহলি, অধিনায়ক (ভারত)
- বাবর আজম (পাকিস্তান)
- কেন উইলিয়ামসন (নিউজিল্যান্ড)
- বেন স্টোকস (ইংল্যান্ড)
- জস বাটলার, উইকেটকিপার (ইংল্যান্ড)
- মিচেল স্টার্ক (অস্ট্রেলিয়া)
- ট্রেন্ট বোল্ট (নিউজিল্যান্ড)
- মোহাম্মদ শামি (ভারত)
- কুলদীপ যাদব (ভারত)

ফেডারেশন কাপ ফুটবল ২০১৯-২০২০

আয়োজন : ৩১তম। সময়কাল : ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯-৫ জানুয়ারি ২০২০। চ্যাম্পিয়ন : বসুন্ধরা কিংস। রানার্সআপ : রহমতগঞ্জ। ম্যাচসেরা : বিশ্বনাথ ঘোষ (বসুন্ধরা কিংস)। টুর্নামেন্টসেরা : দানিয়েল কলিন্দ্রেস (বসুন্ধরা কিংস)। সর্বোচ্চ গোলদাতা : সিডনি রিভেরা (পুলিশ ক্লাব) : চার গোল। ফেয়ার প্লে ট্রফি : মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব।
– প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় বসুন্ধরা কিংস।

জাতীয় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা

আয়োজন : ৪৩তম। সময়কাল : ১৬-১৮ জানুয়ারি ২০২০। ভেন্যু : এমএ আজিজ স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম। ইভেন্ট ৩৬টি। অংশগ্রহণকারী দল ৩৩টি। অংশগ্রহণকারী অ্যাথলেট ৩৭৫ জন; পুরুষ ২৮৭ ও নারী ৮৮। দ্রুততম মানব-মানবী এম ইসমাইল (নৌবাহিনী) ও শিরিন আক্তার (নৌবাহিনী)।
– ২১ স্বর্ণ, ১৮ রৌপ্য এবং ৮ তাম্রপদকসহ মোট ৪৭টি পদক নিয়ে পদক তালিকার শীর্ষে থেকে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ নৌবাহিনী।
– ১৪ বছর পর ঢাকার বাইরে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা।

আফ্রিকার বর্ষসেরা

২০১৯ সালের আফ্রিকার বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হন ইংলিশ ক্লাব লিভারপুলের সেনেগালীয় স্ট্রাইকার সাদিও মানে। তিনি সেনেগালের দ্বিতীয় ফুটবলার, যিনি এ পুরস্কার লাভ করেন। তার আগে ২০০১ ও ২০০২ সালে এ পুরস্কার পেয়েছিলেন হাজি দিউফ।

তিন ক্রিকেটারের 'নাইটহুড' লাভ

নতুন বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর নাগরিকদের সম্মাননা দিয়ে থাকে ব্রিটিশ সরকার। ২০২০ সালে নাইটহুড উপাধি লাভ করেন উইন্ডিজের দুই কিংবদন্তি ক্রিকেটার দুইবার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড ও আইসিসি ট্রফিজয়ী বাংলাদেশ দলের সাবেক কোচ গর্ডন গ্রিনিজ এবং ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার অ্যান্ড্রু স্ট্রাউস। লয়েড ও গ্রিনিজ-এর আগে উইন্ডিজ ক্রিকেট থেকে আরো তিনজন নাইটহুড উপাধি লাভ করেন। তারা হলেন— স্যার গ্যারি সোবার্স, স্যার এভার্টন উইকস এবং স্যার ভিভ রিচার্ডস।

আইসিসি ইভেন্টে প্রথম বাংলাদেশি আম্পায়ার

বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন আম্পায়ারের আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকলেও আইসিসি'র কোনো ইভেন্টে প্রথমবারের মতো সে অভিজ্ঞতা লাভ করেন শরফুদ্দৌলা ইবনে সৈকত ও মাসুদুর রহমান মুকুল। ১৭ জানুয়ারি-৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে দায়িত্ব পালন করেন তারা।

বিশ্বের শীর্ষ ধনী ক্লাব

যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ডেলোয়েটের ২৩তম ফুটবল মানি লীগের সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ মৌসুমে ইউরোপের যেকোনো ক্লাবের চেয়ে বেশি রাজস্ব আহরণ করে স্প্যানিশ ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনা। প্রথম ফুটবল ক্লাব হিসেবে এক মৌসুমে ৮০০ মিলিয়ন ইউরোর বেশি রাজস্ব আয়ের রেকর্ড করে বার্সেলোনা। ২০১৮-১৯ মৌসুমে তাদের রাজস্ব ৮৪১ মিলিয়ন ইউরো বা প্রায় ৭,৯৩২ কোটি টাকা। স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ ও ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পর মাত্র তৃতীয় ক্লাব হিসেবে ডেলোয়েট মানি লীগে শীর্ষে নাম লেখানোর কৃতিত্ব দেখায় বার্সেলোনা।

উয়েফা বর্ষসেরা একাদশ

১৫ জানুয়ারি ২০২০ ঘোষণা করা হয় ২০১৯ সালের উয়েফা বর্ষসেরা একাদশ। প্রতিবছরই ৪-৩-৩ ছকে দলটি সাজায় উয়েফা। সর্বশেষ ৫ বছরের মধ্যে শুধু ২০১৭ সালে ছকটা ছিল ৪-৪-২। আর এবারে সাজানো হয় ৪-২-৪ ছকে।

গোলরক্ষক

অ্যালিসন বেকার (লিভারপুল)

রক্ষণভাগ

ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার-আরনল্ড (লিভারপুল), ফন ডাইক (লিভারপুল), অ্যান্ডি রবার্টসন (লিভারপুল) ও ডি লিখট (আয়াক্স/জুভেন্টাস)

মধ্যমাঠ

ফ্রাঙ্কি ডি ইয়ং (আয়াক্স/বার্সেলোনা) ও কেভিন ডি ব্রুইনা (ম্যানচেস্টার সিটি)

আক্রমণভাগ

লিওনেল মেসি (বার্সেলোনা), সাদিও মানে (লিভারপুল), রবার্ট লেভাভোভস্কি (বায়ার্ন মিউনিখ) ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (জুভেন্টাস)

Cricinfo'র দশক-সেরা একাদশ

২০১০-২০১৯— দশ বছরের ব্যক্তিগত পারফরমেন্সের ভিত্তিতে টেস্ট, ওয়ানডে ও টি২০ ফরমেটের দশক-সেরা একাদশ নির্বাচন করে জনপ্রিয় ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট Cricinfo। এছাড়া নারী ক্রিকেটেরও দশক-সেরা একাদশ প্রকাশ করে ওয়েবসাইটটি।

দশক-সেরা একাদশ

- **টেস্ট :** অ্যালিস্টার কুক (ইংল্যান্ড), ডেভিড ওয়ার্নার (অস্ট্রেলিয়া), কেন উইলিয়ামসন (নিউজিল্যান্ড), বিরাট কোহলি (অধিনায়ক, ভারত), স্টিভেন স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া), বেন স্টোকস (ইংল্যান্ড), এবি ডি ভিলিয়ার্স (উইকেটরক্ষক, দক্ষিণ আফ্রিকা), রবিচন্দ্রন অশ্বিন (ভারত), জেমস অ্যান্ডারসন (ইংল্যান্ড), ডেল স্টেইন (দক্ষিণ আফ্রিকা), রঙ্গনা হেরাথ (শ্রীলংকা)।
- **ওয়ানডে :** হাশিম আমলা (দক্ষিণ আফ্রিকা), রোহিত শর্মা (ভারত), বিরাট কোহলি (ভারত), এবি ডি ভিলিয়ার্স (দক্ষিণ আফ্রিকা), রস টেলর (নিউজিল্যান্ড), মাহেন্দ্র সিং ধোনি (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক, ভারত), **সাকিব আল হাসান (বাংলাদেশ)**, ট্রেন্ট বোল্ট (নিউজিল্যান্ড), মিচেল স্টার্ক (অস্ট্রেলিয়া), লাসিথ মালিঙ্গা (শ্রীলংকা), ইমরান তাহির (দক্ষিণ আফ্রিকা)।

- **টি২০ (শুধু আন্তর্জাতিক নয়, সব টি২০ মিলিয়ে) :** ক্রিস গেইল (উইন্ডিজ), সুনিল নারিন (উইন্ডিজ), বিরাট কোহলি (ভারত), এবি ডি ভিলিয়ার্স (দক্ষিণ আফ্রিকা), মাহেন্দ্র সিং ধোনি (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক, ভারত), কাইরন পোলার্ড (উইন্ডিজ), আন্দ্রে রাসেল (উইন্ডিজ), ডোয়াইন ব্রাভো (উইন্ডিজ), রশিদ খান (আফগানিস্তান), লাসিথ মালিঙ্গা (শ্রীলংকা), জাসপ্রিত বুমরাহ (ভারত)।
- **নারী একাদশ (ওয়ানডে ও টি২০ সম্মিলিত) :** স্টেফানি টেইলর (উইন্ডিজ), সুজি বেটস (নিউজিল্যান্ড), ম্যাগ লেনিং (অধিনায়ক-অস্ট্রেলিয়া), মিতালি রাজ (ভারত), সারাহ টেইলর (উইকেটরক্ষক, ইংল্যান্ড), এলিসা পেরি (অস্ট্রেলিয়া), দেবেন্দ্র দোতিন (উইন্ডিজ), ড্যান ফন নিকার্ক (দক্ষিণ আফ্রিকা), অ্যানা শ্রাবসোল (ইংল্যান্ড), ঝুলন গোস্বামী (ভারত), আনিসা মোহাম্মদ (উইন্ডিজ)।

দশক-সেরা বার্সা-মেসি

২০১০-২০১৯— এ এক দশকে ক্লাব ফুটবলে সবচেয়ে বেশি দাপট দেখিয়েছে স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনা। অসংখ্য সাফল্য কাতালান ক্লাবটিকে দিয়েছে দশকের রাজার খেতাব। একইভাবে ফুটবলারদের মধ্যে এ তকমার একমাত্র দাবিদার বার্সেলোনার আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার লিওনেল মেসি। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লীগের অন্য কোনো খেলোয়াড় তার ধারে কাছেও নেই।

গত এক দশকে ইউরোপের ফুটবলে সবচেয়ে বেশি জয় লাভকারী ক্লাব বার্সেলোনা। এ সময়ে তারা মোট ২৮৯টি ম্যাচে জয়লাভ করে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের জয়ের সংখ্যা ২৭৩টি। শুধু তাই-ই নয় সবচেয়ে বেশি গোলও করে বার্সেলোনা; গোলসংখ্যা ১,০৬০টি। রিয়াল মাদ্রিদ ১,০১৬টি গোল করে রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে।

অন্যদিকে ফুটবলার হিসেবে লিওনেল মেসি হলেন দশকের শীর্ষ গোলদাতা। তিনি মোট ৩৬৯টি গোল করেন। এ সময়ে পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো গোল করেন ৩৩৫টি। শুধু গোল করা নয়, গোল করানোতেও লিওনেল মেসির ধারে কাছে কেউ নেই। গত এক দশকে মেসি ১৩৬টি গোলে সহায়তা করেছেন। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা আরেক আর্জেন্টাইন তারকা অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া সহায়তা করেন ১০৮টি গোলে। লিওনেল মেসি গত এক দশকে সরাসরি ফ্রি কিক থেকে গোল করেছেন ৩৪টি, যেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর গোল সংখ্যা ২০টি।

- গত ১০ বছরে সবচেয়ে বেশি ২৪টি ব্যক্তিগত পুরস্কার লাভ করেন লিওনেল মেসি, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২১টি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর।
- ক্লাবের হয়ে শিরোপা জয়েও এগিয়ে ফুটবল জাদুকর মেসি। তার ২৩ শিরোপার বিপরীতে ২০টি শিরোপা লাভ করেন রোনালদো।

বঙ্গবন্ধু বিপিএল চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী রয়্যালস

রানার্স আপ খুলনা টাইগার্স

দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ও জনপ্রিয় আসর হিসেবে অনেক আগেই নাম কুড়িয়েছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। বঙ্গবন্ধুর নাম যুক্ত হওয়ার বদৌলতে এবারের আসরটি ভিন্নতা পায়। পায় বিশেষ আসরের মর্যাদাও। জমকালো উদ্বোধন আর বর্ণাঢ্য আয়োজন, মাস জুড়ে মাতিয়ে রাখে ক্রিকেট ভক্তদের। দেশের তিনটি ভেন্যুতে ৩৭ দিন ৪৬টি ম্যাচ শেষে সপ্তম আসরের পর্দা নামে ১৭ জানুয়ারি ২০২০। দীর্ঘ সময় পর এ আসরে দেখা মিলে নতুন চ্যাম্পিয়ন দলের। এতেই স্মরণীয় হয়ে যায় 'বঙ্গবন্ধু বিপিএল'। ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ও সিলেট থান্ডারের ম্যাচ দিয়ে মাঠে গড়ায় বিপিএলের এ বিশেষ আসর। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের মাটিতে পাঁচ পর্বে চলে দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের এই মহাযজ্ঞ। ক্রিকেট দুনিয়ার দানবীয় তারকা ক্রিস গেইল থেকে শুরু করে অসি তারকা ওয়াটসন ও ভদ্র ক্রিকেটের আইকন আমলারা মাতিয়ে তোলেন স্টেডিয়ামের গ্যালারি। মাশরাফী, মুশফিক ও মোস্তাফিজদের সঙ্গে মাঠ মাতান আগমনী বার্তা দিয়ে রাখা নবীন টাইগাররা।

বঙ্গবন্ধু বিপিএল

আয়োজন : সপ্তম। সময়কাল : ১১ ডিসেম্বর ২০১৯-১৭ জানুয়ারি ২০২০। অংশগ্রহণকারী দল ৭টি— ঢাকা প্লাটুন, চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, রাজশাহী রয়্যালস, সিলেট থান্ডার, খুলনা টাইগার্স, রংপুর রেঞ্জার্স ও কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স। মোট ম্যাচ : ৪৬টি। ভেন্যু : ৩টি— শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম (SBNCS), মিরপুর, ঢাকা; জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম (JACS), চট্টগ্রাম এবং সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম (SICS)।

পরিসংখ্যানময় বঙ্গবন্ধু বিপিএল

প্রথম ম্যাচ : চট্টগ্রাম-সিলেট। সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংস : ২৩৮/৪, চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স; বিপক্ষ-কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স; ২০ ডিসেম্বর ২০১৯। সর্বনিম্ন দলীয় ইনিংস : ৬৮/১০; রংপুর রেঞ্জার্স; বিপক্ষ-কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স; ১১ ডিসেম্বর ২০১৯। সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয় (রানে) : ১০৫; কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স; বিপক্ষ-রংপুর রেঞ্জার্স; ১১ ডিসেম্বর ২০১৯। সেঞ্চুরি : ৩টি— নাজমুল হোসেন শান্ত (খুলনা), আন্দ্রে ফ্লেচার (সিলেট) ও ডেভিড মালান (কুমিল্লা)। সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস : ১১৫*; নাজমুল হোসেন শান্ত (খুলনা টাইগার্স); বিপক্ষ- ঢাকা প্লাটুন; ১১ জানুয়ারি ২০২০। সবচেয়ে বেশি রান : রাইলি রুশো (খুলনা); ১৪ ম্যাচে ৪৯৫ রান। মোট ছক্কা : ৬২১টি। মোট চার : ১১৪৫টি। সর্বাধিক ছক্কা : রাইলি রুশো (খুলনা); ২৩টি। এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি ছক্কা : ৯টি; দাসুন শানাকা (কুমিল্লা); বিপক্ষ-রংপুর; ১১ ডিসেম্বর ২০১৯। সর্বোচ্চ রানে জুটি : ১'৮*; মেহেদী হাসান মিরাজ-মুশফিকুর রহিম (খুলনা টাইগার্স); বিপক্ষ-কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স। সর্বাধিক উইকেট শিকারি : মোস্তাফিজুর রহমান (রংপুর), মোহাম্মদ আমির (খুলনা), রুবেল হোসেন (চট্টগ্রাম) ও রবি ফ্রাইলিঙ্ক (খুলনা); ২০টি। সেরা বোলিং : ৬/১৭; মোহাম্মদ আমির (খুলনা টাইগার্স); বিপক্ষ- রাজশাহী রয়্যালস; ১৩ জানুয়ারি ২০২০। সবচেয়ে বেশি ক্যাচ : রাইলি রুশো (খুলনা); ১৩ ম্যাচে ১১টি। সর্বাধিক ডিসমিসাল : নুরুল হাসান সোহান (চট্টগ্রাম); ১৪ ম্যাচে ১৫টি।

- নাজমুল হাসান শান্ত হলেন বিপিএল-এর ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ান।
- সবচেয়ে বড় ছক্কাটি হাঁকান রাজশাহী রয়্যালসের আন্দ্রে রাসেল। ফাইনালে তিনি মোহাম্মদ আমিরকে মিড উইকেট দিয়ে এক বিশাল ছক্কা হাঁকান, মিটারের হিসাবে ১১৫ মিটার দূরে গিয়ে গ্যালারিতে পড়ে বলটি।

ম্যান অব দ্য ফাইনাল ও প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট

আন্দ্রে রাসেল

তিনি প্রথম বিদেশি অধিনায়ক হিসেবে বিপিএল-এর শিরোপা লাভ করেন।

প্রতিবছর বঙ্গবন্ধুর নামে বিপিএল

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে বিপিএল সপ্তম আসরের নাম করা হয় বঙ্গবন্ধু বিপিএল। বঙ্গবন্ধুর নামেই পরবর্তীতে মাঠে গড়াবে দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ এ আসর। ১২ জানুয়ারি ২০২০ বিসিবি'র কার্যনির্বাহী কমিটির সভা শেষে এ তথ্য দেন বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন।

বঙ্গবন্ধু বিপিএল ট্রফি

বঙ্গবন্ধু বিপিএল-এর ট্রফি তৈরি হয় ইংল্যান্ডে। লন্ডনের 'ইংকারম্যান' কোম্পানি তৈরি করে এ ট্রফি। ২০ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন টুর্নামেন্টের ট্রফি, ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভিন্ন উপলক্ষের ট্রফি বানানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ট্রফিও এ প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। বঙ্গবন্ধু বিপিএল ট্রফি তৈরি, আনা, ট্যাক্সসহ মোট খরচ পড়ে প্রায় ২০ লাখ টাকা। প্রতিবারের মতো ট্রফিতে সোনালী আভা থাকলেও এর নকশায় সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা হয় নিচের দিকে যোগ করা মুজিব শতবর্ষের বিশেষ লোগো।

বিপিএল-এর সপ্তম আসরটি ছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিমুক্ত। এ আসরটিতে কোনো প্রাইজমানি ছিলো না। প্রথমবারের মতো বিসিবি'র সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় এ আসর।

বিপিএল রোল অব অনার

আসর	চ্যাম্পিয়ন	রানার্স আপ	ফাইনাল ফলাফল	ম্যান অব দ্য ফাইনাল	সেরার সেরা দ্য টুর্নামেন্ট
প্রথম	ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্স	বরিশাল বার্নার্স	ঢাকা ৮ উইকেটে জয়ী	ইমরান নাজির (ঢাকা)	সাকিব আল হাসান (খুলনা)
দ্বিতীয়	ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্স	চিটাগং কিংস	ঢাকা ৪৩ রানে জয়ী	মোশাররফ হোসেন (ঢাকা)	সাকিব আল হাসান (ঢাকা)
তৃতীয়	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স	বরিশাল বুলস	কুমিল্লা ৩ উইকেটে জয়ী	অলক কাপালি (কুমিল্লা)	আসহার জায়েদি (কুমিল্লা)
চতুর্থ	ঢাকা ডায়নামাইটস	রাজশাহী কিংস	ঢাকা ৫৬ রানে জয়ী	কুমার সাঙ্গাকারা (ঢাকা)	মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ (খুলনা)
পঞ্চম	রংপুর রাইডার্স	ঢাকা ডায়নামাইটস	রংপুর ৫৭ রানে জয়ী	ক্রিস গেইল (রংপুর)	ক্রিস গেইল (রংপুর)
ষষ্ঠ	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স	ঢাকা ডায়নামাইটস	কুমিল্লা ১৭ রানে জয়ী	তামিম ইকবাল (কুমিল্লা)	সাকিব আল হাসান (ঢাকা)
সপ্তম	রাজশাহী রয়্যালস	খুলনা টাইগার্স	রাজশাহী ২১ রানে জয়ী	আন্দ্রে রাসেল (রাজশাহী)	আন্দ্রে রাসেল (রাজশাহী)

রেকর্ড আপডেট : ২০১২-২০২০

দলীয় সর্বোচ্চ রান : ২৩৯/৪; রংপুর রাইডার্স; বিপক্ষ-চিটাগং ভাইকিংস; ২৫ জানুয়ারি ২০১৯। দলীয় সর্বনিম্ন রান : ৪৪; খুলনা টাইটানস; বিপক্ষ- রংপুর রাইডার্স; ১০ নভেম্বর ২০১৬। সর্বাধিক রানের ব্যবধানে জয় ১১৯ রানে; চিটাগং কিংস; বিপক্ষ- সিলেট রয়েলস; ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩। সর্বাধিক রান তাড়া করে জয় : ২০৫ রান তাড়া করে জয়লাভ করে খুলনা টাইগার্স; বিপক্ষ ঢাকা প্লাটুন; ১১ জানুয়ারি ২০২০। এক ম্যাচে সর্বাধিক রান : ৪৬০; চট্টগ্রাম-কুমিল্লা; ২০ ডিসেম্বর ২০১৯। সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান : মুশফিকুর রহিম; ৮৫ ম্যাচে ২২৭৪ রান। সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস : ১৪৬* (৬৯ বলে); ক্রিস গেইল (রংপুর রাইডার্স); বিপক্ষ- ঢাকা ডায়নামাইটস; ১২ ডিসেম্বর ২০১৭। মোট সেঞ্চুরি : ২১টি (১৬ জন)। সর্বাধিক শতরান : ক্রিস গেইল; ৪টি। বাংলাদেশি সেঞ্চুরিয়ান : ৫ জন— শাহরিয়ার নাফীস, মোহাম্মদ আশরাফুল, সাব্বির রহমান, তামিম ইকবাল ও নাজমুল হোসেন শান্ত। সর্বাধিক অর্ধশত : ২০টি; তামিম ইকবাল। সর্বাধিক শূন্য : ১১টি; এনামুল হক। সর্বাধিক ছক্কা : ক্রিস গেইল; ৪২ ম্যাচে ১৩২টি। এক টুর্নামেন্টে সর্বাধিক রান : রাইলি রুশো (রংপুর রাইডার্স); ১৪ ম্যাচে ৫৫৮ রান; ২০১৯। সর্বাধিক উইকেট : সাকিব আল হাসান; ৭৬ ম্যাচে ১০৬ উইকেট। সেরা বোলিং : ৬/১৭; মোহাম্মদ আমির (খুলনা টাইগার্স); বিপক্ষ- রাজশাহী রয়্যালস; ১৩ জানুয়ারি ২০২০। ইনিংসে সর্বাধিক রান দেয়া বোলার : নাসির হোসেন; ৪ ওভারে ৬০ রান; চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স; বিপক্ষ- ঢাকা প্লাটুন; ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯। এক টুর্নামেন্টে সর্বাধিক উইকেট : সাকিব আল হাসান (ঢাকা ডায়নামাইটস); ১৪ ম্যাচে ২৩ উইকেট। মোট হ্যাটট্রিক : ৫টি। বাংলাদেশি হ্যাটট্রিককারী : ২ জন— আল আমিন হোসেন ও আলিস ইসলাম। সর্বাধিক ডিসমিসাল : নুরুল হাসান সোহান; ৬৬ ম্যাচে ৫৭টি (ক্যাচ ৩৯ ও স্টাম্পিং ১৮)। সর্বাধিক ক্যাচ : মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ; ৮২ ম্যাচে ৪৫টি।

বিপিএল-এর ইতিহাসে এক টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ রান করেন মুশফিকুর রহিম; ৪৯১ রান। সপ্তম বিপিএল-এ তিনি এ রেকর্ড গড়েন। এর আগের রেকর্ডটি ছিল তামিম ইকবালের। তিনি ২০১৬-১৭ মৌসুমে চিটাগং ভাইকিংসের হয়ে ৪৭৬ রান করেছিলেন।

চমক বিপিএল-এর ইতিহাসে সুপার ওভারের ঘটনা ঘটে দুটি। প্রথম সুপার ওভারের ঘটনা ঘটে বিপিএল-এর ষষ্ঠ আসরে ১২ জানুয়ারি ২০১৯ খুলনা টাইগার্স ও চিটাগং ভাইকিংসের মধ্যে। এতে জয়লাভ করে চিটাগং ভাইকিংস। আর দ্বিতীয় সুপার ওভারের ঘটনা ঘটে বঙ্গবন্ধু বিপিএল-এ। ২ জানুয়ারি ২০২০ সিলেট থান্ডার ও কুমিল্লা ওয়ারিয়র্সের মধ্যে অনুষ্ঠিত ম্যাচে। এতে জয়লাভ করে কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স।

বাংলা একাডেমি চত্বরে অবস্থিত 'মোদের গরব' ভাস্কর্যের ভাস্কর অখিল পাল

প্রশ্ন আপনার উত্তর আমাদের

প্রশ্নগুলো যারা পাঠিয়েছেন

নয়ন হোসেন, আলহাজ্ব মসিউর রহমান ডিগ্রি কলেজ, ঝিনাইদহ। মো. নাজমুল, সিরাজগঞ্জ। মো. আল আমীন, মহাদেবপুর, নওগাঁ। মো. তুহিন, আটঘড়িয়া, পাবনা। সুজন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সৈয়দ শিপন হাসান, গাইবান্ধা সরকারি কলেজ। মো. রুবেল আলী, পোড়াদহ কলেজ, কুষ্টিয়া। আর এইচ হাফিজা, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ। সুমন, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

প্রশ্ন : বাংলা, ইংরেজি ও হিজরি বর্ষের দিন শুরু হয় কখন?

উত্তর : বাংলা ও ইংরেজি বর্ষের দিন শুরু হয় রাত ১২টার পর এবং হিজরি বর্ষের দিন শুরু হয় সূর্যাস্ত থেকে। উল্লেখ্য, ১৪০২ বঙ্গাব্দের পূর্বে বাংলা বর্ষের দিন শুরু হতো সূর্যোদয় থেকে।

প্রশ্ন : পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : পরীক্ষা (Exam) হলো কোনো ব্যক্তি, বস্তু, পরিবেশ ইত্যাদির অবস্থা বা যোগ্যতা যাচাই করা। আর নিরীক্ষা (Audit) হলো কোনো কাজকর্ম বা ঘটনা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

প্রশ্ন : বরেন্দ্রভূমির নামকরণ কোথা থেকে হয়েছে?

উত্তর : 'বর' শব্দের অর্থ আশীর্বাদ এবং 'ইন্দ্র' শব্দের অর্থ দেবতাদের রাজা। অর্থাৎ ইন্দ্রের বর বা আশীর্বাদ থেকে সাধারণভাবে বরেন্দ্র শব্দটির উৎপত্তি। বরেন্দ্রভূমির নামকরণের পেছনে এরূপ একাধিক পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে।

প্রশ্ন : বিশ্বের প্রথম ক্লোন মানব শিশু সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : বিশ্বের প্রথম ক্লোন মানব শিশু 'ইভ' ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ জন্মগ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানব গবেষণা সংস্থা 'ক্লোনেইড' কর্তৃক সৃষ্ট এ কন্যা শিশুটি ৩১ বছর বয়স্ক তার মার্কিন মা'র জিন থেকে সৃষ্টি করা হয়। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ৭ পাউন্ড ওজন নিয়ে সুস্থভাবে ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুটির ছবি বা বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

প্রশ্ন : UBER-এর পূর্ণরূপ কী/অর্থ কী?

উত্তর : Uber (উবার)-এর কোনো পূর্ণরূপ নেই। এটি মোবাইল স্মার্টফোনের অ্যাপ-ভিত্তিক ট্যাক্সি বা এক ধরনের যাত্রী পরিবহন সেবার নেটওয়ার্ক। Uber'র নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ব্যক্তিগত গাড়ি রয়েছে এমন যে কোনো ব্যক্তিই এর নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হতে পারেন। ২০০৯ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন : ই-পাসপোর্টের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

উত্তর : ই-পাসপোর্টের একটি বিশেষ পাতায় মোবাইল ফোনের সিমের মতো ছোট ও পাতলা ইলেকট্রনিক মাইক্রোপ্রসেসর চিপ যুক্ত থাকে। যাতে প্রায় ৩৮ ধরনের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য থাকে। চিপে সংরক্ষিত বায়োমেট্রিক তথ্য বিশ্লেষণ করে পাসপোর্ট বহনকারীর পরিচয় সহজেই শনাক্ত করা যায়।

প্রশ্ন : কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : অতীতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সরকারি কর্মীরা 'কর্মকর্তা' নামে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কর্মীরা 'কর্মচারী' নামে অভিহিত হতেন। ২০১৫ সালে ঘোষিত অষ্টম বেতন স্কেলে তা শ্রেণীতে বিভাজনের পরিবর্তে ২০টি গ্রেডে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে গ্রেড-১ থেকে গ্রেড-৯ এর কর্মীরা পূর্বের প্রথম শ্রেণী, গ্রেড-১০ থেকে গ্রেড-১৩ পূর্বের দ্বিতীয় শ্রেণী, গ্রেড-১৪ থেকে গ্রেড-১৬ পূর্বের তৃতীয় শ্রেণী এবং গ্রেড-১৭ থেকে গ্রেড-২০ পূর্বের চতুর্থ শ্রেণী ধরা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সংবিধানে সকল সরকারি কর্মীদের 'কর্মচারী' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন : প্রচলিত ও অপ্রচলিত পণ্য কাকে বলে?

উত্তর : যে সকল পণ্য দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস হতে আহরিত বা উৎপন্ন এবং যার কাঁচামালের যোগান কেবল স্থানীয় উৎস, সে সমস্ত পণ্যকে প্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলা হয়। যেমন : পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, মাছ, হস্তশিল্প ও তাঁত ইত্যাদি। আর রপ্তানির পরিমাণ অধিক হলেও যে সকল পণ্যের মূল্য সংযোজন কর (VAT) ৭০% এর নিচে বা মূল কাঁচামাল দেশীয় উৎস হতে আহরিত বা উৎপন্ন হয় না, সে সমস্ত পণ্যকে অপ্রচলিত পণ্য বলা হয়। যেমন : সিমেন্ট, মেলামাইন পণ্য, সিরামিক পণ্য ইত্যাদি।

প্রশ্ন : কমফোর্ট উইমেন কী?

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানি সেনাবাহিনীর দ্বারা শাসিত অঞ্চলগুলোতে জোরপূর্বক যৌন দাসত্বে নিয়োজিত নারীদের জাপান কর্তৃক 'কমফোর্ট উইমেন' বলা হয়। কোরিয়াসহ কিছু দেশ জাপানের এ মনোভাবের সমালোচনা করে।

প্রশ্ন : অটোম্যান সাম্রাজ্য সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : অটোম্যান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম উসমান অর্থাৎ উসমান গাজীর দ্বারা। তার হাত ধরে ১২৯৯ সালে তুরস্কের আনাতোলিয়া থেকে যাত্রা শুরু করা অটোম্যান সাম্রাজ্যের সূর্য ১৯২২ সালে সুলতানি শাসনের বিলোপ সাধনের মধ্য দিয়ে অস্ত যায়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশি সময় (৬০০ বছরের বেশি) টিকে থাকা এ সাম্রাজ্যের সুলতানগণ শাসন করেছেন বর্তমান বিশ্বের ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার প্রায় শতাধিক দেশ।

সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক আপনার যে কোনো জিজ্ঞাসা পাঠিয়ে দিন ca@professorsbd.com ঠিকানায় অথবা ডাকে। ফোনে কোনো প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য নয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (IMLI)-এর অবস্থান সেগুনবাগিচা, ঢাকা

www.boighar.com

জানা অজানা

পর্ব ৬০

টানেল অফ লাভ

মেমোরি বা স্মৃতি ■ ডার্ক ট্যুরিজম

টানেল অফ লাভ
বিশ্বের অন্যতম রোমান্টিক স্থান

ইউক্রেনের পশ্চিমের ছোট্ট শহর ক্লেভানে অবস্থিত প্রায় পাঁচ কিলোমিটারের সবুজে ঘেরা রেলপথ হলো টানেল অফ লাভ। ক্লেভান থেকে ৭ কিমি দূরে পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এ স্থানটি প্রিয়জনকে নিয়ে রোমান্টিক মুহূর্ত কাটানোর জন্য জনপ্রিয়। রেলপথের দু'ধারে সারি সারি গাছ এ সবুজ টানেলের সৃষ্টি করেছে। এ টানেল দিয়ে যাওয়া রেললাইনও লতাপাতায় প্রায় ঢাকা। স্নায়ুযুদ্ধের সময় নিকটস্থ গোপন সেনা ক্যাম্পে অস্ত্র সরবরাহের জন্য এ রেলপথ তৈরির সময় এর চারপাশে শুধু জঙ্গল ছিল। পরে লাইনের দুই ধারে ফ্লোরা ফুলের গাছ লাগানো হলে গাছগুলো বড় হয়ে উপরে গিয়ে এপারের গাছ ওপারের সাথে মিলে মনোরম এ টানেলের সৃষ্টি করে। টানেলটি মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত পুরোটাই সবুজে পরিপূর্ণ থাকে। বর্তমানে একটি প্রতিষ্ঠানে কাঠ আনা-নেয়ার কাজে টানেলটি ব্যবহৃত হয়। দিনে মাত্র তিনবার এ ট্রেন চলাচল করে বিধায় বাকি সময়ে নির্বিঘ্নে এ টানেলের ভিতর হেঁটে বেড়ানো যায়। ২০১১ সালে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এর সৌন্দর্যের কথা প্রকাশ পেলে এটি পৃথিবীর অন্যতম একটি রোমান্টিক স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

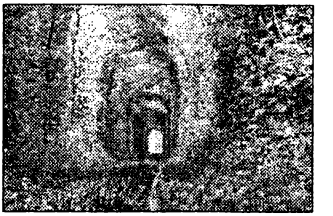

মেমোরি বা স্মৃতি
আধুনিক যন্ত্রের তথ্য সংরক্ষণাগার

কোনো কম্পিউটার বা যান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে তথ্য ধারণকারী যন্ত্রাংশ হলো মেমোরি বা স্মৃতি। কম্পিউটারের তথ্য ও প্রোগ্রাম সংরক্ষণে পাঞ্চ কার্ডই ছিল প্রথম তথ্য সংরক্ষণাগার। এতে থাকা তথ্য যন্ত্র পড়তে পারত। এতে একটি শক্ত কার্ডে অনেক ছিদ্র করে সেই ছিদ্রের ক্রমানুসারে যন্ত্রকে নির্দেশনা দেয়া হতো। ১৮৩৭ সালে ইংরেজ প্রকৌশলী চার্লস ব্যাবেজ 'অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন' নামে এমন যন্ত্র তৈরির ধারণা দেন, যেখানে এই পাঞ্চ কার্ড ব্যবহার করে আরও বড় যন্ত্রকে নির্দেশনা দেয়া যেত। তবে এটিকে যন্ত্রের তথ্য সংরক্ষণাগার হিসেবে ব্যবহারের তার উদ্দেশ্যের বাস্তব রূপ দেন মার্কিন পরিসংখ্যানবিদ হরম্যান হোলেরিথ, ১৮৯০ সালে। এর মধ্যে বিশ শতকের ষাটের দশকে আধুনিক ডেটা স্টোরেজ বা মেমোরি কার্ডের উদ্ভাবন শুরু হয়। প্রথমে চুম্বকীয় ডিস্ক স্টোরেজের ধারণা আসে। এরপরই সিডি-ডিভিডি, হার্ডডিস্ক, এসএসডি ইত্যাদির ধারণা চলে আসে। পরবর্তীতে এ ধারণা থেকেই আইবিএম ফ্লপি ডিস্ক চালু করে, যা ২০০৩ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। সর্বশেষে ২০০০ সালে আসে ফ্ল্যাশ ড্রাইভ বা পেন ড্রাইভের ধারণা।

ডার্ক ট্যুরিজম'র সাথে
কালো কিছুর সম্পর্ক নেই!

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ঐতিহাসিক কোনো ট্র্যাজেডির সাথে সম্পর্কিত স্থানে ভ্রমণ করাকে ডার্ক ট্যুরিজম বা ব্ল্যাক ট্যুরিজম বলা হয়। ১৯৯৬ সালে গ্লাসগো ক্যালেডোনিয়ান ইউনিভার্সিটির দুই ফ্যাকাল্টি সদস্য জন লেনন এবং ম্যালকম ফোলি এ ধারণার প্রবর্তক। সুনামি, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্পের আঘাতে বিধ্বস্ত কোনো এলাকা (যেমন– ২০১১ সালের সুনামিতে বিধ্বস্ত জাপানের টোহুকু শহর), অতীতের বড় কোনো দুর্ঘটনাস্থল (যেমন– রাশিয়ার চেরনোবিলের পারমাণবিক দুর্ঘটনাস্থল) কিংবা মানুষের নিষ্ঠুরতার চিহ্নস্থল (যেমন– জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসাবশেষে) দর্শন ডার্ক ট্যুরিজম হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ের নানা অপরাধের স্মৃতিচিহ্ন ও ব্যবহৃত নিদর্শন নিয়ে গঠিত জাদুঘর পরিদর্শনও ডার্ক ট্যুরিজম বলে ধরা হয়। ডার্ক ট্যুরিজমের মাধ্যমে এভাবে অপরকে বোঝার মানসিকতা থেকে মানুষ বিদ্বেষমূলক মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসে। মানুষ উদার ও সহমর্মী হয়।

প্রশ্ন কেন?

⊙ **পিঁপড়া সারিবদ্ধভাবে চলে কেন?**

— পিঁপড়া চলার সময় পেছনের দিকের হুলের নিচ থেকে ফেরোমোন (Pheromone) নামক এক ধরনের হরমোন নিঃসরণ করে। পেছনের পিঁপড়া এ হরমোনের গন্ধ শুকে পরস্পরকে অনুসরণ করে। এভাবে একজন দলনেতার নেতৃত্বে তারা সারিবদ্ধভাবে চলাচল করে।

⊙ **মরুভূমিতে উটের দীর্ঘ সময় পানি পান করতে হয় না কেন?**

— উটের কিছু শারীরবৃত্তীয় অভিযোজনের ফলে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, কম প্রস্রাব, সূর্যের বিকিরণকে চামড়ার মাধ্যমে প্রতিফলন, শরীরে কম পানির চাহিদা এবং লাল রক্তকোষ ও অন্য অংশে (কুঁজ ব্যতীত) পানি সংরক্ষণ করার ক্ষমতা থাকায় মরুভূমিতে উটের দীর্ঘ সময় পানি পান করার প্রয়োজন হয় না।

⊙ **উঁচু থেকে পড়লেও বিড়াল ব্যথা পায় না কেন?**

— বিড়ালের পায়ের নিচে খুব নরম তুলতুলে পেশি থাকে এবং তার ওজনের তুলনায় শরীরের বিস্তৃতি বেশি হওয়ায় প্রয়োজনে শরীর ফুলিয়ে তার আয়তন বাড়িয়ে নিতে পারে। সেইসাথে নিচে পড়ার সময় চার পা বাতাসে ছড়িয়ে পরক্ষণে আবার সংকুচিত করায় বিড়াল উঁচু থেকে পড়লেও ব্যথা পায় না।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (IMLI)-এর উদ্বোধন করা হয় ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০

ভিন্নখবর

বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ফাতিমা আল-ফিহরি

ইউরোপের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ইতালির বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১০৮৮ সালে। তারও প্রায় ১০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয় মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু-আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক আগে, আজ থেকে প্রায় ১১৫০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় মরক্কোর কারাউইন বিশ্ববিদ্যালয়। ইউনেস্কো এবং গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুযায়ী, এটিই হচ্ছে বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, যা এখন পর্যন্ত তার একাডেমিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আর এ ঐতিহাসিক বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ফাতিমা আল-ফিহরি নামের একজন মুসলিম নারী। তার জন্ম আনুমানিক ৮০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। বর্তমানে তিউনিসিয়ার কাইরাওয়ান শহরে। তার পুরো নাম ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ আল-ফিহরিয়া আল কুরাইশিয়া। তাদের পারিবারিক নামের কুরাইশিয়া অংশ থেকে ধারণা করা হয়, তারা ছিলেন আরবের মক্কার কুরাইশ বংশের মানুষ। ফাতিমা আল-ফিহরি ইন্তেকাল করেন ৮৮০ খ্রিস্টাব্দে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম বস্তুর সন্ধান

পৃথিবীতে পাওয়া প্রাচীনতম উপাদান আবিষ্কারের কথা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ডের একদল বিজ্ঞানী। অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৬৯ সালে ভূ-পাতিত মুরচিসন উল্কার একটি অংশে থাকা ৪০টি 'সৌর পূর্ব কণা' বিশ্লেষণ করে এ 'প্রাচীনতম' উপাদানের খোঁজ পান তারা। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মহাশূন্য থেকে আসা এ পাথরের মধ্যে যে ধূলিকণার খোঁজ মিলেছে, তা ৭৫০ কোটি বছরেরও পুরনো। তারকামণ্ডলীতে তৈরি হওয়া সবচেয়ে পুরনো এ ধূলিকণা আমাদের সৌরজগতের জন্মেরও আগে সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণত তারা বা নক্ষত্রের মৃত্যুর পর তাদের ভেতরকার কণাগুলো মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। এ 'সৌর পূর্ব কণা'গুলো এরপর নতুন নক্ষত্র, গ্রহ, চাঁদ বা উল্কায় সংযুক্ত হয়। এগুলো নক্ষত্রের অকাট্য নমুনা, সত্যিকারের স্টারডাস্ট।

১২০০ বছর আগের স্বর্ণমুদ্রা

সম্প্রতি ইসরাইলের ইয়াভেন অঞ্চলে একটি প্রাচীন ছোট মাটির ব্যাংকের ভেতর পাওয়া যায় প্রায় ১২০০ বছর আগের অমূল্য স্বর্ণের মুদ্রা। দেশটির প্রত্নতাত্ত্বিকরা এ গুপ্তধন খুঁজে পান। তারা গুপ্তধনগুলো যেখানে খুঁজে পান, মধ্যযুগে ঐ এলাকা ছিল শিল্পাঞ্চল। স্বর্ণমুদ্রাগুলো সেই সময়কার এক কুমোর সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিকরা জানিয়েছেন, স্বর্ণমুদ্রাগুলো সপ্তম-নবম শতাব্দীর আব্বাসীয় খিলাফতের সময়কার। প্রায় ১২০০ বছর আগের ইসরাইলের ঐ অঞ্চলে ইসলামের তৃতীয় এ খিলাফতের শাসন ছিল। বিজ্ঞান, শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল বলে আব্বাসীয় খিলাফতকে 'ইসলামের স্বর্ণযুগ' বলে বিবেচনা করা হয়।

মায়া সভ্যতার রাজপ্রাসাদ

মেক্সিকোর পর্যটন নগরী কানকুন থেকে ১০০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীন কুলুবা শহরে ১,০০০ বছরের বেশি সময় আগের মায়া সভ্যতার একটি রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। রাজপ্রাসাদটি মূলত মায়া সভ্যতার দুটি যুগের সাক্ষী হয়ে আছে। এ দুই যুগের একটির সময়কাল ছিল ৬০০-৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। অপরটি ৮৫০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়ে স্থায়ী হয় ১০৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে বর্তমান মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চল, গুয়াতেমালা, বেলিজ, হন্ডুরাসসহ মধ্য আমেরিকার বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে গড়ে ওঠে মায়া সভ্যতা। ৩,৫০০ বছরের বেশি সময় পর ১৬৯৭ সালে স্পেন সাম্রাজ্যের কাছে পেতেন ইতজা রাজ্যের পতনের মাধ্যমে হারিয়ে যায় এ সভ্যতার শেষ অংশটি। গুয়াতেমালার দ্বিতীয় বৃহত্তম হ্রদ পেতেন ইতজার একটি দ্বীপ ছিল ঐ রাজ্য।

বর্ষসেরা শব্দ Climate Emergency

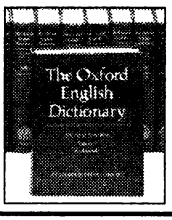

অক্সফোর্ড ডিকশনারি ২০০৪ সাল থেকে প্রতিবছর সেরা শব্দ বা অভিব্যক্তি নির্বাচন করে আসছে। ১২ মাস যে শব্দটি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বছরের শেষে সেটিই তাদের সেরা অভিব্যক্তি। তবে একটি শব্দের ব্যবহারের পরিমাণ ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের অন্যান্য সূচকের ভিত্তিতেও সেরা শব্দটি নির্বাচন করা হয়। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারির জরিপে ২০১৯ সালের সেরা শব্দ নির্বাচিত হয় Climate Emergency, যার বাংলা পরিভাষা 'জলবায়ু জরুরি অবস্থা'। ২০১৯ সালে Climate বা জলবায়ু শব্দটির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দ হলো Emergency বা জরুরি অবস্থা। এ 'দুটি শব্দ' মিলে 'একটি হয়ে' বিশ্ব জলবায়ু পরিস্থিতির ব্যাখ্যায় বিপুল ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি বছরটিতে হেলথ ইমার্জেন্সির চেয়েও দ্বিগুণের বেশি অনুসন্ধানে ছিল Climate Emergency। শব্দটির ব্যাখ্যায় অক্সফোর্ড বলছে, এটি এমন একটি পরিস্থিতি, যা জলবায়ু পরিবর্তন, হ্রাস বা বন্ধ, পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের ক্ষতি এবং তা মোকাবিলায় কী কী করণীয় এসবের ব্যাখ্যা দেয়। নির্দেশনা দেয় জরুরি পদক্ষেপ নেয়ার। সচেতন করে সংশ্লিষ্টদের।